৭৮৬
৯২

তাবলিগী জামায়াতে অবদান!

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুফতীয়ে আ'যামে বাঙ্গাল শায়েখ
গোলাম ছামদানী রেজবী

৭৮৬
৯২

তাবলিগী জামায়াতের অবদান!

মুফতীয়ে আ'যামে বাঙ্গাল
শায়েখ গোলাম ছামদনী রেজবী

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইসলামপুর কলেজ রোড
মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত
০৯৭৩২৭০৪৩৩৮

প্রকাশনায়
রেজা দারুল ইফতা সোসাইটি
ইসলামপুর, মুর্শিদাবাদ

(সর্বস্বত্ব লেখক কর্তৃক সংরক্ষিত)

প্রথম সংস্করণ ঃ ২০১৩ জানুয়ারী
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ২০১৪ ডিসেম্বর

অক্ষর বিন্যাস
মোহাম্মাদ উরফে ইমরান উদ্দিন রেজবী
৯৭৩৫২০৩৫৩৫
Email : imranuddinrezvi@gmail.com

প্রাপ্তিস্থান

গাওসিয়া লাইব্রেরী	—	মেছুয়া বাজার, কলকাতা
ইম্প্রিয়াল বুক হাউস	—	৫৬, কলেজ স্ট্রীট
কালিমিয়া বুক ডিপো	—	কালিয়াচক, মালদা
মুফতী বুক হাউস	—	রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ
রেজা লাইব্রেরী	—	নলহাটি, বীরভূম

সূচীপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১।	জামায়াতের জন্ম তারিখ	২
৩।	তাবলিগী জামায়াতের ব্যর্থতা	৬
৪।	জামায়াতের অবদান	১০
৫।	মিলাদ শরীফ	১১
৬।	কিয়াম শরীফ	১৩
৭।	বাহাস আরম্ভ করিয়া দিন	১৮
৮।	সভায় সভায় চ্যালেঞ্জ	২৪
৯।	আউলিয়ায় কিরামদিগের উরুস	২৬
১০।	মাজার শরীফ সম্পর্কে প্রশ্ন	২৮
১১।	মাজার শরীফে মহিলাদের যাতায়াত হইয়া থাকে	৩২
১২।	বাদ্য সহকারে কাওয়ালী	৩৬
১৩।	মাজারে ফুল ও চাদর চড়ানো	৩৮
১৪।	কবর চুম্বন ও সিজদা	৪০
১৫।	কয়েকটি প্রশ্ন	৪৩
১৬।	নকল মাজার তৈরী	৪৮
১৭।	ফাতিহা শরীফ	৫১
১৮।	কবর যিয়ারত	৫২
১৯।	মাযার যিয়ারতের উদ্দেশ্য সফর	৫৪
২০।	বৃদ্ধাঙ্গুলে চুম্বন করতঃ চোখে বুলানো	৬১
২১।	জানাজার পরে দুয়া	৬২
২২।	নামাজে মৌখিক নিয়াত	৬৭
২৩।	শবে বরাতের ইবাদত	৬৯
২৪।	শবে বরাতের হালুয়া	৭৩
২৫।	মুহার্রমের খিচুড়ি	৭৭
২৬।	মুর্দার জন্য চালিসা করা	৮০
২৭।	জুলুসে মুহাম্মাদী	৮৩
২৮।	পতাকা উত্তোলন	৮৫
২৯।	শির্কের সঠিক সংজ্ঞা	৮৭
৩০।	বিদয়াতের সঠিক সংজ্ঞা	৮৮
৩১।	কোন্‌টি শির্ক? কোন্‌টি বিদয়াত?	৯২
৩২।	করুণাময়ের দরবারে কৃতজ্ঞতা	৯৬
৩৩।	দেওবন্দীদের কিছু আক্বীদাহ	৯৭

pdf By Syed Mostafa Sakib

৩৪।	'ইয়া রাসূলাল্লাহ' বলা নাজায়েজ	১০৪
৩৫।	হায়, সমাজের কি অধঃপতন!	১০৮
৩৬।	হিন্দুদের হুলী দেওয়ালী	১০৯
৩৭।	দুর্গাপূজা	১০৯
৩৮।	বিশ্বকর্মা	১১১
৩৯।	২৫শে ডিসেম্বর ও ১লা জানুয়ারী	১১৩
৪০।	সকাল, সন্ধ্যায় সিনেমা	১১৩
৪১।	এখন বাঁচিবার উপায় কি?	১১৫
৪২।	নেট্ বা ছাকনী জাল	১১৬
৪৩।	বে রাহ্মাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন	১১৮
৪৪।	আব্দুল হামিদ কাসেমী	১১৯
৪৫।	আজানের পরে হাত তুলিয়া দুয়া	১২৩
৪৬।	মজবুত প্রাচীরের প্রয়োজন	১২৪
৪৭।	কয়েকটি প্রশ্ন	১৩৩
৪৮।	দাফনের পরে আজান	১৩৮
৪৯।	কবরে খেজুর শাখা	১৪১
৫০।	দাফনের পরে তালকীন	১৪২
৫১।	মুর্দাকে কবরে কাইত করিয়া শোয়াইবেন	১৪৩
৫২।	অপ-প্রচারে কান দিবেন না	১৪৪
৫৩।	সাইয়েদ আহমাদ রায় বেরেলবী	১৪৭
৫৪।	সাইয়েদ আবুল আ'লা মাওদূদী	১৪৮
৫৫।	জাকির নায়েক	১৪৯
৫৬।	মধুর সহিত মদ বিক্রয়	১৫৭
৫৭।	পূর্ণাঙ্গ নামায শিক্ষা	১৬০
৫৮।	রিসার্চ সেন্টার, না শয়তানী সেন্টার	১৬১
৫৯।	ওহাবী সম্প্রদায়	১৬৭
৬০।	অখণ্ড ভারতে ওহাবী মতবাদ	১৬৯
৬১।	ঐতিহাসিক হানাফী সম্মেলন	১৭০
৬২।	ফুরফুরা পন্থীদের বর্তমান অবস্থা	১৭৫
৬৩।	দোদুল্যমান আলেমদের প্রতি	১৮০
৬৪।	বাংলায় বোখারীর বঙ্গানুবাদ	১৮১
৬৫।	মোসনাদে ইমাম আ'যম	১৮২
৬৬।	সহীহুল বিহারী	১৮৩
৬৭।	তাসাউফের কিতাব পড়িবেন	১৮৪
৬৮।	সালামে রেজা	১৮৫

ভূমিকা

লাকাল হাম্‌দ ইয়া আল্লাহ
আস্‌সলাতু অস্‌ সালামু আলাইকা ইয়া রাসুলাল্লাহ

আমার প্রিয় সুন্নী পাঠক! এই বইখানা আসলে আমার সুন্নী ভাইদের জন্য লিখিতেছি। উদ্দেশ্য হইল, যাহাতে তাহারা বাতিল ফিরকা থেকে বাঁচিতে পারেন। অবশ্য আমার এই বইখানা কেবল সুন্নীদের হাতে থাকিবে এমন কথা নয়। বরং যে জামায়াতকে বাতিল বলিয়া চিহ্নিত করিবো সেই জামায়াতের বহু মানুষের হাতে বইখানা থাকিতে পারে। এইজন্য আমি আমার আপন, পর সবাইকে নিরপেক্ষ হইবার জন্য আবেদন করিতেছি। কারণ, নিরপেক্ষতা না থাকিলে সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব হইবে না।

বর্তমানে মানুষ বিভিন্ন জামায়াতের কাছ থেকে বিভিন্ন মতামতের কথা শুনিয়া চরম বিভ্রান্তির মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে। অবশ্য যে জামায়াতের মাধ্যমে মানুষ বেশি গোমরাহ হইয়া যাইতেছে সেই জামায়াতের প্রতি মানুষের ধারণা হইল সবচাইতে ভাল। সাধারণ মানুষের কাছে এই ভাল জামায়াতটি হইল তাবলিগী জামায়াত। অধিকাংশের মুখে একই কথা তাবলিগী জামায়াত নবীর যুগ থেকে চলিয়া আসিতেছে। এই জামায়াতের মুখ্য উদ্দেশ্য হইল মানুষকে শির্ক ও বিদয়াত থেকে বাঁচাইয়া প্রকৃত দ্বীনের উপর দাঁড় করাইয়া দিয়া নামাজী বানাইয়া দেওয়া। ইহারা কাহারো না কোন প্রকার সমালোচনা করিয়া থাকে, না কোন মতভেদী মাসলায় মাথা দিয়া থাকে। কেবল নামাজ আর নামাজ হইল এই জামায়াতের বুলি। এই জন্য, এই জামায়াতের জন্ম তারিখ ও সমাজের উপরে এই জামায়াতের অবদান কি। সেই সম্পর্কে প্রথম পর্যায়ে আলোচনা করিতেছি।

pdf By Syed Mostafa Sakib

জামায়াতের জন্ম তারিখ

তাবলিগী জামায়াতের অপর নাম হইল - ইলিয়াসী জামায়াত। কারণ, মওলানা ইলিয়াস সাহেব হইলেন এই তাবলিগী জামায়াতের জন্মদাতা বা প্রতিষ্ঠাতা। ইলিয়াস সাহেবের জন্ম হইল তেরশত তিন (১৩০৩) হিজরীতে। আজ হইল ১৪৩২ হিজরীর প্রথম মাস মুহার্রামুল হারামের আট তারিখ। মওলানা ইলিয়াস সাহেবের মাধ্যমে তাবলিগী জামায়াতের ভিত্তিস্থাপন হইয়া ছিল ১৩৩৪ হিজরীতে। তেরশত একান্ন (১৩৫১) হিজরীতে তাবলিগী জামায়াতের কাজ আঞ্চলিক ভাবে আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল এবং তেরশত ছাপান্ন (১৩৫৬) হিজরী হইতে বিভিন্ন স্থানে জামায়াত পাঠাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। ইলিয়াস সাহেব তেরশত ষাট (১৩৬০) হিজরীতে একটি বড় ইজতেমা করিয়া ছিলেন। ইহার পর থেকে জামায়াত খুব প্রসার লাভ করিয়া থাকে। তারপর ইলিয়াস সাহেব তেরশত তেষট্টি (১৩৬৩) হিজরীতে ইন্তেকাল করিয়াছেন। এ পর্যন্ত মওলানা ইলিয়াস সাহেব ও তাহার জামায়াত সম্পর্কে যে সমস্ত সাল তারিখ লেখা হইয়াছে সেগুলি 'সওয়ানেহে ইউসুফ' এর ১৩২ পৃষ্ঠা হইতে ১৫২ পৃষ্ঠা পর্যন্ত থেকে সংগ্রহ করা হইয়াছে।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) 'প্রচলিত তাবলিগী জামায়াত হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের যুগ থেকে চলিয়া আসিতেছে' বলা শয়তানী কথা। যাহারা এই প্রকার কথা বলিয়া থাকে তাহারা হইল শয়তানের শিষ্য।

(খ) তাবলিগী জামায়াত হইল একটি বিদয়াত জামায়াত। কারণ, এই জামায়াতটি না রাসুল পাকের যুগে ছিলো, না সাহাবদিগের যুগে

ছিলো, না তাবিঈনদের যুগে ছিলো, না চার ইমাম হজরত আবুহানীফা, শাফয়ী, মালিক ও আহমাদ বিন হাব্বালের যুগে ছিলো, না গওস পাকের যুগে, না খাজা আজমিরীর যুগে ছিলো। আপনি নিজেই জামায়াতের জন্ম তারিখ হিসাব করিয়া দেখুন!

(গ) 'সাওয়ানেহে ইউসুফ' কিতাবখানা দেওবন্দী তাবলিগী জামায়াতের লিখিত ও প্রচারিত। কিতাবখানা হইল তাবলিগী জামায়াতের দ্বিতীয় হজরতজী মাওলানা ইউসুফ সাহেবের জীবনী। ইনি ছিলেন মাওলানা ইলিয়াস সাহেবের পুত্র। অতএব, জামায়াতের সাল তারিখ সম্পর্কে জামায়াতের মানুষের কোন দ্বিধা থাকিতে পারে না।

একটি প্রশ্ন

তাবলিগী জামায়াত হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের যুগে নিশ্চয় ছিলো। অনুরূপ সাহাবাদিগের যুগে, তথা সর্বযুগে ছিলো। অন্যথায় দ্বীন কেমন করিয়া প্রচার হইয়াছে?

উত্তর ঃ- বর্তমান তাবলিগী জামায়াতের অপর নাম হইল ইলিয়াসী জামায়াত। এই গোমরাহ জামায়াতটি ইলিয়াস সাহেবের পূর্বে কোন কালে ছিলো না। মোট কথা সর্ব যুগে তাবলিগ ছিলো এবং মুবাল্লিগ ছিলেন, কিন্তু না এই তাবলিগী জামায়াত ছিলো, না গোমরাহ জামায়াতের গোমরাহ মুবাল্লিগরা ছিলো।

দ্বীন প্রচারের নাম হইল তাবলিগ। যাহারা দ্বীন প্রচার করিয়া থাকেন তাহাদের বলা হইয়া থাকে মুবাল্লিগ। সাহাবায় কিরামদিগের মধ্যে বড় বড় মুবাল্লিগ ছিলেন। স্বয়ং হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এই সমস্ত মুবাল্লিগকে দ্বীন প্রচারের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন দেশে পাঠাইয়াছেন। বিশেষ

pdf By Syed Mostafa Sakib

করিয়া হজরত মুয়াজ ইবনো জাবাল রাদী আল্লাহ আনহুকে বিশেষ ট্রেনিং দিয়া ইয়ামানে পাঠাইয়া ছিলেন। সাহাবায় কিরামদিগের পরে তাবেয়ীন ও ইমামদিগের যুগ চলিয়া আসিয়াছে। সেখানেও লক্ষ করিলে দেখা যাইবে যে, যে দেশে, যে এলাকায় কোন বড় আলেম ও বড় ইমাম ছিলেন তাহার কাছে দ্বীন শিক্ষার জন্য দেশ বিদেশ থেকে, দুর দুরান্ত থেকে মানুষ চলিয়া আসিতো। বড় বড় মুহাদ্দিসদিগের দরবারে হাজার হাজার মানুষ হাজির হইয়া কেহ হাদীস সংগ্রহ করিয়াছেন, কেহ মসলা মাসায়েল শুনিয়াছেন। অতঃপর যখন ইমামগণ ও মুহাদ্দিসগন ছাড়াও শায়েখ মাশায়েখদের যুগ চলিয়া আসিয়াছে, তখন মানুষ দুরদুরান্ত থেকে শায়েখ মাশায়েখদের দরবারে ও খানকায় আসিয়া দ্বীনের তালীম শিক্ষা লাভ করিয়াছেন। তাহারা কেবল দ্বীনের জাহিরী শিক্ষালাভ করিয়া ছিলেন না বরং শায়েখদের সঙ্গ লাভে আধ্যাত্মিক শিক্ষালাভ করিতেন। এই প্রকারে যুগ যুগ ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে ইসলামের প্রচার প্রসারের কাজ। এই কাজকে বলা হইয়া থাকে তাবলীগ।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের কয়েক যুগের পর দ্বীনের ইমামগণের দ্বারায় কুরয়ান ও হাদীস থেকে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার কাজ ব্যাপক ভাবে আরম্ভ হইয়া গিয়াছিল। সাধারণ থেকে সাধারণ মানুষ যাহাতে সহজ সরলভাবে খুঁটি নাটি বিষয়ে অবগত হইয়া শরীয়তের উপরে চলিতে পারে সেই ব্যবস্থা করিয়া ছিলেন বিশেষ করিয়া ইসলামের চারজন ইমাম- ইমাম আ'যম আবু হানীফা, ইমাম শাফয়ী, ইমাম মালিক ও ইমাম আহমাদ ইবনো হাম্বাল রাহিমা হুমাল্লাহ। হুজুর পাকের প্রায় দুইশত বৎসর পর থেকে বিশ্ব মুসলিম উল্লেখিত চারজন ইমামের নামানুসারে চার মাযহাবের কোন একটি মাযহাব মানিয়া ইসলামী জীবন যাপন করিয়া আসিতেছেন। অনুরূপ বাতেনী বিদ্যা বা আধ্যাত্মিক শিক্ষার জন্য যথা সময়ে শায়েখ

মাশায়েখ পীরানে পীরগণের দ্বারায় বিশেষ ভাবে চারটি তরীকা তৈরী হইয়া গিয়াছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ এইসব তরীকানুযায়ী চলিয়া সাধনা করিয়া চলিয়া আসিতেছেন; আজো এই মাযহাব ও তরীকাগুলি বহাল রহিয়াছে এবং মানুষও এইসব মাযহাব ও তরীকাগুলি অবলম্বন করিয়া চলিতেছেন। আপনি বাস্তবে লক্ষ করিয়া দেখিলে অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন যে, দ্বীন কিভাবে, কাহাদের দ্বারা প্রচার হইয়া এ পর্যন্ত আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

এইবার আসুন, আসল কথায় যাইবো। আপনি যে জামায়াতকে খুব চিনিয়া ফেলিয়াছেন এবং ইহাদের গালগপ্পে বিশ্বাস করতঃ ধারণা করিয়াছেন যে, এই জামায়াতটি আসল এবং নবীর যুগ থেকে চলিয়া আসিতেছে। লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ! আপনি একজন শিক্ষিত মানুষ হইয়া সাল তারিখ ভুলিয়া যাইতেছেন কেন? এখনতো সাধারণ থেকে সাধারণ মানুষের হাতে চলিয়া আসিয়াছে বোখারী, মোসলেম থেকে আরম্ভ করিয়া প্রায় সমস্ত হাদীসের কিতাবগুলি। কেহ কি কোন কিতাবে দেখিতে পাইয়াছেন বর্তমান তাবলী জামায়াতের ফিগার? কোনো কালে কি এইরূপ জামায়াত ছিলো বলিয়া প্রমান করিতে পারিবেন? কখনোই না। ইহা আমার চ্যালেঞ্জ। তাবলিগী জামায়াত যখন সদ্য শিকার করা তরুণ, যুবক, মাষ্টার ও ডাক্তারকে লইয়া রাস্তায় বাহির হইয়া যাইতে থাকে তখন মনে হইয়া থাকে যেন পঁচিশে ডিসেম্বরের কোন পিকনিক পার্টি। জামায়াতের আমির নামের ভণ্ডলোকটির প্ররোচনায় পড়িয়া লজ্জার মাথা খাইয়া হাতে তাসবীহ ঝুলাইয়া সারিবদ্ধ ভাবে কেহ বা গল্প করিতে করিতে, আবার কেহ বা লোক দেখানো ভাবে বিজবিজ করিয়া মুখ নাড়িতে নাড়িতে যাইতে থাকে। অথচ ইহাদের পোষাক পরিচ্ছদের দিকে লক্ষ করিলে ও ভাব ভঙ্গিমা দেখিলে কেবল মাথার সদ্যখানে চাপানো টুপিটি বাদ দিলে মনে হইয়া থাকে যেন অমুসলিম, হিন্দু, খৃষ্টান। অবশ্য আমি

pdf By Syed Mostafa Sakib

এই জামায়াতের সমালোচনায় সময় ব্যয় করিতাম না কিন্তু বাধ্য হইয়াছি এই জন্য যে, ইহাদের মিথ্যা প্রচারে ও লোক দেখানো চাল চলনে সুন্নী মুসলমান গোমরাহ হইতেছেন।

তাবলিগী জামায়াতের ব্যর্থতা

বর্তমানে এক শ্রেণীর মানুষ কেবল মনে করিয়া থাকেনা, বরং মুখেতে আওড়াইতে আরম্ভ করিয়াছে যে, "তাবলিগী জামায়ত না থাকিলে ইসলাম থাকিতো না।" ইহা কেবল আমার কলমের কথা নয়, বরং বাস্তবে এই জামায়াতের প্রচারই এইরূপ। সত্য বলিতে কি! আমি দক্ষিণ ২৪ পরগনা উস্তি থানার অন্তর্গত সংগ্রামপুর এলাকার মানুষ। যখন এই এলাকায় সবে মাত্র তাবলিগী জামায়াতের আমদানী আরম্ভ হইয়াছে। একদিন সংগ্রামপুর ষ্টেশনের প্লাটফর্মে জামায়াতের এক আনাড়ি লোক বিনা মেঘে বজ্রপাতের মতো আমাকে ধরিয়া এই বলিয়া লেকচার আরম্ভ করিয়া দিয়াছে "তাবলিগী জামায়ত না থাকিলে দুনিয়াতে কেহ মুসলমান থাকিতো না, তাবলিগী জামায়াত না থাকিলে তোর মাথায় টুপি উঠিতো না ইত্যাদি। এতক্ষণে চারিদিক থেকে লোকজন জড় হইয়া গিয়াছে। লোকটি গুণ্ডামী ভাবমুর্তিতে কথাবার্তা বলিতেছিলো। আমি কেবল তাহাকে এতটুকু কথা বলিয়াছিলাম - "আল হামদু লিল্লাহ, আমার মাথায়, টুপী রহিয়াছে কিন্তু আমি কোনদিন তাবলিগী জামায়াতের ধারে কাছে যাইয়া থাকিনা। আপনার মাথায় টুপী নাই কেন? এই সময়ে লোকটির মাথায় টুপী ছিলোনা। অবশ্য লোকটি অধিকাংশ সময়ে কেবল খালি মাথায় থাকিতো না, বরং বিনা গেঞ্জিতে একেবারে খালি গায়ে নাভির পাঁচ ছয় আঙ্গুল নিচে লুঙ্গি পরিয়া ছোট ডাবরি মতো পেট বাহির করিয়া হাজার হাজার লোকের সামনে চলাফেরা করিতো - 'লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।'

দিনের পর দিন জামায়ত ব্যাপক হইতেছে কিন্তু জামায়াতের ব্যর্থতা কোন জায়গায়? এই প্রশ্নের উত্তরে আমি চ্যালেঞ্জ করিয়া বলিতেছি, জামায়াত বাস্তবে ব্যর্থ হইয়া রহিয়াছে। পাঠক! আপনি ভাল করিয়া হিসাব নিকাশ করিয়া দেখুন। তাবলিগী জামায়াতের ভিত্তিস্থাপন হইয়াছে তেরশত চৌত্রিশ (১৩৩৪) হিজরীতে। আজ চৌদ্দশত বত্রিশ (১৪৩২) হিজরী। দীর্ঘ একশত বৎসর হইতে চলিয়াছে জামায়াতের বয়স। নিজের দেশকে হিফাজত না করিয়া অপরের দেশকে জয় করিবার লক্ষে থাকিলে যে বোকামী করা হইবে তাহা বুঝিবার বোধ নাদানদের নাই বলিয়া নির্লজ্জের মতো প্রচার চালাইয়া চলিয়াছে - 'এই জামায়াতের মাধ্যমে সারা বিশ্বজয় হইবে, এই জামায়াতের মাধ্যমে ইউরোপ ও আমেরিকার মতো খৃষ্টান দেশে হাজার হাজার মানুষ মুসলমান হইতেছে, এই জামায়াতের ভিতর দিয়া ইমাম মাহদী আলাইহিস সালাম বাহির হইবেন ইত্যাদি। 'লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।'

কবে বিশ্বজয় হইবে জামায়াতের মাধ্যমে তাহা একালের মানুষের ভাগ্যে দেখিবার তো কোনো লক্ষন পাওয়া যাইতেছে না, বরং জ্ঞানীগণ জামায়াতের ভাবভঙ্গীমা দেখিয়া মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতেছেন যে, এই জামায়াতের ভিতর দিয়া খুব সম্ভব দাজ্জাল বাহির হইবে। আরে! তাবলিগী জামায়াতের ব্যর্থতা কোথায় তাহা একবার লক্ষ করিয়া দেখুন! একটি দেশ নয়, একটি প্রদেশও নয়, একটি জেলা নয়, একটি এলাকাও নয়, একটি ছোট গ্রামকে কন্ট্রোল করিতে পারে নাই তাবলিগী জামায়াত। ছোট করিয়া বলিতেছি, পশ্চিম বাংলায় এই জামায়াতের বহু আখড়া রহিয়াছে। একটি ছোট গ্রামকে তাহারা সাইজ করিতে পারে নাই। আপনি এমন একটি গ্রাম খুঁজিয়া পাইবেন না যে, সেই গ্রামটি জামায়াতের মাধ্যমে মানুষ হইয়া গিয়াছে। গ্রামের ছোট বড় সমস্ত মানুষ মাথায় টুপী দিয়া থাকে, সমস্ত

pdf By Syed Mostafa Sakib

মানুষ দাড়ি রাখিয়াছে, সবাই ইসলামী পোষাক পরিধান করিয়া থাকে, সবাই নামাজ, রোজা করিয়া থাকে, তরুণী ও যুবতী থেকে আরম্ভ করিয়া বুড়ি ও আধবুড়ি সবাই পর্দানশীন ও নামাজী; সেই সঙ্গে সঙ্গে গ্রামে কোনো প্রকারের নোংরামী নাই। গান বাজনা নাই, রং তামাশা নাই, মদ ও মাতলামী নাই, চুরি ডাকাতী নাই, তাসের আখড়া থেকে টেলিভিশন পর্যন্ত কিছুই নাই; এক কথায় তাবলিগী জামায়াত গ্রামটিকে সমস্ত রকমের নোংরামী থেকে পাক সাফ করিয়া পুরোপুরি ইসলামের উপর দাঁড় করাইয়া দিয়াছে। আছেন্ সৌদীর কোন রিয়াল খোর মুবাল্লিগ? আমার এই চ্যালেঞ্জের মুকাবিলায় দাঁড়াইয়া পশ্চিম বাংলার একটি গ্রামের নাম বলিয়া দিবেন। রাশিয়া, আমেরিকা জয় হইবার স্বপ্ন যদি সফল হইয়া না থাকে, তবে কি মানুষের এতটুকু আশা করা ভুল হইবে যে, কমপক্ষে একটি গ্রাম তো তাবলিগী জামায়াতের মেহনতে মানুষের মতো মানুষ হইয়া গিয়াছে! একশত বৎসরের মেহনতের ফল যদি একটি গ্রামের মানুষ দেখিতে পাইয়া না থাকে, তাহা হইলে সারা দুনিয়ার জয় বিজয় দেখা কি কখনোই সম্ভব হইবে? আপনি যদি নিরপেক্ষ হইয়া আমার কলমের কথা শেষ পর্যন্ত শুনিয়া থাকেন, তাহা হইলে অবশ্যই বলিতে বাধ্য হইবেন যে, তাবলিগী জামায়াতের আখড়াগুলি আসলে দ্বীনের মারকায নয়, বরং দাজ্জালের দূর্গ।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

মগরাহাট হইল পশ্চিম বাংলার সর্বপ্রথম তাবলিগী মারকায। বর্তমানে মগরাহাটের পরে মগরাহাটের পাশে ফুরফুরা পন্থীদের দ্বারায় দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বৃহত্তম তাবলিগী মারকায গড়িয়া উঠিয়াছে সংগ্রামপুর জামে মসজিদে। পাশাপাশি দুই মারকায। সুবহানাল্লাহ!

সুবহানাল্লাহ! দুই মারকাযের আশেপাশের মানুষেরা মদে রেকর্ড করিয়া দিয়াছে। মদে আসক্ত মানুষেরা বিষাক্ত মদ পানে মহামারির মতো মরন মুখী হইয়াছে। এ পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা দুইশত ছাড়িয়া গিয়াছে। এমন কোন সংবাদপত্র নাই যাহাতে মগরাহাট ও সংগ্রামপুরের সুনাম নাই। মগরাহাট হইল মদের বড়ভাটি। তারপরের ভাটি হইল সংগ্রামপুর। ইহা হইল এক ঐতিহাসিক সুনাম। এই খ্যাতি কেহ সহজে ধুইয়া মুছিয়া ফেলিতে পরিবে না। মগরাহাট ও সংগ্রামপুর কেবল তাবলিগের মারকায নয়, বরং মদেরও মারকায। তবে এখন শুনিতে পাওয়া যাইতেছে যে, মগরাহাট ও সংগ্রামপুরে দুইটি করিয়া মারকায রাখা হইবে না। মদের মারকাযটি ভাঙ্গিয়া দেওয়ার জন্য খুব তোড়জোড় চলিতেছে। এইবার মনে হয় তাবলিগী জামায়াতের মাধ্যমে পশ্চিম বাংলার মগরাহাট ও সংগ্রামপুর সাইজ হইয়া যাইবে!

একটি প্রশ্ন

তবে কি তাবলিগী জামায়াতের মাধ্যমে কিছুই কাজ হইতেছে না? তাহাদের ইজতেমাগুলিতে হাজার হাজার লোক দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, শত শত তরুণ, যুবক জামায়াতের সঙ্গে জুড়িয়া জুয়া, মদ, তাড়ি ত্যাগ করতঃ পরহিজগার হইতেছে, এমনকি মেয়ে মানুষের দলও জামায়াতের সহিত বাহির হইতে আরম্ভ করিয়াছে; এই কাজগুলি কি কেহ ভাল কাজ নয় বলিয়া অস্বীকার করিতে পারিবে?

উত্তর ঃ- যাহার মধ্যে জামায়াতের ঘোর কাটে নাই তাহার মুখে এই ধরনের প্রশ্ন করা শোভা পাইয়া থাকে। কাদিয়ানীদের কাজকে যদি অস্বীকার করা না যাইয়া থাকে, তাহা হইলে তাবলিগী জামায়াতের কাজ কেমন করিয়া অস্বীকার করা যাইতে পারে! তাবলিগী জামায়াত কোনো কাজ করিতেছে না, একথা আমি কখনো বলি নাই এবং কখনো বলিতে পারিবো

pdf By Syed Mostafa Sakib

না। কারণ, তুলনা মূলক তাবলীগের কাজ বহু বাড়িয়া গিয়াছে। এমনকি মেয়ে মানুষেরা পর্যন্ত পাড়ি দিতে আরম্ভ করিয়াছে জামায়াতের সাথে দুরদুরান্তে।

তাবলিগী জামায়াতের ব্যর্থতা সম্পর্কে আমি যে বিবরণ দিয়াছি তাহাতে আমি জামায়াতের কাজকে অস্বীকার করি নাই, বরং বলিয়াছি যে, জামায়াত একশত বৎসর শ্রম দিয়াও দ্বীনের উপরে দাঁড় করাইতে পারে নাই ছোট একটি গ্রামকে। এইবার তাহাদের ইজতেমায় হাজার হাজার লোক হইয়া থাকে। এই প্রকার হাজার হাজার লোকতো সুন্নীদের উরুসগুলিতে হইয়া থাকে। জামায়াতের ইজতেমা তো পাঁচ দশ বৎসর পরে পরে হইয়া থাকে। আল্ হামদু লিল্লাহ! ভারতের বহু খানকায় ও পীর ফকীরের আস্তানায় প্রতি বৎসর হাজার হাজার মানুষ সমবেত হইয়া থাকে। এইগুলি নজরে পড়িয়া থাকে না কেন? ভাল করিয়া খোঁজ নিয়া দেখিলে দেখা যাইবে যে, এক একটি খানকা ও দরবারের সহিত লক্ষ লক্ষ মানুষের যোগাযোগ রহিয়াছে। সেখানেও শত শত ডাক্তার, মাষ্টার, ল-ইয়ার ও ইঞ্জিনিয়ার রহিয়াছে। তাহা হইলে জামায়াতের বিশেষ বৈশিষ্ট কোথায়! জামায়াতীদের বাড়িতে যদি বে নামাজী থাকিতে পারে, তাহা হইলে সুন্নীর ঘরেও থাকিতে পারে। শেষে তো ইহাই দাড়াইয়া গেল যে, তাবলিগী জামায়াতের প্রচার মিথ্যা ও তাহাদের দাবী বাতিল যে, জামায়াত না থাকিলে না ইসলাম থাকিতো, না কাহারো মাথায় টুপি উঠিতো।

জামায়াতের অবদান

জামায়াত যদিও কার্যত ফেলিওর হইয়াছে। দুনিয়াতো দুরের কথা তাহারা একটি ছোট গ্রামকে পর্যন্ত যথার্থ ভাবে ইসলামের উপর আনিতে পারে নাই, কিন্তু তাহারা কামিয়াব হইয়াছে হাজার গ্রামের উপরে। তাহাদের

প্রেরনায় ও প্ররোচনায় যে কত শত গ্রাম থেকে উঠিয়া গিয়াছে বহু ইসলামিক রীতি ও প্রথা। যুগ যুগ ধরিয়া মানুষ যে সমস্ত আমল ও কাজ, আলেম উলামার নিকট থেকে শুনিয়া এবং পীর দরবেশদের দরবারে দেখিয়া সওয়াবের আশায় করিয়া আসিতে ছিলো, সেই কাজগুলি জামায়াতের সংস্পর্শে উঠাবসা কবিবার কারনে গোনাহের কাজ বলিয়া ত্যাগ করিয়া দিয়াছে। সুতরাং ইহা তাবলিগী জামায়াতের অবদান ছাড়া আর কি বলা যাইতে পারে। এখন তাহাদের অবদানের একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা তৈরি করা হইতেছে। যথা - (১) মিলাদ (২) কিয়াম (৩) উরুস (৪) ফাতিহা (৫) কবর যিয়ারত (৬) মাজার শরীফে যিয়ারতের উদ্দেশ্যে যাওয়া (৭) হুজুর পাকের পবিত্র নাম শুনিয়া বৃদ্ধাঙ্গুলে চুম্বন করতঃ চক্ষুতে বুলানো (৮) জানাজার পরে দুয়া করা (৯) নামাজে মৌখিক নিয়্যাত করা (১০) শবেবরাত উপলক্ষ্যে রাত জাগিয়া নফল ইবাদত করা ও (১১) হালুয়া রুটি তৈরি করা (১২) মুহারমের খিচুড়ি করা (১৩) চাল্লিশা করা ইত্যাদি।

জামায়াতের প্ররোচনায় ও প্রচেষ্টায় সমাজ থেকে যে সমস্ত জিনিষ উঠিয়া গিয়াছে সেগুলি কিন্তু শরীয়তের দৃষ্টিতে কোনো মতেই আপত্তিকর নয়, বরং নিজেদের বানাউটি বিধান বহাল করিবার জন্য প্রাণপণ প্রচেষ্টায় উঠাইয়া দিয়াছে। ইহাতে সমাজের ক্ষতি হইয়াছে বই কিছু লাভ হয় নাই। এখন প্রত্যেকটি বিষয়ের উপরে খুব সংক্ষিপ্তভাবে আলোকপাত করা হইতেছে।

-ঃ অবদান নং ১ ঃ-

মিলাদ শরীফ

জামায়াত যদিও 'মিলাদ শরীফ' কথাটি শুনিতে পর্যন্ত রাজি নয় এবং তাহাদের প্রচেষ্টায় বহু এলাকা ও বহু গ্রাম থেকে ইহা উঠিয়া গিয়াছে, তবুও কিন্তু উপমহাদেশের সর্বত্রে মীলাদ শরীফ ব্যাপকভাবে চালু রহিয়াছে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

মীলাদ শরীফ বলিতে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের বিলাদাত শরীফ বা দুনিয়াতে শুভাগমনের বৃত্তান্ত। এই মীলাদ শরীফ উপলক্ষে সাধারণ মানুষকে একত্রিত করিয়া দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়া থাকে। প্রতিটি মীলাদে যে কেবল হুজুর পাকের জন্ম বৃত্তান্ত আলোচনা করা হইয়া থাকে এমন কথা নয়, বরং শরীয়তের সমস্ত বিষয়ের উপর আলোচনা করা হইয়া থাকে। ইহাকে বিদয়াত বলিয়া উঠাইয়া দেওয়ায় নিশ্চয় সমাজের ক্ষতি করা হইবে। দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে সাধারণ মানুষের মধ্যে ব্যাপক প্রচারের একটি বড় মাধ্যম হইল মীলাদ শরীফ। এই মীলাদ শরীফ আদৌ বিদয়াত নয় বরং ইহা এমন একটি ইবাদত, যাহার মধ্যে পাঁচটি সুন্নাত পাওয়া যাইয়া থাকে। যেমন কালাম পাকে সূরাহ্ বাকারার ৮১ নম্বর আয়াত পাকে বলা হইয়াছে যে, স্বয়ং আল্লাহ্ পাক আত্মাজগতে আম্বিয়ায় কিরামদিগের সামনে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের মীলাদ শরীফের কথা বর্ণনা করিবার পর তাঁহাদের নিকট থেকে হুজুর পাকের প্রতি ঈমান আনিবার ও তাঁহাকে সাহায্য করিবার প্রতিশ্রুতি নিয়াছেন। সুতরাং মীলাদ শরীফ হইল সুন্নাতে ইলাহী।

হাদীস পাকে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর পাক নিজের জন্ম বৃত্তান্তের কথা সাহাবায় কিরামদিগের কাছে বলিয়াছেন। সুতরাং মীলাদ শরীফ হইল সুন্নাতে মুস্তফা। সাহাবায় কিরামও হজরত কায়াব রাদী আল্লাহু আনহুর নিকট থেকে হুজুর পাকের জন্ম বৃত্তান্তের ঘটনাগুলি শ্রবণ করিতেন। সুতরাং মীলাদ শরীফ হইল সুন্নাতে সাহাবা। সর্বযুগে আউলিয়ায় কিরামও হুজুর পাকের মীলাদ শরীফ করিতেন। সুতরাং ইহা হইল সুন্নাতে আউলিয়া। সর্ব যুগে সাধারণ মানুষও মীলাদ শরীফ কায়েম করিয়া আসিতেছে। সুতরাং ইহা হইল সুন্নাতুল মুসলিমীন। কুরয়ান ও হাদীস থেকে সরাসরি মীলাদ শরীফকে কেহ নাজায়েজ প্রমাণ করিতে পারিবেনা। মীলাদ শরীফ সম্পর্কে

বিস্তারিত জানিতে হইলে 'জায়াল হক' কিতাবখানা পাঠ করুন- লেখক, হাকীমুল উম্মাত মুফতী আহমাদ ইয়ার খান। বর্তমানে কিতাবখানা বাংলা হইয়া গিয়াছে। ধোকাবাজের দল যে মীলাদ শরীফকে সমাজ থেকে উঠাইবার জন্য মরিয়া হইয়া রহিয়াছে, আবার সেই মীলাদ শরীফের জন্য দাওয়াত করিলে 'না' বলিয়াও থাকে না। ইহাদের চরিত্র কেমন একবার দেখুন! লা হউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। সুন্নী ভাইদের বলিয়া রাখিতেছি, যদি কোন ওহাবী দেওবন্দী আলেম আপনার বাড়ীতে অথবা আপনার মহল্লাতে মীলাদ শরীফের দাওয়াতে আসিয়া থাকে, তবে তাহাকে অবশ্যই ছাড়িবেন না যে, আজ আপনাকে কুরয়ান ও হাদীস থেকে মীলাদ শরীফ প্রমাণ করিতে হইবে। অন্যথায় আপনার ছুটি নাই। যে কাজকে বিদয়াত বলিয়া থাকেন আবার সেই কাজে নিজেই উপস্থিত। আপনি মুসলমান না মুনাফিক!

-ঃ অবদান নং - ২ ঃ-

কিয়াম শরীফ

জামায়াতের দ্বিতীয় অবদান হইল যে, তাহারা বহু গ্রাম কেন! বহু এলাকা থেকে কিয়াম তুলিয়া দিয়াছে। যদিও কিছু কিছু জায়গায় কিয়াম উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু আগের তুলনায় কিয়াম বহুগুনে বেশি হইয়া গিয়াছে। আমাদের পশ্চিম বাংলায় কিয়াম কেবল মীলাদ, মাহফিলে হইয়া থাকিতো। কিন্তু মসজিদ, মাদ্রাসায় কিয়াম হইতো না। আলহামদু লিল্লাহ! বর্তমানে মসজিদ, মাদ্রাসাগুলিতে কিয়াম চালু হইয়া গিয়াছে।

কিয়াম বলিতে সাধারণতঃ দাঁড়াইয়া সালাম পাঠ করাকে বলা হইয়া থাকে। ইহা হইল মুস্তাহাব কাজ। কেহ ইহাকে ফরজ বা অয়াজিব ধারনায় করিয়া থাকে না। কিয়ামের কথা শুনিলে ওহাবী সম্প্রদায়ের শরীরে শয়তানী জ্বলন আসিয়া থাকে। প্রিয় পয়গম্বরের প্রতি দাঁড়াইয়া সালাম পাঠ করা শরীয়তে নিষিদ্ধ নয়, নবীর প্রতি দাঁড়াইয়া সালাম পাঠ করা

pdf By Syed Mostafa Sakib

কেহ কুরয়ান ও হাদীস থেকে সরাসরি নাজায়েজ দেখাইতে পারিবেনা, ইহা আমাদের চ্যালেঞ্জ। বরং কুরয়ান পাকে সুরাহ আহযাবে ৫৬ নম্বর আয়াত পাকে আল্লাহ পাক ঈমানদারদিগকে সম্বোধন করিয়া পয়গম্বরের প্রতি দরদ ও সালাম পাঠ করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। কিন্তু কি প্রকারে দরূদ ও সালাম পাঠ করিতে হইবে তাহা উল্লেখ নাই। সুতরাং সর্বাবস্থায় দরূদ ও সালাম পাঠ করা জায়েজ হইবে, চাই দাঁড়াইয়া হউক অথবা বসিয়া হউক অথবা শয়নাবস্থায়। অবশ্য উলামায় কিরাম মীলাদ মহফীলে ও জালসা, জুলুসে দাঁড়াইয়া সালাম পাঠ করিবার মধ্যে বেশি আদব রহিয়াছে বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। তাই দাঁড়াইয়া সালাম পড়া হইয়া থাকে। হাদীস পাকে দরূদ ও সালামের শত শত ফজীলাত বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং ইহা কখনোই নাজায়েজ হইতে পারে না! দেওবন্দী দুনিয়া শয়তানী খেয়ালে এই দরূদ ও সালামকে উঠাইবার জন্য যেন জীবন দিতে প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। ইহারা কখনো বলিয়া থাকে - বিদয়াত, আবার কখনো বলিয়া থাকে শির্ক। আবার কখনো কখনো কোনো কোনো বাড়িতে নিজেরা মিলাদে আসিয়া চাই লোভে হউক অথবা ভয়ে হউক, কিয়াম করতঃ কাফের হইয়া থাকে - 'লা হউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ'! আমার সুন্নী ভাইদের বলিয়া রাখিতেছি, এইরূপ বেদ্বীন দেওবন্দীকে সহজে ছাড়িয়া দিবেন না। দেওবন্দীকে বলুন - যখন কিয়াম করিয়াছেন, তখন তাহা কুরয়ান ও হাদীস থেকে যতক্ষণ না প্রমান করিয়া দিবেন, ততক্ষণ আপনার ছুটি নাই। আর যদি কোন দেওবন্দী আলেম কিয়াম না করিয়া উহা নাজায়েজ বলিয়া থাকে, তাহা হইলে খবরদার! আপনি আপনার আলেমের কাছে কিয়াম জায়েজ হইবার দলীল নিতে যাইবেন না, বরং দেওবন্দীর নিকট নাজায়েজের দলীল চাহিবেন। ইহাতে দেখিবেন, দেওবন্দীর মুখের রং গিরগিটির মতো পরিবর্তন হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

বর্তমানে মীলাদ মাহ্ফীলে দলোবদ্ধ ভাবে আমরা যে দরূদ শরীফ পাঠ করিয়া থাকি, তাহা উঠাইয়া দেওযার জন্য শয়তানের শিষ্যরা শয়তানী চাল চালিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, দরূদে ইবরাহিমী পাঠ করিতে হইবে। ইহারা বলিয়া থাকে যে, দরূদে ইবরাহিমী ছাড়া বাকী দরুদগুলি হইল বিদয়াত। আসল কথা হইল যে, আল্লাহ তায়ালা কুরয়ান পাকে ঈমানদারদিগকে দরুদ সালাম পাঠ করিবার নির্দেশ দিয়াছেন কিন্তু না দরূদ ও সালামের ভাষা বলিয়া দিয়াছেন, না সরাসরি কোন দরূদ ও সালাম তৈরি করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং সমস্ত প্রকার দরূদ ও সমস্ত প্রকার সালাম জায়েজ। মুমিনগন বিনা প্রশ্নে ইহা মানিয়া নিবেন। কিন্তু যাহাদের অন্তরে কুফরী লুকানো রহিয়াছে তাহারা বিভিন্ন প্রকার বাহানা বাহির করিয়া দরূদ ও সালামের বিরোধীতা করিয়া থাকিবে।

একটি প্রশ্ন

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম সাহাবাদিগকে 'দরূদে ইবরাহিমী' শিক্ষা দিয়াছেন। সুতরাং এই দরূদই পাঠ করিতে হইবে। অন্য দরূদ পাঠ করিবো কেন?

উত্তর ঃ-কুরয়ান পাকে যে দরূদ ও সালাম পাঠ করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, 'দরূদে ইবরাহিমী' সেই নির্দেশের অন্তর্ভূক্ত নয়। কারণ, আয়াত পাকে হজরত ইবরাহীম আলাইহিস সালামের কথা উল্লেখ নাই। নামাজের মধ্যে 'দরূদে ইবরাহিমী' পাঠ করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিয়া হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম হজরত ইবরাহীমের প্রতি একটি বড় অবদান রাখিয়াছেন। এই দরূদ সর্বত্রে পাঠ করা জরুরী নয়। যদি জরুরী হইতো, তাহা হইলে ইমাম বোখারী থেকে আরম্ভ করিয়া সমস্ত মুহাদ্দিসগন বোখারী, মোসলেম, আবু দাউদ ইত্যাদি কিতাবের মধ্যে হুজুর পাকের পবিত্র নামের

pdf By Syed Mostafa Sakib

পরে দরূদে ইবরাহিমী অবশ্যই পাঠ করিতেন বা লিখিতেন। কিন্তু তাহারা প্রত্যেকেই 'সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম' লিখিয়াছেন। হুজুর পাকের পবিত্র নাম বলিলে বা শুনিলে দরূদ পাঠ করা অয়াজিব। আজ পর্যন্ত দুনিয়াতে কেহ হুজুর পাকের নাম বলিয়া বা শুনিয়া না 'দরূদে ইবরাহিমী' পড়িয়া থাকে, না লিখিয়া থাকে। এমনকি যে শয়তানগুলি দরূদে ইবরাহিমীর কথা বলিতেছে তাহারাও নবীপাকের নাম বলিয়া দরূদে ইবরাহিমী পাঠ করিয়া থাকে না। একজন বক্তা বক্তৃতা দেওয়া র সময়ে হুজুর পাকের নাম নেওয়ার পরে যদি দরূদে ইবরাহিমী পাঠ করিতে থাকে, তাহা হইলে সভার অবস্থা কিরূপ হইবে মর্মে মর্মে চিন্তা করিয়া দেখুন। দরূদ শরীফ সম্পর্কে এত হাদীস বর্ণিত হইয়াছে যে, পরবর্তী কালে উলামায় কিরাম দরূদ শরীফ সম্পর্কে সতন্ত্র কিতাব লিখিয়াছেন। মোট কথা, মীলাদ, কিয়াম, দরূদ ও সালাম ইত্যাদি আমলগুলি উঠাইবার চেষ্টা করা হইল এক ভয়াবহ গোমরাহী। আরো একটি কথা বলিয়া রাখিতেছি, খুব মনে রাখিবেন - এ পর্যন্ত তাবলিগী জামায়াতের অবদানে সমাজ থেকে যে জিনিষগুলি উঠিয়া গিয়াছে, সেই জিনিষগুলি সম্পর্কে শরীয়তের সম্মতি আছে কিনা জানিতে হইলে অবশ্যই সংগ্রহ করিবেন - 'জায়াল হক্ব' নামক কিতাবখানা, লেখক হাকীমুল উম্মাত মুফতী আহমাদ ইয়ার খান রহমাতুল্লাহি আলাইহি। বর্তমানে কিতাবখানা বাংলা অনুবাদ হইয়া বাহির হইয়াছে। সুন্নীদের স্টল গুলিতে পাইবেন।

জরুরী বিজ্ঞপ্তি

প্রিয় সুন্নী পাঠক! কথাগুলি ভাল করিয়া শুনিয়া নিন। মীলাদ, কিয়াম, দরূদ ও সালাম; এই বিষয়গুলি সম্পর্কে আপনি কোন সময়ে কোন বাতিল ফিরকার কথায় বিভ্রান্ত হইয়া পড়িবেন না। এই জিনিষগুলি চালু করিবার পিছনে এবং এইগুলি চালু রাখিবার পিছনে রহিয়াছেন দ্বীনের

হাক্কানী উলামায় কিরাম। তবে কি আপনার আলেমদের প্রতি আপনার ধারণা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে? না আপনার আলেমগন সবাই দুনিয়া ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন? তাহাতো নয়। সুতরাং সবার কথায় কান দিয়া দৌড়াদৌড়ি করিবেন না। যে জামায়াতের লোকের সহিত কথা বলিতেছেন তাহাকে ভাল করিয়া প্রথমে যাচাই করিয়া নিবেন। কারণ, বর্তমানে ওহাবী সম্প্রদায় ভিন্ন দলে উপদলে বিভক্ত হইয়া সুন্নীদিগকে বিভ্রান্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে। তথাকথিত আহলে হাদীস, দেওবন্দী, তাবলিগী জামায়াত ও জামায়াতে ইসলামী প্রভৃতি জামায়াতগুলি হইল মূলতঃ ওহাবী সম্প্রদায়ের ভিন্ন শাখা প্রশাখা। এই জামায়তগুলি সবই নতুন - বিদয়াত। এই বিদয়াতীরা মীলাদ, কিয়াম, দরুদ ও সালাম ইত্যাদি বিষয়কে বিদয়াত, শির্ক ইত্যাদি বলিয়া সুন্নী হানাফীদিগকে বিভ্রান্ত করিতেছে। ইহারা একটি শয়তানী কথা সমাজে ভাষাইয়া দিয়াছে যে, এই জিনিষগুলি কুরয়ান ও হাদীসে নাই।আপনি ইহা শুনিয়া দৌড়াইয়া চলিয়া আসিয়া থাকেন আপনার আলেমের কাছে। কখনো বা আপনি নিজে চ্যালেঞ্জ দিয়া আবার কখনো তাহাদের চ্যালেঞ্জ নিয়া কোন আলেমের কাছে উপস্থিত হইয়া থাকেন। আপনি এইরূপ কাজ কোনোদিন করিবেন না। কারণ, আপনি কাহারো চ্যালেঞ্জ করিলে অথবা কাহারো চ্যালেঞ্জ গ্রহন করিলে আপনার মধ্যে বিরাট টেনশ্ন চলিয়া আসিবে। আপনি যদি আমার কাছে চলিয়া আসিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমি আপনার ডাকে সাড়া দিতে বাধ্য নয়। অনুরূপ কোন আলেমও আপনার ডাকে সাড়া দিতে বাধ্য নহেন। এইবার আপনার অবস্থা কি হইবে চিন্তা করিয়া দেখুন! আপনি এত টেন্শন মাথায় নিবেন কেন?

আপনি আমার কিছু কথা খুব স্মরন করিয়া রাখিবেন, তাহা হইলে আপনার কোন টেনশন থাকিবেনা। না আমার নিকটে আপনার আসিতে

pdf By Syed Mostafa Sakib

হইবে, না কাহারো কাছে যাইতে হইবে। ইনশা আল্লাহ, আপনি একাই একশত হইয়া যাইবেন। বড়োর থেকে বড় ওহাবী আলেম পর্যন্ত কচ্ছপের মতো মুখ টানিয়া নিবে। খবরদার! বাহাস মুনাজারার চ্যালেঞ্জ গ্রহন করিবেন না। নিজে কোনো 'সময়' না নিয়া, সঙ্গে সঙ্গে মুনাজির ও তর্কবাগীস হইয়া যাইবেন।

বাহাস আরম্ভ করিয়া দিন

যেহেতু আপনি একজন সাধারণ মানুষ। এই কারনে আপনি সাধারণ ভাবে বুঝিবার ও বুঝাইবার চেষ্টা করিবেন। যখনই কেহ বলিবে - মীলাদ, কিয়াম, দরুদ ও সালাম; এই জিনিষগুলি শির্ক ও বিদয়াত। কারণ, এইগুলি না কুরয়ান ও হাদীসে রহিয়াছে, না এইগুলি সাহাবাদিগের যুগে ছিলো।

আপনি বলুন - কুরয়ান ও হাদীসে কি এই জিনিষগুলিকে শির্ক ও বিদয়াত বলিয়া করিতে নিষেধ করা হইয়াছে? যদি তাহাই হইয়া থাকে, তবে দেখাইয়া দিন। এইখানে খুব জোর দিয়া দিবেন। নিশ্চয় ইহার জবাব আসিবে না। এইবার ধমক দিয়া বলুন - যাহা না আল্লাহ শির্ক ও বিদয়াত বলিয়াছেন, না তাহার রসুল। তাহা আপনি শির্ক ও বিদয়াত বলিয়া বাহাদুরি করিতেছেন? শুনিয়া রাখুন! যে ব্যক্তি শরীয়তের উপর দিয়া কথা বলিয়া থাকে, সে হয় শয়তান অথবা শয়তানের শিষ্য। জানি না, আপনি এই দুইজনের মধ্যে কে!

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের জাহিরী যুগে অথবা সাহাবায় কিরামদিগের যুগে যাহা ছিলো না, তাহা সবই শির্ক ও বিদয়াত হইবে, এইরূপ অর্থ বহন কারী একটি আয়াত অথবা একটি হাদীস দেখাইয়া দিন! হুজুর পাক ও সাহাবায় কিরায়দিগের পবিত্র যুগে তো না আপনি

ছিলেন, না আপনাদের এই গোমরাহ জামায়াতগুলি ছিলো। আপনাদের কথামতো - ইসলাম ইসলাম, মুসলমান মুসলমান। আপনারা 'আহলে হাদীস' ও সালাফী হইয়াছেন কেন? সাহাবায় কিরামগন কি নিজদিগকে আহলে হাদীস বা সালাফী বলিতেন? তাঁহারা কেহ কি মাওদুদী মার্কা জামায়াতে ইসলামী ছিলেন? না তাহারা ছিলেন ইলিয়াসী মার্কা তাবলিগী জামায়াতের লোক? 'লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ!'

এইবার লোকটিকে বলিবেন - শুনুন! আশরাফ আলী থানুবী সাহেবের জনেক মুরীদ মৃদু স্বরে থানুবী সাহেবকে বলিয়াছেন, আমার মনে বার বার খুবই বাজে খেয়াল আসিয়া থাকে, যাহা প্রকাশ করিতে অত্যন্ত লজ্জাবোধ করিতেছি। এই সময়ে থানুবী সাহেব নামাজ পড়িবার জন্য মসজিদের ভিতর যাইতে ছিলেন। থানুবী সাহেব বলিতে আদেশ করিলে মুরীদ অত্যন্ত লজ্জার সহিত মাথা নিচু করিয়া বলিয়াছে - আমার অন্তরে বারবার খেয়াল আসিয়া যায় যে, যদি আমি হুজুরের স্ত্রী হইয়া যাইতাম। এই মুহাব্বতের কথা শুনিয়া থানুবী সাহেব আনন্দিত হইয়া অস্বাভাবিক হাসিতে লাগিলেন এবং এই বলিতে বলিতে মসজিদের মধ্যে চলিয়া গিয়াছেন - 'ইহা হইল আপনার মুহাব্বত। সওয়াব পাইবেন সওয়াব পাইবেন ইনশা আল্লাহ তায়ালা।" (আশরাফুস সাওয়ানেহ দ্বিতীয় খণ্ড ২৮ পৃষ্ঠা)

লা- হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ! থানুবী সাহেবের মর্দ মুরীদ থানুবী সাহেবের সহিত বিবাহ করুক অথবা আরো কিছু করাইয়া থাকুক, তাহা আমাদের খোঁজ খবর নেওয়ার প্রয়োজন ছিলো না এবং এই সমস্ত নোংরামী কথা আমাদের কলমে আনিবার প্রয়োজনও ছিলো না কিন্তু বাধ্য হইয়াছি এই কারনে যে, থানুবী সাহেব মুরীদকে সওয়াব দিয়া দিলেন কোথায় থেকে? দেখাইয়া দিন কোন্ আয়াত ও কোন্ হাদীসের

pdf By Syed Mostafa Sakib

ভিত্তিতে এই সওয়াব? মীলাদ, কিয়াম, দরূদ ও সালাম সম্পর্কে সরাসরি আয়াত পাক ও হাদীস শরীফ থাকা সত্ত্বেও শয়তানের দল স্বীকার করিতে পারে না, কিন্তু একটি অশ্লীল কাজের কামনায় সওয়াবের প্রেরণা প্রদান করিয়া থাকে; ইহাতে জামায়াতে কাহারো মনে কোন প্রকার প্রশ্ন জাগিয়া থাকে না। জামায়াতের লোক কেমন জালিয়াত যে, তাহারা দরূদ সালামকে মানিয়া নিতে কষ্টবোধ করিয়া থাকে কিন্তু জামায়াতের নোংরামিকে সহজে মানিয়া নিয়া থাকে!

দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত দেখুন! তাবলিগী জামায়াত ছয়টি উসুল বা ধারার মাধ্যমে জামায়াতের কাজ পরিচালিত হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত নিয়াছে। সেই ছয়টি উসুলের মধ্যে না রোজা রহিয়াছে, না হজ ও যাকাত। ঈমান ও ইসলামের মৌলিক বিষয় হইল পাঁচটি। কালেমা, নামাজ, রোজা, হজ ও যাকাত। এইগুলির মধ্যে জামায়াত কেবল কালেমা ও নামাজ নিয়াছে। বাকীগুলি ত্যাগ করতঃ গ্রহণ করিয়াছে (৩) ইল্ম ও জিকির (৪) মুসলমানের সম্মান করা (৫) নিয়াত শুদ্ধ করা (৬) সময় ব্যয় করা। তাবলিগী জামায়াতের এই সিদ্ধান্ত এত অটল যে, মাওলানা জাকারিয়া সাহেব লিখিয়াও দিয়াছেন যে, উল্লেখিত ছয়টি উসুল বা ধারার বাহিরে কোন কথা না বলা। (তাবলিগী জামায়াত পার ই'তে রাজাত ৪৬ পৃষ্ঠা)

এইবার বলুন! তাবলিগী জামায়াতের এই নিয়মমাফিক কর্মসূচীর পিছনে কুরয়ান ও হাদীসের কি সমর্থন রহিয়াছে? কোনো যুগে কি ইহার নযীর দেখাইতে পারিবে? কুরয়ান ও হাদীসের শত নযীর থাকা সত্ত্বেও মীলাদ, কিয়াম, দরূদ ও সালামকে নজীর বিহীন বলিয়া যে জামায়াত প্রত্যাখ্যান করিয়া চলিয়াছে, আজ সেই জামায়াত নিজেদের মনগড়া বানাউটি কাজকে দ্বীনী কাজ বলিয়া বেড়াইতেছে, তাহারা কি জালিয়াত নয়?

আরো একটি দৃষ্টান্ত দেখুন! আশরাফ আলী থানুবী সাহেবের 'বেহেশতী জেওর' কিতাবের সহিত বেহেশতী গাওহার কিতাবের মধ্যে জুময়া, জানাজা ও ঈদুল ফিতির ইত্যাদি নামাজগুলির যে আরবী নিয়াতগুলি তৈরি করিয়া দেওয়া হইয়াছে; এই গুলির নযীর কি কুরয়ান ও হাদীস থেকে দেখাইতে পারিবেন? এই প্রকার নিয়াত না হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম করিয়াছেন, না সাহাবায় কিরাম, না এইরূপ নিয়াত ছিলো তাবেঈনদের যুগে। এইরূপ দৃষ্টান্ত দু দশটি নয়, বরং দু একশ দেওয়া সম্ভব হইবে ইনশা আল্লাহ তায়ালা।

এখন আর বেশি কথা না বাড়াইয়া বলিতেছি - মীলাদ, কিয়াম, দরূদ ও সালাম ইত্যাদি বিষয়গুলি যদি শরীয়তের নজরে শির্ক ও বিদয়াত হইয়া থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয় কুরয়ান পাকে ও হাদীস শরীফে স্পষ্ট ভাষায় এইগুলি শির্ক, বিদয়াত ও নাজায়েজ হইবার দলীল পাওয়া যাইবে। সেই দলীলগুলি কালেকশন করিবার দায়িত্ব দেওবন্দী ও দেওবন্দী শাখা প্রশাখা জামায়াতগুলির। দেওবন্দীদের উপর আরো দায়িত্ব চলিয়া আসিয়াছে যে, তাহাদের কিতাবগুলি থেকে যে দৃষ্টান্তগুলির উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে সেগুলি সরাসরি কুরয়ান ও হাদীস থেকে প্রমান করিয়া দেওয়া। এইরূপ একটু চাপাচাপি করিয়া ধরিতে পারিলে ইনশা আল্লাহ আসল বাহাস আরম্ভ হইবার পূর্বে বাহাস খতম হইয়া যাইবে। বাহাসের বড় বোঝা মাথায় কষ্ট করিয়া তুলিতে হইবে না। কোনো আলেমের কাছে যাইবার প্রয়োজনও হইবে না। এই মুহূর্তে যদি কোনো ওহাবী আলেম বাঁচিবার জন্য কোন গোঁজামিল উত্তর দিয়া থাকে। তবে সেই উত্তরও আপনার উত্তর হইয়া যাইবে।

আরো কিছু কথা মনে করিয় রাখিবেন যে, কোন জিনিষ হালাল হইবার জন্য দলীলের প্রয়োজন হইয়া থাকে না। অবশ্য হারাম বলিলে

pdf By Syed Mostafa Sakib

দলীলের প্রয়োজন হইবে। জায়েজের জন্য দলীলের প্রয়োজন হইলে জগৎ পেরিশান হইয়া যাইতো। কারণ, আপনি যাহা করিবেন, যাহা বলিবেন; সেগুলি করিবার ও বলিবার পূর্বে দলীল খুঁজিবার প্রয়োজন হইয়া যাইতো। অন্যথায় আপনার কিছু করা ও বলা জায়েজ হইতো না। তাহা হইলে আপনার পক্ষে চলাইতো অসম্ভব হইয়া যাইবে। এইজন্য শরীয়ত পাক সমস্ত জিনিষকে হালাল করিয়া রাখিয়াছে। যেগুলি হারাম সেগুলিকে মার্ক করিয়া দিয়াছে। হালালের তুলনায় হারামের সংখ্যা অতি অল্প। হারাম গুলি হাতে গননা করা যাইবে। কিন্তু হালালকে সংখ্যায় আনিবো বলিলে জীবন শেষ হইয়া যাইবে তবুও সম্ভব হইবে না। যেমন ছুটির দিনগুলিতে ক্যালেণ্ডারে লাল কালি দেওয়া থাকে। কারণ, কাজের দিন সারা বৎসর। এইগুলির উপরে কোন চীহ্নের প্রয়োজন নাই। এখন যদি কেহ কোন কাজের দিনকে বলিয়া থাকে যে, আজ কাজের দিন, আজ অফিস আদালত খোলা রহিয়াছে তাহা প্রমান করিয়া দাও, তবে তাহাকে লোকে নিশ্চয় বোকার বোকা বলিবে। কারণ, কাজের দিনগুলির উপরে লাল কালী থাকে না। লাল কালী না থাকাই হইল স্কুল, কলেজ, অফিস ও আদালত খোলা থাকিবার প্রমান। অনুরূপ শরীয়তে সরাসরি যে জিনিষগুলি নাজায়েজ বা হারাম বলা হয় নাই, সেগুলি সবই হইল জায়েজ ও হালাল। আর যেগুলি হারাম বা নাজায়েজ সেগুলিকে শরীয়ত পাক সাফ সাফ বর্ণনা করিয়া দিয়াছে। যেমন মিশকাত শরীফের ৩৬২ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে - হালাল হইল তাহা, যাহা আল্লাহ হালাল করিয়া দিয়াছেন এবং হারাম হইল তাহা, যাহা আল্লাহ হারাম করিয়া দিয়াছেন। আর যাহা (হালাল ও হারাম হওয়া) সম্পর্কে কিছু বলা নাই তাহা মাফ অর্থাৎ হালাল।

এই হাদীস থেকে প্রমান হইতেছে যে, মীলাদ কিয়াম, দরূদ ও সালাম ইত্যাদি জিনিষগুলিকে হারাম বলা তো দুরের কথা, মাকরূহ

তানজিহী বলিলে তাহাকে দলীল দিয়া প্রমান করিতে হইবে। অন্যথায় সে হইবে শরীয়তের উপর যুলুমকারী।

অনুরূপ অষ্টম পারায় সুরাহ আনয়ামের মধ্যে ১৪৪ আয়াতে আল্লাহ তায়ালা সেই সমস্ত কাফেরদের কাছে দলীল চাহিয়াছেন, যাহারা দেবতার নামে উৎসর্গ করা খাসী ও ষাঁড় ইত্যাদির মাংস নারীদের জন্য খাওয়া হারাম বলিয়াছিলো। এই আয়াত পাক থেকেও পরিস্কার প্রমান হইতেছে যে, কোন জিনিষ নাজায়েজ-হারাম বলিলে তাহাকে দলীল হাজির করিতে হইবে। অতএব, মীলাদ, কিয়াম নাজায়েজ হইবার দলীল দেওবন্দীদের দিতে হইবে। অবশ্য সেগুলি সবই কুরয়ান পাক ও হাদীস শরীফ থেকে হইতে হইবে।

অনুরূপ হানাফী মাযহাবের কিতাবগুলিতে বলা হইয়াছে- সমস্ত জিনিষের আসল হইল হালাল। (নূরুল আনওয়ার পৃষ্ঠা, রদ্দুল মুহতার প্রথম খণ্ড ১০৫ পৃষ্ঠা) সুতরাং যাহারা আপনার জিনিষকে নাজায়েজ বলিবে তাহাদের উপরে দলীল দিয়া প্রমান করিবার দায়িত্ব। ইসলামের এই মৌলিক কথাগুলি যাহাদের জানা নাই তাহারা আলেম নয়, বরং জাহেল। তাবলিগী জামায়াতের মধ্যে এই জাহেলরা খুবই জড়ো হইয়া গিয়াছে। জামায়াতের সঙ্গে ঘোরাফেরা করিয়া পেশাব ও পায়খানার দুয়া শিখিতে জাহেলরা ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। দ্বীনের মৌলিক বিষয়ে কোনো সময়ে কোন গভীর আলোচনায় যাইতে রাজি হইয়া থাকে না এই নাদানের দল। যাইহোক, আল্ হামদু লিল্লাহ, যে তিনটি মৌলিক দলীল আপনার সম্মুখে প্রদান করিয়া দিয়াছি, যদি সেগুলি স্মরণ রাখিয়া থাকেন, তাহা হইলে বড় বড় দেওবন্দী দানব পর্যন্ত পিছপা হইয়া যাইবে। বর্তমানে বাহাস করিয়া সমস্যা সমাধান হইতেছে না, বরং অস্থিরতা বাড়িয়া যাইতেছে। অতএব, কাহারো কথায় কর্ণপাত না করিয়া নিজেদের কাজ ব্যাপক করিবার চেষ্টা করিতে থাকুন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সভায় সভায় চ্যালেঞ্জ

পশ্চিম বাংলায় যুগ যুগ থেকে মানুষ কিয়াম করিয়া আসিতেছিলো। 'কিয়াম' বলিতে অন্য কিছুই তো নয়, কেবল রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের প্রতি দাঁড়াইয়া সালাম পাঠ করা মাত্র। ইহা সম্পর্কে কাহারো মধ্যে কোন রকমের দ্বিধা ছিলো না। কাহারো মনে প্রানে ছিলো না যে, কোনদিন কোন মুসলমান কিয়ামের বিপক্ষে চ্যালেঞ্জ ঘোষনা করতঃ মুসলিম সমাজে অশান্তির আগুন জ্বালাইবে। আজ থেকে প্রায় চল্লিশ বৎসর পূর্বে সর্বপ্রথম জোরালোভাবে জোর গলায় সভায় সভায় কিয়ামের বিপক্ষে চ্যালেঞ্জ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন বর্ধমান - মেমারীর মারদূদ গোলাম মোর্তজা সাহেব। সেই থেকে অশান্তির আগুনের সুত্রপাত। তাবলিগী জামায়াত যদিও কিয়াম বিরোধী, কিন্তু কোনো দিন কিয়ামের বিপক্ষে তাহারা প্রকাশ্য না কিছু বলিয়াছে, না আজো কিছু বলিতেছে। তাহারা জানিয়া নিয়াছে যে, প্রকাশ্যে কিছু বলিলে মানুষকে পাশে পাওয়া যাইবে না। আমাদের কাছে যাহাদিগকে আনিতে পারিবো তাহারা নিরবে কিয়াম ত্যাগ করিয়া দিবে। দেওবন্দী আলেমরা কিয়াম বিরোধী কিন্তু তাহারা প্রকাশ্যে সভা সমিতিতে কোন কথা বলিতো না। অবশ্য তাহারা কোনো জায়গায় কিয়াম করিয়া, আবার কোন জায়গায় না করিয়া সভা ত্যাগ করিতো। আবার কখনো বা বসিয়া, আবার কখনো দাঁড়াইয়া কিয়াম করতঃ যেন তেন প্রকারে মীলাদ, মহফীল, জালসা, জুলুসের সভা ত্যাগ করিতো। কেহ যদি প্রশ্ন করিতো যে, কেন কিয়াম করিলেন না কিংবা কেন বসিয়া করিলেন? তখন বলিতো - ইহা করিলে সওয়াব রহিয়াছে। না করিলে কোন গোনাহ নাই। বসিয়া করিবার উত্তরে বলিতো - দাঁড়াইয়া করিলে হইবে এবং বসিয়া করিলেও হইবে। মোট কথা, মনের কথা খুলিয়া প্রকাশ

করিতো না। কারণ, সবাই কিয়াম করা লোক। নিজের বাপ দাদা থেকে আরম্ভ করিয়া উস্তাদ ও গুরুজন সবাই কিয়ামের মানুষ। এখন কিছু বিপরীত বলিলে সমাজে অশান্তি সৃষ্টি হইয়া যাইবে এবং সেইসঙ্গে সঙ্গে নিজেদের চলাচলের রাস্তা একেবারে বন্ধ হইয়া যাইবে। এইসব ভয়ে ডরে খুব ধীর গতিতে কদম রাখিয়া চলিতে ছিলো দেওবন্দী আলেম ও তালিবুল ইল্‌ম। কেহ দাড়া খাড়া করিবার সাহস পাইতে ছিলো না। কিন্তু গোলাম মুর্তজার চ্যালেঞ্জেরে পর চ্যালেঞ্জ করিয়া চলিবার পর থেকে দেওবন্দীদের পাখায় পর গজাইয়া গিয়াছে। গোলাম মোর্তজার চ্যালেঞ্জ হইল এইরূপ ঃ- আল্লাহর রসূল কিয়াম করেন নাই, সাহাবায়, কিরাম করেন নাই, কোন ইমাম করেন নাই, বড় পীর সাহেব করেন নাই, খাজা সাহেব করেন নাই; ইহারা করিয়াছেন বলিয়া কেহ দেখাইতে পারিলে (সেই কালের চ্যালেঞ্জ ছিলো) আমি দশ হাজার টাকা পুরস্কার দিব। এখন তিনি বাজার মূল্যের দিকে লক্ষ করিয়া পুরস্কার বহু বাড়াইয়া দিয়াছেন - প্রথম কিস্তিতে একলক্ষ, দ্বিতীয় কিস্তিতে আরো দুই লক্ষ; 'লা হউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ!' সমাজে শত শত অবৈধ কাজ প্রকাশ্যে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। মানুষ গান বাজনায়, রং তামাশায় মাতিয়া গিয়াছে। এই সমস্ত অশ্লীল কাজগুলি সমাজ থেকে উৎখাৎ করিবার চেষ্টা না করিয়া মীলাদ মহফীলের মতো বৈধ কাজগুলি উঠাইবার চেষ্টা করা কোনো জ্ঞানী জনের কাজ নয়। জানিনা এই কাজগুলির মধ্যে কি ক্ষতি রহিয়াছে এবং এইগুলি সমাজ থেকে তুলিয়া দিলে কি লাভ হইবে? গোলাম মোর্তজা চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বৎসর থেকে কিয়ামের বিরুদ্ধে বলিয়া আসিতেছেন। শত শত কিয়ামকারী মানুষ তাহার প্রতি ঘৃণা রাখিয়াও তাহার সভায় উপস্থিত হইয়া থাকে। কারণ, সবাই ধারণা করিয়া থাকে - আজ মনে হইতেছে তিনি আমাদের কোন রাজনৈতিক পথ দেখাইয়া দিবেন। এই রাজনৈতিক খোরাকের আশায় তাহার সভায়

pdf By Syed Mostafa Sakib

সমবেত হইয়া থাকে সর্বশ্রেণীর মানুষ। কিন্তু চল্লিশ বৎসর থেকে বক্তা সম্রাটের বক্তৃতা ফুটপাতে থাকিয়া গিয়াছে। পশ্চিম বাংলার মুসলমাদের কোনো রাজনৈতিক আলো দেখাইতে পারেন নাই। তবে তিনি তিক্ততা বাড়াইয়া দিয়াছেন এক শ্রেণীর মানুষের মধ্যে মীলাদ কিয়ামের বিপক্ষে। ইহাই হইল তাহার এক বিরাট অবদান। মীলাদ কিয়াম বিষয়ে ওহাবী দেওবন্দী, তাবলিগী জামায়ত, জামায়াতে ইসলামী ও তথাকথিত আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের লোকেরা খুব শক্ত হইয়া গিয়াছে। অনেক ডাক্তার, মাষ্টার ও স্কুল কলেজের ছাত্ররা গোলাম মোর্তজার কাছ থেকে জ্ঞানার্জন করিয়াছে যে, সত্যিই মীলাদ কিয়ামের পিছনে কোনো দলীল নাই। অবশ্য সুন্নী ময়দানে মূল্য পায় নাই মোর্তজা সাহেবের কিয়াম বিরোধী বক্তব্য। বহু সুন্নী এলাকায় কেবল জালসায় কিয়াম হইতো। আজ কিন্তু তাহারা কিয়ামকে সমাদরে উঠাইয়া আনিয়াছে মসজিদ ও মাদ্রাসায়। ফজর ও জুময়ার নামাজের পরে মাইক খুলিয়া দিয়া কিয়াম চলিতে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে শত শত মসজিদে। এই প্রকারে সকাল সন্ধ্যায় তাবলিগী জামায়াতের মারকাজে ও জামায়াতে ইসলামীদের আখড়া পর্যন্ত পৌছিয়া যাইতেছে কিয়ামের অওয়াজ। আল্লাহর আয়াস্তে এই কিয়ামকে সর্বত্রে চালু করিয়া দিন।

-ঃ অবদান নং- ৩ ঃ-

আউলিয়ায় কিরামদিগের উরুস

যেখানে নদী রহিয়াছে সেখানে নদীর পানি রহিয়াছে। কিন্তু নদীর পানি নেওয়ার জন্য ঘাট খুঁজিবার প্রয়োজন হইয়া থাকে। কু ঘাট থেকে নদীর পানি নেওয়া কষ্টকর হইয়া থাকে। এইজন্য মানুষ ঘাটে চালিয়া যায়। আল্লাহর রহমত সর্বত্র বিরাজমান। আউলিয়ায় কিরামদিগের দরবার ও তাহাদের মাজার শরীফগুলি হইল রহমাতে ইলাহীর ঘাট স্বরূপ। এই

ঘাটগুলি থেকে সহজে রহমাতে ইলাহী হাসেল হইয়া থাকে। এইজন্য যুগ যুগ ধরিয়া মানুষ পীর দরবেশদিগের দরবারে ও পীর মুর্শিদদিগের মাজারগুলিতে হাজির হইয়া শরীয়ত ও তরীকতের শিক্ষা লাভ করিয়া আসিতেছে। জাহিরী শিক্ষার জন্য মানুষ আলেম উলামা, পীর দরবেশদিগের দ্বারে উপস্থিত হইয়া থাকে। আবার রুহানী ফায়েজ নেওয়ার জন্য যাইয়া থাকে আউলিয়ায় কিরাম দিগের মাজারে।

বহু আউলিয়া কিরামদিগের মাজারে উরুস শরীফ হইয়া থাকে। উরুস শরীফ বলিতে বৎসরান্তে ওলীদিগের ইন্তেকাল বা বিসালের দিনে একত্রিত হইয়া ওয়াজ নসীহত, কুলখানী ও কুরয়ানখানী, জিকির আজকার করতঃ সমস্ত আরওয়াহের জন্য সওয়াব রেসানী করা। এই প্রকার তারিখ নির্ধারিত থাকিবার মধ্যে অনেক উপকার রহিয়াছে। যেমন নির্ধারিত দিনে বিনা প্রচারে সবাই একত্রিত হইতে পারিবে। নির্ধারিত দিনে পীরের দরবারে হাজির হইলে সবাই সবায়ের সহিত সাক্ষাত করিবার সুযোগ পাইবে। আবার যাহারা শায়েখ ধরিবার সন্ধানে রহিয়াছে তাহারা একসঙ্গে বহু শায়েখকে পাইয়া যাইবে। যাহাকে খুশি তাহার হাতে বায়েত গ্রহণ করিয়া নিবে ইত্যাদি। এই প্রকারে যুগ যুগ থেকে দ্বীনের কাজ চলিয়া আসিতেছে। কিন্তু ওহাবী সম্প্রদায় এই রাস্তাকে জামায়াতের কাঁটা বেড়া দিয়া বন্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছে। জামায়াতের জালের মধ্যে ঘিরিয়া নিয়াছে অনেক এলাকাকে। যে এলাকার মানুষ জামায়াতের জালিয়াতী জালের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে তাহারা গোমরাহীর গভীরে পড়িয়া গিয়াছে। কারণ, তাহাদের কাছে পীর পয়গম্বর বলিতে কিছুই নাই। মাজার ও রওজাগুলির কথা শুনিলে বা দেখিলে বাঘ ভল্লুকের মতো ভয় পাইয়া থাকে। মারেফাত ও কারামতের কথা শুনিলে অবাক হইয়া থাকে যে, ইসলামের মধ্যে এইগুলি আবার কী? 'লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ!'

pdf By Syed Mostafa Sakib

যুগ যুগ ধরিয়া যে কাজগুলি দ্বীনের কাজ বলিয়া মানুষ করিয়া আসিতেছে, সেগুলি একেবারে ফেলিয়া দেওয়ার মতো নয়। ইহার পিছনে অবশ্যই সূত্র রহিয়াছে। যেমন শামী কিতাবের মধ্যে কবর যিয়ারত অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম প্রতি বৎসর অহুদ প্রান্তে শহীদদিগের কবরগুলির কাছে শুভাগমন করিতেন। মোট কথা, আউলিয়ায় কিরামদিগের মাজারে উপস্থিত হওয়া সূত্রবিহীন নয়।

হিন্দুস্তানের বুকে হাজার হাজার স্থানে বিভিন্ন আউলিয়ায় কিরামদিগের উরুস শরীফ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। এই সমস্ত উরুস সভায় লক্ষ লক্ষ মানুষ সমবেত হইয়া দ্বীনের কাজ করিয়া চলিয়াছে। অবশ্য অখণ্ড ভারতে সব চাইতে বড় দরবার হইল আজমীর শরীফে খাজা মঈনুদ্দীন চিশতী রহমা তুল্লাহি আলাইহির দরবার। এই দরবারে সারা বৎসর সারা বিশ্বের মানুষ উপস্থিত হইয়া থাকে। দ্বিতীয় দরবার হইল বেরেলী শরীফে ইমাম আহমাদ রেজা খান বেরেলবীর দরবার। এই দরবারেও সারা দুনিয়ার মানুষ হাজির হইয়া থাকে। ভারতে এই প্রকার ছোট বড় দরবার দুই একটি নয় বরং শতাধিক রহিয়াছে। হাজার হাজার নয় বরং লক্ষ লক্ষ মানুষ এই সমস্ত দরবারে হাজির হইয়া নিজেদের ঈমান ইসলামকে হিফাজত করিয়া থাকে। যাহাদের নজরে এইগুলির কোনো মূল্যই নাই তাহারা আবার মুসলমান কোথায়!

মাজার শরীফ সম্পর্কে প্রশ্ন

বর্তমানে অধিকাংশ মাজার শির্ক ও বিদয়াতের আড্ডাখানা হইয়া গিয়াছে। যেমন মাজারে মহিলাগণ অবাধে যাতায়াত করিতেছে, কোনো কোনো মাজারে বাদ্য সহকারে কাওয়ালী হইতেছে, কোনো মাজারে কেবল ফুল ও চাদর চড়ানো নয়, বরং চুম্বন থেকে আরম্ভ করিয়া সিজদা পর্যন্ত হইতেছে। আবার রাতারাতি বহু নকল মাজারও তৈরি হইয়া যাইতেছে ইত্যাদি। এই সমস্ত শির্ক ও বিদয়াত থেকে আজমীরে খাজা বাবার মাজার

পর্যন্ত পাক নয়। এই সব কারণে তাবলিগী জামায়াত মাজারগুলির বিপক্ষে এবং সেখানে যাইতে নিষেধ করিয়া থাকে। ইহাতে জামায়াতের অপরাধ কোথায়?

উত্তর ঃ- বর্তমান প্রশ্নের আসল উত্তর আরম্ভ করিবার পূর্বে ভূমিকা স্বরূপ কিছু কথা বলিতেছি। আজ পর্যন্ত কি কোন পিতা তাহার সেই স্নেহের শিশু পুত্রকে বাদ দিতে পারিয়াছে, যাহার গায়ে গ্রামের ছেলেরা কাদা মাখাইয়া দিয়াছে? না, ইহার কোন নজীর নাই। আচ্ছা! এমন কোনো মসজিদ কি বাদ পড়িয়া গিয়াছে যে মসজিদে একাধিক শিশু একাধিক বার পেশাব পায়খানা করিয়া দিয়াছে? না, ইহারাও নজীর নাই। আচ্ছা! পায়খানার উপর থেকে উঠিয়া কোনো মাছি কোনো মানুষের নাকের উপর বসিবার কারণে কি কেহ নিজের নাক কাটিয়া ফেলিয়া দিয়াছে? নিশ্চয় ইহার নজীর নাই।

দেহের সহিত নাকের সম্পর্ক অটুট। অনুরূপ মসজিদের সহিত মুমিনের সম্পর্ক অটুট। ঠিক একই ভাবে পিতার সহিত পুত্রের সম্পর্কও অটুট। এইজন্য কাদামাখা পুত্রকে পিতা বাদ দিতে পারে নাই। কাদা কেন, পায়খানার টপের মধ্যে পাওয়া গেলেও পুত্র পিতারই থাকিয়া যাইবে। পেশাব পায়খানার কারনে কোন মুমিন কোন মসজিদকে তালা দেওয়ার ব্যবস্থা করিবে না। নোংরা লাগিয়া যাইবার কারনে কে নিজের নাক কাটিয়া ফেলিবে? সবই বহাল থাকিয়া যাইবে, কেবল বাদ পাড়িয়া যাইবে খাজা আজমিরী রহমাতুল্লাহি আলাইহির রওজা পাক? যাহারা খাজা বাবার দরবারে না নিজেরা যাইয়া থাকে, না অপরকে যাইতে দিয়া থাকে, তাহারা খাজা বাবার দোস্ত, না দুশমন? তাবলিগী জামায়াতের মুখের প্রশ্ন থেকে তাহাদের মনের কথা প্রকাশ হইয়া গিয়াছে যে, তাহারা আউলিয়ায় কিরামদিগের, বিশেষ করিয়া খাজা গরীব নাওয়াজের শত্রু। সত্যিকার যদি

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাহারা আউলিয়ায় কিরামদিগের প্রতি ভাল ধারনা রাখিতো, তাহা হইলে না নিজেরা যাওয়া থেকে বিরত থাকিতো, না কাহারো যাইতে বাধা প্রদান করিতো।

কয়েক শত বৎসর ধরিয়া মানুষ কাবা শরীফের ভিতরে কয়েক শত ছোট বড় মুর্তিই রাখিয়া যথা নিয়মে পূজা অর্চনা করিয়াছে। কিন্তু যথা সময়ে প্রিয় পয়গম্বরের পবিত্র প্রচেষ্টায় পূজা বন্ধ হইয়া গিয়াছে, পুতুলগুলি বাহির হইয়া গিয়া বিশ্ব প্রতিপালকের পূজা (ইবাদত) আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। কাহারো কোনো সময়ে তো কাবা শরীফের প্রতি ঘৃণা ছিলোনা। কারন, সবাই জ্ঞাত রহিয়াছে যে, পবিত্র খোদা পবিত্র পয়গম্বরের পবিত্র হাত দ্বারা পবিত্র কাবাঘর নির্মাণ করিয়াছেন। এই পবিত্র ঘর আসলে কোন সময়ে অপবিত্র হইতে পারে না। তাবলিগী জামায়াতের মানুষের মনের মধ্যে যদি পবিত্রতা থাকিতো এবং তাহারা যদি আউলিয়া ও আম্বিয়ায় কিরামদিগের দুশমন না হইতো, তাহা হইলে তাহারা মাজারগুলি ভাঙিবার চিন্তা ভাবনা না করিয়া সঠিক অর্থে সেগুলির পবিত্রতা রক্ষা করিবার চেষ্টা চালাইতো। এই জামায়াত হইল আসলেই আউলিয়া ও আম্বিয়ায় কিরামদিগের দুশমন। এইজন্য হিন্দুস্তানের বুকে কোনো দিন কোনো মাজারে এই জামায়াতকে দেখিতে পাওয়া যায় না। আজ পর্যন্ত কেহ কি দেখিয়াছে যে, খাজা আজমিরী আলাইহির রহমার দরবারে একটি জামায়াত গিয়াছে? সেখানে কি মসজিদ নাই, না সেখানে ঘড়ি ঘন্টা ধরিয়া নামাজ হইয়া থাকে না? আপনি কোনটি প্রমান করিতে পারিবেন না। তবে সেখানে জামায়াত যাইবেনা কেন? আসলে শয়তানের শিষ্যরা মাজার শরীফগুলিকে মরনের মতো ভয় করিয়া থাকে। কারণ, ইহাদের কাছে রহিয়াছে শয়তানী তাওহীদ।

পয়গম্বরগন যে 'তাওহীদ' প্রচার করিয়াছেন সেই তাওহীদের ভিতরে আউলিয়া ও আম্বিয়াগনের মুহাব্বত, ভক্তি শ্রদ্ধা সবকিছু পাওয়া

যাইয়া থাকে। এইজন্য পয়গম্বরদিগের তাওহীদের ভিতরে নবী ও অলী প্রেমের তালীম রহিয়াছিল। এইজন্য সর্বযুগে ঈমানদারগন আউলিয়া ও আম্বিয়ায় কিরামদিগের প্রতি গভীর ভক্তি শ্রদ্ধা করিয়া আসিতেছে। কিন্তু ইবলিসী 'তাওহীদ' বা আল্লাহর একত্ববাদ হইল সতন্ত্র। এই তাওহীদের আড়ালে ইবলীস হজরত আদম আলাইহিস সালামকে অত্যন্ত অভক্তির নজরে দেখিয়াছিলো। শেষ পর্যন্ত সে তাহার মনের কথা মুখে প্রকাশ করতঃ প্রকাশ্য কাফের হইয়া কিয়ামত পর্যন্ত একদলকে তাহার মতো কাফের বানাইবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। সেই ইবলিসী তাওহীদের ফসল হইল ওহাবী সম্প্রদায় - তাবলিগী জামায়াত।

প্রশ্নের মধ্যে মাজারগুলি শির্ক ও বিদয়াতের আড্ডাখানা বলিয়া কয়েকটি কারণ দেখানো হইয়াছে। যথা - (ক) মাজারে মহিলাদের যাতায়াত (খ) বাদ্য সহকারে কাওয়ালী (গ) ফুল ও চাদর চড়ানো (ঘ) কবর চুম্বন ও সিজদা করা (ঙ) নকল মাজার তৈরি। প্রকাশ থাকে যে, শির্ক, বিদয়াত ও হারাম; এইগুলি সব সময়ে শির্ক, বিদয়াত ও হারাম। এই তিনটি জিনিষের মধ্যে সব চাইতে ভয়াবহ হইতেছে শির্ক। ইহার পরে বিদয়াত ও তারপরে হারাম। শির্কের পাপ মরনের পরে মাফ নাই। বিদয়াতের পাপ শাস্তির পরে মাফ হইয়া যাইবে। অনুরূপ হারামের পাপও মাফ হইয়া যাইবে। তবে যে পাপের মাফ নাই সেই পাপের রূপ কেমন হইয়া থাকে, তাহা ভাল করিয়া চিনিবার পর তাহা থেকে সাবধান হইতে হইবে। যেমন শুকর ভক্ষন করা কঠিন হারাম ইহা কেবল জানিয়া রাখিলে হইবেনা। শুকর হারাম জানিবার পরে শুকরকে ভাল করিয়া চিনিবার প্রয়োজন রহিয়াছে। অন্যথায় ছাগলকে শুকর বলিয়া ত্যাগ করিয়া গোনাহ্গার হইতে হইবে। চারটি পা বিশিষ্ট পশু দেখিলেই শুকর শুকর বলিয়া চিৎকার করিলে লোকে বোকা বলিতে থাকিবে। শয়তানদের মুখে শুধু শির্ক আর বিদয়াত,

pdf By Syed Mostafa Sakib

কথায় কথায় শুধু শির্ক আর বিদয়াত, উঠিতে বসিতে শুধু শির্ক আর বিদয়াত, সুন্নীদের কোন কাজ দেখিলে বলিয়া থাকে - সবই শির্ক বিদয়াত। শয়তানের দল দিবারাত্রি যতবার কালেমা না পড়িয়া থাকে, তদোপেক্ষা বেশি শির্ক ও বিদয়াত' বলিয়া থাকে। লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ! ইনশা আল্লাহ, শির্ক ও বিদয়াত এর ব্যখ্যার বিবরণ পরে দিয়া দিবো। এখন প্রশ্নের মধ্যে যে জিনিষগুলিকে শির্ক ও বিদয়াত বলা হইয়াছে সেগুলি সম্পর্কে ধারাবাহিক আলোচনা করিতেছি।

(ক) "মাজার শরীফে মহিলাদের যাতায়াত হইয়া থাকে।"

প্রথম কথা হইল যে, সমস্ত মাজারে মহিলাদের যাতায়াত নাই। কেহ এই কথার উপরে চ্যালেঞ্জ করিলে আমি বহু মাজার শরীফ দেখাইয়া দিতে পারিবো যেখানে নিয়মিত প্রতি বৎসর উরুস শরীফ অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। কিন্তু একজন মহিলার মুখ দেখিতে পাওয়া যাইয়া থাকে না। তাই বলিয়া আমি মহিলাদের যাতায়াত কোন মাজারে নাই বলিয়া চ্যালেঞ্জ করিতে পারিবো না। কিন্তু 'মহিলাদের যাতায়াত' না শির্ক, না বিদয়াত। কারন, শির্ক ও বিদয়াতের সংজ্ঞা সম্পূর্ণ সতন্ত্র। খুবজোর নাজায়েজ ও হারাম বলা যাইবে। কখনোই শির্ক ও বিদয়াত বলা যাইবে না। যখন মহিলাদের যাতায়াত শির্ক ও বিদয়াত নয়, তখন তাহা শির্ক ও বিদয়াত বলা শয়তানী করা হইবে। তবে কেবল তর্কের খাতিরে নয়, আসলেই কিন্তু মাজারে মহিলাদের যাতায়াত নাজায়েজ - হারাম। তবে আমি বলিবো, আপনি কেবল মহিলাদের মাজারে যাওয়া হারাম দেখিতেছেন কেন! মহিলারা তো হাজার জায়াগায় হাজার হারাম কাজ করিতেছে। আপনি কেবল মাজারে মহিলাদের দেখিয়া মাথা ঠুকিতেছেন কেন! সত্যিকারে যদি আপনার মধ্যে মাজারের মুহাব্বত থাকে, তাহা হইলে আপনি বউ, বেটি ও বউমাকে বাদ দিয়া এবং মা ও বোনকে বাড়িতে রাখিয়া একাই

চলিয়া যাইবেন। কেহ আপনাকে কৈফিয়াত নিবে না যে, স্ত্রীকে রাখিয়া আসিয়াছেন কেন? কেন আপনার সঙ্গে আপনার মা ও মেয়েকে দেখিতে পাইতেছিনা? নিশ্চয় এই ধরনের কোন প্রশ্নের সম্মুখীন হইতে হইবে না। বউ ও বেটিকে যাহারা তাবলিগী জামায়াতে পাঠাইতে কোন লজ্জা বোধ করিতেছেনা, যাহারা জামায়াতে ইসলামী ও তথা কথিত আহলে হাদীসদের সম্মেলনে সঙ্গে করিয়া বউ ও বেটিকে লইয়া যাইতে লজ্জাবোধ করিয়া থাকে না, তাহারা মাজারে মহিলাদিগকে দেখিয়া কাতর হইয়া পড়িতেছে কেন! আরে! মাজারে মহিলাগণ পৌছিয়া একটি গোনাহ করিতেছে কিন্তু যাহারা ইহাকে শির্ক ও বিদয়াত বলিয়া প্রচার করিতেছে, তাহারা তো মাজারে না পৌছিয়া আরো বড় গোনাহের কাজ করিতেছে। কারণ, যে কাজকে কুরয়ান ও হাদীসে শির্ক ও বিদয়াত বলা হয় নাই সেই কাজকে তাহারা শির্ক ও বিদয়াত বলিতেছে। এইরূপ গর্হিত কাজকে কুরয়ান পাকে কাফেরদের তরীকা বলা হইয়াছে। এইবার চিন্তা করিয়া দেখিবেন সব জায়গায় শির্ক ও বিদয়াত বলা কত বড় পাপ! যে লা মাযহাবী তথাকথিত আহলে হাদীস সম্প্রদায় জুময়া, ঈদ ও জানাজায় মহিলাদের লইয়া যাইবার জন্য চক্রান্তমূলক ভাবে মিডিয়ার মাধ্যমে খবরের কাগজের প্রথম পৃষ্ঠায় মহিলাদের জামায়াত দেখাইয়া থাকে এবং মহিলাদের কবরস্থানে যাইবার ও মাটি দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইতেছে; আবার ইতিমধ্যে তাবলিগী জামায়াত মরদ ইমামের পিছনে মহিলাদের তারাবীহ নামাজের জামায়াত আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। এইগুলি যদি অপবিত্র না হইয়া থাকে, তাহা হইলে একজন সুন্নী মহিলা যদি পরদার সহিত পিতা অথবা পুত্রের সঙ্গে কোনো ওলীর দরবারে হাজির হইয়া নিয়মের মধ্যে থাকিয়া জিকির আজকার করতঃ রূহানী ফায়েজ হাসেল করিয়া থাকে, তাহা হইলে এখানেই সব অপরাধ? খাজা আজমিরী আলাইহির

pdf By Syed Mostafa Sakib

কবে বাংলায় প্রকাশ হইবে! কিতাবটির নাম - 'জুমালুন লূর ফী নাহ্ইন নিসাই আন যিয়ারাতিল কুবূর'। সুন্নীদের জন্য আমার কলম যথেষ্ট। ওহাবীদের জন্য কিতাবখানা পাঠ করিবার প্রয়োজন। আ'লা হজরত ইমাম আহমাদ রেজা খান তাহার এই কিতাবের মধ্যে সেই সমস্ত আলেম ও কিতাবকে খণ্ডন করিয়াছেন, যাহারা এবং যে কিতাবগুলিতে মাজারে মহিলাদের যাইবার লাইট দেখাইয়াছে। শেষ পর্যন্ত তিনি মহিলাদের মাজার বা কবর যিয়ারত হারাম প্রমান করিয়া দিয়াছেন - আল্লাহু আকবার! তাবলিগী জামায়াতের লোকেদের বলিতেছি যদি নিজেদের কাছে ঈমান ও আমলের কোন মূল্য থাকে, তাহা হইলে আ'লা হজরতের এই কিতাবখানা ক্রয় করতঃ কোনো দেওবন্দী আলেমকে ঈমান শর্তে সঠিক অনুবাদ করিতে বলিয়া একবার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত শুনিয়া নেওয়ার চেষ্টা করিবেন। আশা করিতেছি, দেহের তাপ কমিয়া যাইবে। কারণ, ভারতের বহু বড় বড় ওহাবী দেওবন্দী আলেম ও তালিবুল ইল্ম; যাহারা ইমাম আহমাদ রেজা খান বেরেলবীর নাম শুনিলে তাহাদের দেহে জ্বলন আসিতো; তাহারা তাঁহার দুই একটি কিতাব পাঠ করিবার পরে তওবা করতঃ সুন্নী হইয়া গিয়াছেন। ইহা হইল ভাগ্যের কথা! এই ভাগ্য সবাই পাইবেনা। বর্তমান ভারতের সুবিখ্যাত আলেম ও মুনাজির হজরত মাওলানা আব্দুস সাত্তার হামদানী সাহেব কিবলা। গুজরাটের এই মহাপণ্ডিত আলেম উর্দু ও গুজরাটি ভাষায় বহু কিতাব লিখিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালা তাঁহার দীর্ঘায়ু দান করিয়া থাকেন। বছর তিনেক আগে দেওবন্দীদের সহিত ডালখোলার মুনাজারায় হামদানী সাহেব আসিয়া ছিলেন। এই মুনাজারায় সুন্নী পক্ষে ভারতের কয়েকজন বিখ্যাত আলেম উপস্থিত ছিলেন। আমি হামদানী সাহেবের কামরায় প্রায় সারা রাত ছিলাম। তিনি তাঁহার জীবনের উপরে বহু কিছু আলোচনা করিতেছিলেন। তন্মধ্যে তাঁহার

রহমার দরবারে কি মহিলাদের জন্য আদবের সহিত বসিয়া আল্লাহ বিল্লাহ করিবার কোন ব্যবস্থা নাই? পরদা পুশিদার সহিত কোনো মহিলা উপস্থিত হইলে কি খাদেমগণ তাড়াইয়া দিবে? যাইহোক, আমার এই সমস্ত কথায় কেহ যেন ভুল বুঝিয়া না থাকে যে, আমি মহিলাদের মাজার শরীফে যাইবার পথ তৈরি করিতেছি। কখনোই না। এখনই আমি আমার ঈমানদারী মত জানাইয়া দিবো।

ভারতীয় ওহাবীরা - দেওবন্দী, তাবলিগী জামায়ত, জামায়াতে ইসলামী ও আহলে হাদীসের লোকেরা আহলে সুন্নাত বেরেলবীদিগকে দোষী করিয়া থাকে যে, বেরেলবীরা মাজারে মহিলাদের লইয়া খেলা করিয়া থাকে। বিশেষ করিয়া ঈমাম আহমাদ রেজা খান বেরেলবী রহমা তুল্লাহি আলাইহিকে সমস্ত নোংরামী কাজের জন্য ওহাবীরা টার্গেট করিয়া থাকে - লা হউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ! আল্ হামদু লিল্লাহ, আমি হইলাম একজন খাঁটি বেরেলবী এবং পশ্চিম বাংলায় আমারই কলম হইল 'মাসলাকে আ'লা হজরত' এর এক নাম্বারে আদনা খাদেম। এইজন্য এই সাবধানী কলমের কথাকে সুন্নী ও ওহাবী নির্বিশেষে সবার কান লাগাইয়া শুনিবার প্রয়োজন রহিয়াছে। আমার কলম সুন্নীদিগকে সাবধান হইবার এবং ওহাবী তাবলিগীদের তওবা করিবার দাওয়াত দিয়া থাকে।

ইমাম আহমাদ রেজা খান বেরেলবী রহমা তুল্লাহি আলাইহিকে যাহারা বদনাম করিয়া থাকে যে, তিনি বিদয়াতীদের ইমাম ছিলেন, নিশ্চয় তাহাদের ঘাড়ে শয়তান বসিয়া রবিয়াছে। মহিলাদের মাজারে যাওয়া সম্পর্কে তিনি যেভাবে অকাট্ট দলীলের ভিত্তিতে সতন্ত্র কিতাব লিখিয়াছেন তাহা দেখিবার ও পড়িবার মত! কোনো ওহাবীর কলম দিয়া এই ধরনের উদ্ধৃতির আলোকে লেখা কিতাব প্রকাশ হইয়াছে কিনা তাহা আমার জানা নাই। কিতাবখানা উর্দু ভাষায় লেখা। জানিনা কোনো আলেমের কলমে

pdf By Syed Mostafa Sakib

জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য কথা আমাদের শুনাইয়াছেন যে, আ'লা হজরত ইমাম আহমাদ রেজা খান বেরেলবীর নাম শুনিলে আমার দেহে জ্বলন চলিয়া আসিতো। সবই আল্লাহর ইচ্ছা! আমি আ'লা হজরতের ফাতাওয়ায় রাজবিয়া শরীফের প্রথম খন্ডে কেবল তাইয়াম্মুমের মসলাটি পাঠ করতঃ আশ্চর্য হইয়াছি এবং আমি তওবা করিয়াছি। সুবহা নাল্লাহ, সুবহা নাল্লাহ!

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করিতেছি, হজরত হামদানী সাহেব কিবলা ঐ রাতে আলোচনা কালে তিনি বলিয়া ছিলেন - আলহামদু লিল্লাহ, আমার কাছে দেওবন্দীদের লেখা যত কিতাব রহিয়াছে তাহা কোনো দেওবন্দীর ঘরে আছে কিনা সন্দেহ! বাস্তবে তাহাই। যাইহোক তাঁহার এই কথা শুনিবার পর আমি খুব আদবের সহিত বলিয়া ছিলাম - হুজুর! "আশরাফ আলী থানুবী সাহেব আত্মহত্যা করিবার প্ররচনায় পড়িয়া গিয়াছিলেন এবং তিনি বলিয়াছিলেন আমি ফিরয়াউন ও হামানের থেকে নিকৃষ্ট।" ইহা দেওবন্দীদের কোন্ কিতাবে লেখা রহিয়াছে? ইহা শুনিয়া তিনি আমার দিকে বহুক্ষণ তাকাইয়া ছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি জানিতে চাহিলে আমি কিতাবখানার নাম বলিয়া দিয়াছিলাম। তিনি কিতাবখানা দেখিতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু আমি কিতাবখানা বাড়িতে রাখিয়া গিয়াছিলাম। তাঁহার নিকটে কিতাবটির জেরক্স কপি পাঠাইবার কথা ছিলো। কিন্তু তিনি আমাকে অল্পদিনের মধ্যে জানাইয়া দিয়া ছিলেন যে, আমি কিতাবখানা সংগ্রহ করিয়া নিয়াছি।

(খ) "বাদ্য সহকারে কাওয়ালী"

কাওয়ালী হইল ইশ্‌কের গান। যাহার মধ্যে ইশ্‌ক থাকে, আশিক তাহারই নাম। যে আশিক নয়, তাহার জন্য কাওয়ালী হারাম। এই ইশকের গানে মস্‌ত হইয়া চলিয়া গিয়াছেন বহু আউলিয়ায় কিরাম। দৈহিক ব্যাথা

ঔষধ বা দাওয়াইতে দুর হইয়া থাকে। অনুরূপ রূহের ব্যাথা দুর হইয়া থাকে ইশ্‌কের গানে। এই রূহানী আশিক হইল সেই, মস্তীর অবস্থায় তাহার উপরে তলোয়ার চলিলে টের পর্যন্ত পাইবে না। সুফিয়ায় কিরামদিগের ভাষায় আশিক বা আহল হইল সেই, যাহাকে সাতদিন খানা বন্ধ করিয়া দিয়া একদিকে খানা রাখিয়া দিয়া অপর দিকে হইবে গানা। কিন্তু সে খানাকে ত্যাগ করিবে কিন্তু গানাকে ত্যাগ করিবে না। আজ কোথায় সে আশিক! আর কোথায় সে ইশ্‌কের গান! যাহারা ইশ্‌কের নামে নোংরামী আরম্ভ করিয়াছে তাহারা নিশ্চয় শয়তান। ফাতাওয়ায় শামী ও তাফাসীরাতে আহমাদীয়া ইত্যাদি কিতাবের মধ্যে কাওয়ালী সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিবার পরে প্রকৃত আশিকদের জন্য কাওয়ালী জায়েজ বলা হইয়াছে। এমনকি দেওবন্দীদের মাথার তাজ তুল্য আলেম রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী সাহেব পর্যন্ত ফাতাওয়ায় রশীদীয়ার মধ্যে শর্ত সাপেক্ষে কাওয়ালী জায়েজ বলিয়াছেন। তবুও সুন্নী উলামায় কিরাম বর্তমানে চলতি কাওয়ালীকে হারাম বলিয়া থাকেন। সত্য ও মিথ্যা যাচাই করিয়া দেখুন! সুন্নীদের নির্ভরযোগ্য আলেম হাকীমূল উম্মাত মুফতী আহমাদ ইয়ার খান রহমাতুল্লাহি আলাইহি 'জায়াল হক্ব' দ্বিতীয় খণ্ড ৩৯৪ পৃষ্ঠায় সাধারনের জন্য কাওয়ালীকে হারাম বলিয়া দিয়াছেন। ইহার পরেও বেরেলবীদিগকে দোষী করা কি ঈমানদারের কাজ হইবে? পাক ভারত উপমহাদেশে সুন্নীয়াতের মারকায হইল বেরেলী শরীফ। এখানে কেহ কাওয়ালী দেখিয়াছেন? অবশ্যই না। কেবল বেরেলী শরীফ কেন, খুব কম মাজার শরীফে কাওয়ালী হইয়া থাকে। আর যদি কাওয়ালী হইয়াই থাকে, তাহা হইলে কি মাজার শরীফ যিয়ারত করা যইবে না? যদি কোন মাজার শরীফে কাওয়ালী হইয়া থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয় মাজারের ভিতরে হইয়া থাকে না। মাজার থেকে বাহিরে বেশ দুরে হইয়া থাকে। তাহা হইলে যিয়ারতের জন্য বাধা কোন জায়গায়? যেখানে শহরে

pdf By Syed Mostafa Sakib

নগরে গ্রামে গঞ্জে সর্বত্রে বিয়ের বাড়িতে একশটি হারাম কাজ হইতেছে, সেখানে কয়জন আপত্তি করিয়া থাকে? সবাইতো সবই হজম করিয়া ফেলিতেছে। কেবল কাওয়ালীতে বদ হজম! বহুস্থানে মসজিদের পাশে মন্দিরে তো সবসময়ে বাজনা বাজিয়া থাকে। ইহাতে তো মুসাল্লীদের আপত্তি থাকে না। তাহারা নীরবে মসজিদে গিয়া মাওলার ইবাদত করিয়া থাকে। কিন্তু ওহাবীদের কানে কাওয়ালীর কণ্ঠ এমন শ্রুতিকটু যে, মাজারে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছে। 'লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ!'

(গ) মাজারে ফুল ও চাদর চড়ানো

ফুল ও চাদর দুইটি জিনিষই তো ভাল। সারা দুনিয়া ফুলকে ভাল বাসিয়া থাকে। আর চাদর হইল মানুষের একটি বিশেষ প্রয়োজনীয় জিনিষ। ফুল ও চাদরের মধ্যে কোনোটি না শির্ক ও না বিদয়াত এবং না শির্ক ও বিদয়াতের অঙ্গ। এইজন্য এইগুলির ব্যবহার কোনো সময়ে আপত্তিকর নয়। জালসা জুলুসে, সভা সমিতিতে ফুল ও চাদর দিয়া চিয়ার টেবিল সাজানো হইয়া থাকে। নিশ্চয় ফুল চাদরে সাজানো স্টেজে উঠিতে ওহাবীদের আপত্তি থাকে না। এখন প্রমান হইয়া গেল যে, ফুল, চাদর কোন দোষের জিনিষ নয়। ওহাবীদের আপত্তি হইল এইগুলি মাজারের উপরে রাখা। ওহাবীদের ধারনায় এই জিনিষগুলি মাজারের উপরে রাখিয়া দিলে পূজা হইয়া যাইবে। 'লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ!' যাহা চিয়ার টেবিলে রাখা শির্ক নয়, মানুষের গলায় পরিধান করাও শির্ক নয় তাহা মাজারের উপর গিয়া শির্ক ও পূজা হইয়া থাকে! শুধু শয়তানী খেয়ালে পেশাব ও পায়খানার দোয়া শিখিতে শিখিতে মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে। চিয়ার টেবিল যখন সভায় পৌঁছিয়া যায়, তখন সেগুলির শান ও সম্মান সম্পূর্ণ আলাদা হইয়া যায়। মানুষ সেগুলিকে সাজাইবার ব্যবস্থা করিয়া থাকে। আহমকদের মধ্যে এতটুকু বোধ নাই। আম্বিয়ায় কিরাম ও

আউলিয়ায় কিরামগনের মাজারগুলি হইতেছে আল্লাহ তায়ালার নিদর্শনাবলীর অন্তর্ভূক্ত। এইজন্য উলামায় ইসলাম মাজার শরীফগুলির সম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য ফুল ও চাদর দিয়া থাকেন। সুতরাং মাজারে ফুল চাদর দেওয়া অবশ্যই শির্ক ও বিদয়াতের পর্যায় পড়িবে না। কেহ এইগুলিকে শির্ক ও বিদয়াত বলিয়া প্রমান করিতে পারিবে না। কারণ, হানাফী মাজহাবের বহু বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য কিতাবে ফুল ও চাদর দেওয়া জায়েজ বলা হইয়াছে। অবশ্য ইহা জরুরী নয়। যেমন ফাতাওয়ায় আলামগিরী পঞ্চম খণ্ড ৩৫১ পৃষ্ঠায়, রদ্দুল মুহতার দ্বিতীয় খণ্ড ২৪৫ পৃষ্ঠায় মিরাতুল মানাজীহ শারাহ মিশকাতুল মাসাবীহ প্রথম খণ্ড ২৬০ পৃষ্ঠা, নুজহাতুলকারী শারাহ বোখারী দ্বিতীয় খণ্ড ৪৫৫ পৃষ্ঠায়, জায়াল হক প্রথম খণ্ড ৩৫৩ পৃষ্ঠায়, জান্নাতী জেওর ২৪৮ পৃষ্ঠায়, আনওয়ারুল হাদীস ২৩৯ পৃষ্ঠায়, কানুনে শরীয়ত প্রথম খণ্ড ১৩১ পৃষ্ঠায়, বাহারে শরীয়ত প্রথম খণ্ড ১৬৭ পৃষ্ঠায়, মিরকাত শারাহ মিশকাত ইত্যাদি কিতাবগুলিতে ফুল দেওয়ার কথা রহিয়াছে। রদ্দুল মুহতার বা শামী কিতাবের ষষ্ঠ খণ্ডে ৩৬৩ পৃষ্ঠায় ও তাফসীরে রুহুল বা ইয়ান এর তৃতীয় খণ্ডে ৪০০ পৃষ্ঠায় চাদর দেওয়ার কথা রহিয়াছে। অতএব, এ বিষয়ে কোন হানাফীর আপত্তি থাকিতে পারে না। অবশ্য ওহাবী দেওবন্দী, তাবলিগী ও জামায়াতে ইসলামী এবং এই বাতিল ফিরকাগুলির গা ঘেঁশিয়া যাহারা চলিয়া থাকে, তাহাদের আপত্তি থাকিবে। তাহাদের এই আপত্তিকে শরীয়ত পাক পরওয়া করিয়া থাকে না। যেখানে শরীয়ত তাহাদের কথায় কান না দিয়া থাকে, সেখানে তাহাদের কথায় হানাফীদের কর্ণপাত করা উচিত হইবে না। ফুল ও চাদরতো আসলে কোনো কারণ নয়, বরং এইগুলিকে কারণ দর্শাইয়া বেঈমানদের মাজারে না যাইবার বাহানা।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(ঘ) "কবর চুম্বন ও সিজদা"

আসলে 'চুম্বন ও সিজদা' শির্ক ও বিদয়াত নয়। চুম্বনের যেমন প্রকার রহিয়াছে, তেমন সিজদারও প্রকার রহিয়াছে। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম জিন্দা ও মুর্দা উভয়কে চুম্বন দিয়াছেন। মিশকাত শরীফ ৪০২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত একটি হাদীসে বলা হইয়াছে - হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম হজরত ফাতিমা রাদী আল্লাহু আনহার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইতেন এবং তাঁহার হাতে চুম্বন দিতেন। অনুরূপ মিশকাতের পৃষ্ঠায় রহিয়াছে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম হজরত উসমান ইবনো মাজউন রাদী আল্লাহু আনহুর ইন্তেকালের পর তাঁহাকে চুম্বন দিয়াছেন। অনুরূপ সিজদা সব সময়ে শির্ক ও বিদয়াত হইয়া থাকে না। যেমন ফিরিশতাগন খোদায়ী নির্দেশে হজরত আদম আলাইহিস সালামকে সিজদা করিয়াছেন। হজরত ইউসুফ আলাইহিস সালামের পিতা, মাতা ও তাঁহার ভাইগন তাহাকে সিজদা করিয়াছেন। এইগুলি কুরয়ান পাক থেকে প্রমানিত। ইহা থেকে প্রমান হইতেছে যে, সিজদা সবসময়ে শির্ক হইয়া থাকে না। এই মুহূর্তে চুম্বন ও সিজদা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করিবার প্রয়োজন বোধ করিতেছিনা। কেবল কবর চুম্বন ও কবর সিজদা সম্পর্কে বেরেলবী জামায়াতের, বিশেষ করিয়া ইমাম আহমাদ রেজা খান বেরেলবীর ধারনা কি ছিলো তাহা জানাইয়া দেওয়া হইল আমার দায়িত্ব। কারণ, ওহাবী সম্প্রদায় আহলে সুন্নাত বেরেলবী জামায়াতকে কবর পূজক বলিয়া প্রচার করিয়া থাকে। মিথ্যাবাদীদের উপরে আল্লাহর অভিশম্পাত।

ইমাম আহমাদ রেজা খান বেরেলবীর থেকে বেশি কিতাব কেহ লিখিয়া যান নাই। তিনি প্রায় পঞ্চাশের অধিক বিষয়ের উপরে কিছু কম বেশি প্রায় এক হাজার কিতাব লিখিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে কোনো কিতাবের কোনো পৃষ্ঠায় কেহ দেখাইতে পারিবে না যে, তিনি কবর সিজদা জায়েজ

বলিয়াছেন। এমনকি তাঁহার কোনো শাগরিদের কিতাবে কেহ দেখাইতে পারিবেনা, ইহা আমার চ্যালেঞ্জ। প্রায় পনের ষোল বৎসর পূর্বের কথা বলিতেছি, জেলা উত্তর চব্বিশ পরগনা বসিরহাট এলাকায় 'ভুবনপুর' থেকে দুই তিন জন লোক আমার দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বাড়ীতে আমার অবর্তমানে আসিয়া জালসার একটি তারিখ দিয়া গিয়াছিলেন এবং তাহাদের পূর্ণ ঠিকানাও লিখিয়া দিয়া গিয়াছিলেন। ঐ সময়ে আমি একটি বিজ্ঞাপন ছাপাইয়া ছিলাম - "কবরে সিজদা কি জায়েজ?" আমি বাড়ীতে পৌঁছিয়া জালসায় পৌঁছিবার পূর্বে তাহাদের ঠিকানায় একখানা বিজ্ঞাপন পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। অতঃপর জালসায় যথাসময়ে উপস্থিত হইবার পর কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি আমার কাছে আসিয়া বলিয়াছেন - হুজুর! আমরা আপনাকে দাওয়াত করিবার পর বিপদে পড়িয়া গিয়াছিলাম। কারণ, আমরা তো ফুরফুরা পন্থী। আমাদের এলাকার সমস্ত আলেম আমাদের গ্রামকে বয়কট করিবার হুমকী দিয়াছে যে, আপনারা যাহাকে নিয়া আসিতেছেন সে হইল বেরেলবী ও কবর পূজক। বেরেলবীরা করবে সিজদা করা জায়েজ বলিয়া থাকে। ইহাতে আমরা দুর্বল হইয়া পড়িয়া ছিলাম। কিন্তু হঠাৎ আপনার বিজ্ঞাপনটি পাইয়া আমরা আশ্চর্য হইয়াছি এবং আমাদের মনোবল বাড়িয়া গিয়াছে। আমরা আপনার বিজ্ঞাপন লইয়া এলাকার অনেক আলেমের বাড়িতে পর্যন্ত গিয়া দেখাইয়াছি এবং আপনার চ্যালেঞ্জ অনুযায়ী আমরাও তাহাদের হাজার এক টাকার পুরস্কার প্রদানের কথাও বলিয়াছি। ইহাতে তাহারা প্রত্যেকেই নীরব হইয়া গিয়াছেন কিন্তু কেহ আমাদের দাওয়াত গ্রহন করেন নাই। পাঠক! বুঝিয়া নিন - ইহাদের চরিত্র কেমন! ফুরফুরা পন্থীরা ধারনা করিয়া থাকে যে, আমাদের দাদা হুজুরের মাজারকে আমরা খুব পাক সাফ করিয়া রাখিয়াছি, রীতিমত বোর্ড দিয়া মাজারে ফুল ও চাদর দেওয়াকে কঠিন ভাবে নিষেধ করিয়া রাখিয়াছি। সুতরাং যদি কোনো

pdf By Syed Mostafa Sakib

দিন মাজারগুলির উপরে ওহাবীদের হাতুড়ি পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে দাদা হুজূরের পবিত্র মাজারটি বাঁচিয়া যাইবে। না, কখনোই না। সব সময়ে নিজের বাড়ি থেকে কাজ আরম্ভ হইয়া থাকে। সুতরাং সর্বপ্রথম হাতুড়ি পড়া ঐখান থেকে শুরু হইবে। কারণ, ফুরফুরা পন্থীরা হইল ওহাবীদের বাড়ির মানুষ। ভারতে কবর ভাঙিবার আসল লোকটি হইলেন সাইয়েদ আহমাদ রায় বেরেলবী। ইনি হইলেন ফুরফুরা পন্থীদের ঊর্ধতন পীর। ওহাবীদের নিকটে কবরের উপরে সৌধ নির্মান করাই হইল বিদয়াত ও হারাম। ফুল ও চাদর হইল পরের কথা। ফুরফুরার পীর সাহেবের মাজারে ফুল ও চাদর না থাকিলেও সাইয়েদ সাহেবের রূহ কষ্ট পাইতেছে।

কবরে চুম্বন ও সিজদা সম্পর্কে ইমাম আহমাদ রেজা খান বেরেলবী ও বেরেলবীদের অভিমত কি তাহা একবার দেখিয়া নিন। কবরে সিজদা সম্পর্কে ইমাম আহমাদ রেজা খান বেরেলবী সতন্ত্র কিতাব লিখিয়াছেন - 'আযযুবদা তুয্ যাকিয়াহ'। এই কিতাবে তিনি চল্লিশটি হাদীসের আলোকে প্রমান করিয়া দিয়াছেন যে, কবরে সিজদা দুই প্রকার - তা জিমী - সম্মানার্থে ও তায়াব্বুদী - ইবাদাতের উদ্দেশ্যে। ইবাদাতের উদ্দেশ্যে সিজদা করিলে কাফের মুশরিফ হইয়া যাইবে এবং সম্মানার্থে সিজদা করিলে হারাম হইবে। এইবার চুম্বন সম্পর্কে তাঁহার অভিমত হইল যে, এই বিষয়ে হানাফী উলামাদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। সুতরাং চুম্বন না করাই উত্তম। বরং কবর থেকে চার হাত দুরে দাঁড়াইয়া আদবের সহিত যিয়ারত করিবে। আল্লাহ আকবার! যিনি সিজদা তো দুরের কথা, কবর চুম্বনের ধারে কাছে যাইতে দিলেন না, বরং চার হাত দুরে দাঁড়াইবার পরামর্শ দিয়াছেন, তাঁহাকে যাহারা কবর পূজক বলিয়া বদনাম করিয়া থাকে, তাহারা নিশ্চয় মিথ্যা প্রচারে হিটলারের প্রচার সচিব গোয়েবল্‌স এর অনুসারী। বেরেলবী জামায়াতের বিশ্বস্ত কিতাবগুলিতেও এইরূপ লেখা রহিয়াছে।

কয়েকটি প্রশ্ন

প্রথম প্রশ্ন ঃ- কবরে চুম্বন ও সিজদা সম্পর্কে বেরলবী আলেমগন নিষেধ করিয়া থাকেন না কেন? নিশ্চয় তাহাদের পরোক্ষ সমর্থন রহিয়াছে?

উত্তর ঃ- "সমর্থন রহিয়াছে" বলাই এক শয়তানী কথা। 'লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ! ইহা সুন্নী আলেমদের প্রতি একটি বড় ধরনের মিথ্যা অপবাদ। যে সমস্ত মাজার আলেম উলামাদের তত্তাবধানে রহিয়াছে সেগুলিতে অবশ্য অবশ্যই সিজদা হইয়া থাকে না। কিছু কিছু মাজার আম হইয়া গিয়াছে, যেখানে কেহ কাহারো গাইড্ করিয়া থাকে না। সাধারণ মানুষ অনেকে অনেককে দেখিয়া অনেক কিছু করিয়া থাকে। আবার মাজারের খাদেমরা কাহারো কোনো পরওয়া করিয়া থাকে না। তাহারা কেবল পয়সা খেয়ালী হইয়া থাকে। সুন্নী আলেম ও তালিবুল ইল্মদের যদি কোনো প্রকার সমর্থন থাকিতো, তাহা হইলে তাহারা নিশ্চয় কবরে সিজদা করিতেন। কেহ কি ঈমানদারী বলিতে পারিবে যে, আমি অমুক আলেমকে অথবা অমুক তালিবুল ইল্মকে অমুখ মাজারে সিজদা করিতে দেখিয়াছি! কখনোই না। তবে "তাহাদের সমর্থন রহিয়াছে" বলাই কি শয়তানী নয়? যাহাদের সমর্থন রহিয়াছে তাহাদের কার্যক্ষেত্রে দেখা যাইয়া থাকে না কেন? আল্‌হামদু লিল্লাহ, আমি নিজে সিজদা সম্পর্কে বহু বক্তৃতায় বলিয়া থাকি এবং আমার উলামায় কিরামগণও বলিয়া থাকেন। ওহাবীরা মাজারে পৌছিয়া কেন বলিয়া থাকে না? দুরদেশে জামায়াত লইয়া যাইতে পারিতেছে, নিজের দেশে দুই কদম হাঁটিয় গিয়া কোনো দিন কি কোনো জামায়াত বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছে? না, তাহাদের কাছে ইহার নজীর নাই। কেন নাই? ইহার সঠিক উত্তর হইল যে, ওহাবীরা নিজেদের আখড়ায় বসিয়া হাতুড়ি সাইজ করিতেছে যে, তাবলিগী জামায়াতের মাধ্যমে যখন

pdf By Syed Mostafa Sakib

জমীন সমতল হইয়া যাইবে প্রতিশতকে যখন পঞ্চাশ পার হইয়া ষাট সত্তরের ঘরে নিজেদের লোক হইয়া যাইবে, তখন তাহারা সরাসরি মাজারগুলি ভাঙিবার জন্য পৌঁছিয়া যাইবে।

অবশ্য অনেক আলেম ও তালিবুল ইল্মকে মাজারে চুম্বন দিতে দেখা যাইয়া থাকে। ইহাতে কাহারো জোর দিয়া কিছু বলিবার নাই। কারণ, হানাফী মাযহাবের একাংশ আলেম জায়েজ বলিয়াছেন। তবে এই চুম্বনকে কেহ সিজদা বলিয়া দিলে চরম ভুল হইবে। সিজদার সংজ্ঞা আলাদা এবং চুম্বনের সংজ্ঞা আলাদা। চুম্বন কখনোই সিজদা হইতে পারে না। ইহা ভাল করিয়া বুঝিয়া নেওয়ার প্রয়োজন রহিয়াছে। শরীয়তে সিজদা বলা হইয়া থাকে - সিজদার নিয়াত করতঃ সাতটি হাড় জমীনে রাখিয়া দেওয়া। যথা - দুই পা, দুই হাঁটু, দুই হাত ও কপাল মাটিতে রাখিয়া দেওয়া। এইরূপ না হইলে সিজদা হইবে না। কেবল মাথা নিচু হইবার নাম সিজদা নয়। অন্যথায় একটি পয়সা পড়িয়া গেলে উঠাইয়া নেওয়া জায়েজ হইবে না। কিংবা নিচু হইয়া জুতা পায়ে পরিধান করা জায়েজ হইবে না। এইবার বলুন! এইরূপ শর্ত সাপেক্ষ সিজদা মাজারে কয়জন করিয়া থাকে। মাথা নিচু করিয়া চুম্বন করিবার নাম যদি সিজদা হইয়া থাকে, তাহা হইলে তো মাজারে যত সিজদা না হইতেছে তদোপেক্ষা বহুগুনে বেশি বাড়িতে সিজদা হইয়া থাকে। কারণ, পিতা মাতা দাদা দাদি সবাই সোহাগ করিয়া শিশু বাচ্চাদের শয়নাবস্থায় চুম্বন করিয়া থাকে। এইগুলি কি সিজদা হইয়া যাইবে? 'লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ!' শয়তানের প্ররচনায় পড়িয়া চুম্বনকে সিজদা না বলিয়া সিজদার সঠিক অর্থ কী? তাহা মিশকাত শরীফে ৮৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হাদীস হইতে জানিয়া নিলে মিথ্যা বলিবার পাপ থেকে বাঁচা সম্ভব হইবে।

দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ- আল্লাহ ছাড়া তো অন্যের কাছে কিছু চাওয়া শির্ক। সূরাহ ফাতিহাতে আমরা সব সময়ে পাঠ করিয়া থাকি - 'ইইয়াকা নাস্তাঈন'

আমরা তোমারই কাছে সাহায্য চাহিয়া থাকি। তবে কি আউলিয়ায় কিরাম ও আম্বিয়ায় কিরাম দিগের কাছে কিছু চাওয়া শির্ক হইবে না?

উত্তর ঃ- আল্লাহ তায়ালা যাহাদের ঈমান কাড়িয়া নিয়া থাকেন, ঈমান নেওয়ার আগে তাহাদের বিবেক বুদ্ধি হারা করিয়া দিয়া থাকেন। আল্লাহর এই মহাগযবের মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে ওহাবী সম্প্রদায়।

আল্লাহ ছাড়া সমস্ত মাখলূককে বলা হইয়া থাকে 'গায়রুল্লাহ'। এই গায়রুল্লাহকে আল্লাহর মতো স্বয়ং সম্পন্ন শক্তির মালিক ধারনা করা হইল শির্ক। গায়রুল্লাহকে স্বতন্ত্র শক্তির মালিক ধারনা করিয়া তাহার কাছে কিছু চাওয়া হইবে শির্ক। অন্যথায় সমস্ত জগত হইয়া যাইবে মুশরিক। কারণ, সমস্ত পৃথিবী চলিতেছে একে অন্যের সাহায্যে। যাহা হইল 'ইইয়াকা নাস্তাঈন' এর সম্পূর্ণ বিপরীত। ওহাবীদের মুসলমান বলিয়া দাবী করাই হইবে নিজেদের প্রতি এক প্রকারের অত্যাচার। কারণ, তাহারা নিজেদের কথায় নিজেরাই মুশরিক হইয়া গিয়াছে। তাহারা তো সরাসরি আল্লাহর সাহায্য নিয়া একধাপ চলিয়া থাকে না।

শির্কের সঠিক অর্থ বুঝিবার পর যদি এক বান্দা অন্য বান্দাকে আল্লাহর প্রদত্ত শক্তির মালিক ধারণা করতঃ তাহার নিকটে হাত বাড়াইয়া কিছু চাহিয়া থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয় ইহা শির্ক হইবে না। এই অর্থানুায়ী সমস্ত দুনিয়া একে অন্যের সাহায্যে চলিতেছে। গায়রুল্লাহর নিকট থেকে এই প্রকার সাহায্য নেওয়া দেওয়া না শির্ক হইবে, না ইহাতে আল্লাহর কোনো বাধা রহিয়াছে। বরং আল্লাহ পাক নিজেই বান্দাকে গায়রুল্লাহর দিকে সাহায্যের জন্য নির্দেশ করিয়াছেন। যেমন আল্লাহ তায়ালা বলিয়াছেন - "অস্তাঈনু বিস্সাবরি অস্সলাহ' তোমরা ধৈর্য ও নামাজের মাধ্যমে সাহায্য গ্রহন করো। এখানে ধৈর্য্য ও নামাজ কোনোটাই আল্লাহ নয়, বরং গায়রুল্লাহ। আবার কোনো আয়াতে আল্লাহ 'অসীলাহ' অবলম্বন করিতে

pdf By Syed Mostafa Sakib

বলিয়াছেন। যথা - "অব্‌তাগু ইলাইহিল অসীলাহ" তোমরা 'অসীলা' সন্ধান করো। নিশ্চয় এই 'অসীলাহ' আল্লাহ নয়, বরং গায়রুল্লাহ। স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা 'গায়রুল্লাহ' কে অসীলাহ বানাইবার নির্দেশ করিয়া কি বান্দাকে 'শির্ক' করিবার রাস্তা করিয়া দিয়াছেন? 'লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।' আবার কোনো আয়াত পাক থেকে প্রমান হইয়া থাকে যে, পয়গম্বর গন বহু সময়ে উম্মাতের কাছে সাহায্য চাহিয়াছেন। যেমন হজরত ঈসা আলাইহিম সালাম বলিয়াছেন - "মান আন্‌সারী ইলাল্লাহ" কে আছে আল্লাহর জন্য আমার সাহায্যকারী? তবে কি ওহাবীদের ধারনায় হজরত ঈসা আলাইহিস্ সালাম শির্ক করিয়াছেন? লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ!' কেবল তাই নয়, স্বয়ং আল্লাহও বান্দার কাছে ঋণ চাহিয়া থাকেন, এইরূপ আয়াত পাকও রহিয়াছে। যথা "মাই ইউক্‌রি দুল্লাহা কারদান হাসানা" কে আল্লাহকে উত্তম ঋণ দিবে? নিশ্চয় আল্লাহ বান্দার কাছ থেকে ঋণ নিজে নিয়া থাকেন না, বরং এক বান্দার জন্য অন্য বান্দার কাছ থেকে ঋণ নিয়া থাকেন। তাহা হইলে এখানে তো গায়রুল্লাহের থেকে গায়রুল্লাহর সাহায্য নেওয়া দেওয়া হইয়া যাইতেছে। হায়রে ওহাবীদের ইবলিসী তাওহীদ! সরকারী কন্ট্রলারের কাছে যাওয়া যদি শির্ক না হইয়া থাকে, তবে আম্বিয়া ও আউলিয়াগণ, যাহারা খোদা প্রদত্ব ভাণ্ডার লইয়া রহিয়াছেন তাহাদের কাছে যাওয়া শির্ক হইবে কেন! আমার এই বক্তব্যের স্বপক্ষে শতাধিক আয়াত ও হাদীস দেখিতে হইলে অবশ্যই পাঠ করিবেন - 'বরকাতুল ইমদাদ লি আহলিল ইস্তিমদাদ' নামক কিতাবখানা। লেখক ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী। সুন্নীগণ! জানিয়া রাখিবেন, এই ওহাবী সম্প্রদায় শয়তানী খেয়ালে যে সমস্ত আয়াতগুলি ঠাকুরগুলির সম্পর্কে অবতীর্ণ হইয়াছে সেগুলি ইহারা আউলিয়া ও আম্বিয়ায় কিরামদিগের উপরে ফিট্ করিয়া থাকে।

যেহেতু আম্বিয়া ও আউলিয়াগণ এই পার্থিব দুনিয়া থেকে পৃথক হইয়া গিয়াছেন। এই কারনে মানুষ তাঁহাদের কাছে কেহ পার্থিব সামগ্রী সরাসরি হাতাহাতি আনিবার জন্য যাইয়া থাকে না, বরং তাঁহাদের দরবারে হাজির হইয়া তাঁহাদের অসীলা দিয়া দরবারে ইলাহীতে দুয়া করিয়া থাকে - আল্লাহ পাক! তুমি তোমার এই মাহবূব বান্দার অসীলায় আমার এই উদ্দেশ্য পূর্ণ করিয়া দাও। ইহা না শির্ক, না নাজায়েজ। সাহাবায় কিরামদিগের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত মুসলমানদের মধ্যে এই নিয়ম চলিয়া আসিতেছে। কোনো কালে কোনো আইম্মায়ে দ্বীন ইহার বিরোধীতা করেন নাই। এই ব্যাপারে বিস্তারিত জানিতে হইলে 'আল আম্‌নু অল উলা' নামক কিতাবখানা পাঠ করিবার একান্ত প্রয়োজন। লেখক ইমাম আহমাদ রেজা খান বেরেলবী।

তৃতীয় প্রশ্ন ঃ-আজকাল দেখা যাইতেছে যে, অনেক পীরের মাজারে পীরের নামে খাসী ও মোরগ ইত্যাদি জবাহ করতঃ খুব ধুম ধামের সহিত খাওয়া হইতেছে; এই খাসী ও মোরগের মাংস খাওয়া কি জায়েজ হইবে?

উত্তর ঃ- সব সময়ে একটি কথা মনে রাখিতে হইবে যে, কোনো জাবীহা-জবাহ কৃত পশুর মাংস হালাল ও হারাম হওয়া নির্ভর করিয়া থাকে জাবিহ বা জবাহকারীর উপরে। পশুর মালিকের উপরে নির্ভর করিয়া থাকে না। জবাহকারী যদি মুসলমান হইয়া থাকে এবং তাহার নিয়াত ও উচ্চারণ সঠিক হইয়া থাকে, তাহা হইলে পশু হালাল হইবে। অন্যথায় নয়। যথা, জবাহকারী মুসলমান এবং জবাহ করিবার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করতঃ জবাহ করিয়াছে, তাহা হইলে খাওয়া হালাল হইবে। জবাহকারী মুসলমান কিন্তু জবাহ করিবার সময়ে ইচ্ছাকৃত আল্লাহর নাম ত্যাগ করিয়া জবাহ করিয়াছে, তাহা হইলে খাওয়া হারাম হইবে। কিংবা জবাহকারী

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুসলমান। কিন্তু জবাহ করিবার সময়ে আল্লাহর নাম না বলিয়া গায়রুল্লাহ এর নাম বলিয়া জবাহ করিয়াছে, তাহা হইলে খাওয়া হারাম হইবে।

মসলাটি আরো ক্লিয়ার করিয়া নিন। একজন মুসলমান আল্লাহর অয়াস্তে কুরবানী করিবার জন্য একটি খাসী পুষিয়াছে। কিন্তু জবাহ করিবার সময় জাবিহ বা জবাহকারী 'আল্লাহু আকবার' না বলিয়া দূর্গা অথবা কালী বলিয়া জবাহ করিয়া দিয়াছে, তাহা হইলে খাওয়া হারাম হইবে। আবার একজন অমুসলিম কালী অথবা দূর্গার নামে একটি খাসী পালিয়া ছিলো কিন্তু সেই খাসিটি কোন মুসলমান 'আল্লাহু আকবার' বলিয়া জবাহ করিয়া দিয়াছে, তাহা হইলে খাওয়া হালাল হইবে। মোট কথা, জবাহকারী মুসলমান কিনা এবং জবাহ করিবার সময়ে আল্লাহর নাম উচ্চারণ করিয়াছে কিনা, ইহা দেখিবার বিষয়। এখন মাজার শরীফে যে খাসী অথবা মোরগ জবাহ হইতেছে সেগুলির অবস্থা দেখিতে হইবে। যদি জবাহকারী জবাহ করিবার সময় 'বিসমিল্লাহি আল্লাহু আকবার' বলিয়া জবাহ করিয়া থাকে, তাহা হইলে খাওয়া নিঃসন্দেহে হালাল হইবে। আর যদি আল্লাহর নাম বাদ দিয়া পীরের নাম বলিয়া জবাহ করিয়া থাকে, তাহা হইলে খাওয়া অবশ্যই হারাম হইবে। তবে আমার পূর্ণ বিশ্বাস যে, কোন পীর ওলীর নাম উচ্চারণ করতঃ জবাহ করা হইয়া থাকে না। সূতরাং খাওয়া অবশ্যই হালাল হালাল হালাল। যাহারা বিনা প্রমানে হালাল কে হারাম বলিয়া থাকে, তাহারা হইল যালেম। সঠিকভাবে আয়াত পাক, তাফসীরে কাবীর, তাফসীরাতে আহমাদীয়া, রুহুল বা ইয়ান ইত্যাদি কিতাবগুলি দেখিলে আমার প্রদত্ত ব্যাখ্যা বাহির হইয়া আসিবে ইনশা আল্লাহ।

(ঙ) "নকল মাজার তৈরি"

'লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ!' নকল মাজার তৈরি করা একশত বার শয়তানী কাজ। যাহারা নকল মাজার তৈরি করিয়াছে

তাহারা শয়তানের শিষ্য। যাহারা জানিবার পর সেখানে যাতায়াত করিয়া থাকে তাহারা শয়তানী কাজের সহযোগী। হিন্দু ও মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে থেকে 'বাউল' বলিয়া একটি সম্প্রদায় তৈরি হইয়াছে। এই মুসলিম বাউলের দল যেখানে সেখানে রাতারাতি মাজার তৈরি করতঃ সেখানে খুব জাঁক যমকের সহিত গ্যাঁজার আড্ডা বানাইতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহারা প্রথমতঃ মাজারকে চমকাইবার জন্য উরুস করিবার নামে দুরদূরান্ত থেকে আলেম উলামাকে দাওয়াত করিয়া আনিয়া থাকে। এলাকায় মানুষেরা আলেম উলামার ওয়াজ নসীহত শুনিবার জন্য সমবেত হইয়া থাকে। বেচারা আলেম দুরের মানুষ মাজার শরীফের জালসায় হাজির হইয়াছেন। সুতরাং আউলিয়ায় কিরামদিগের শান সম্পর্কে বক্তব্য রাখিতে হইবে। মাশা আল্লাহ, বক্তব্য হইয়া গেল খুবই চাঙ্গা। আলেম সাহেব বিদায় হইবার পর থেকে আগামী বৎসরের উরুস পর্যন্ত মাজারের ধূপবাতির প্রয়োজন হইয়া থাকে না, গ্যাঁজার আগুন ও ধোঁয়া হইয়া থাকে যথেষ্ট। 'লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লাহ বিল্লাহ!' বেশির ভাগ এই প্রকার মাজারে মেয়েদের খেলা ও গান, বাজনা, কাওয়ালী ইত্যাদি হইয়া থাকে। এলাকায়ী মানুষের উচিত এইরূপ কাল্পনিক মাজারগুলি খতম করিয়া দেওয়ার চেষ্টা করা। আলেমদের উচিত, জানিয়া শুনিয়া এইরূপ নকল মাজারের দাওয়াত গ্রহন না করা। আল হামদু লিল্লাহ! আমি এই ধরনের অবৈধ মাজার তো দুরের কথা, বহুবৈধ মাজারে অবৈধ কাজ হইবার কারনে দাওয়াত পর্যন্ত গ্রহন করিয়া থাকি না। গত দুই বৎসর পূর্বের কথা বলিতেছি, মুর্শিদাবাদের কান্দী এলাকায় একটি মাজারের উরুস শরীফে আমার দাওয়াত ছিলো। আমি যথা সময়ে বাস থেকে নামিলে একটি ছেলে আমাকে মোটর সাইকেলে করিয়া নিয়া যাইতে ছিলো। গ্রামে পৌছিবার এক দেড় কিলোমিটার দূর থেকে আমার কানে ইংলিশ বাজনার আওয়াজ

pdf By Syed Mostafa Sakib

আসিতেছিল। আমার ধারনা হইয়া ছিলো যে, কোনো হিন্দুর গ্রামে বিয়ের বাজনা বাজিতেছে। আমি ছেলেটিকে বাজনা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল - আপনি যেখানে যাইতেছেন সেখানে বাজিতেছে। এখন মাজার পাকে চাদর দেওয়া হইতেছে। ইতিপূর্বে আমি কোনো দিন এই ধরনের ব্যাপার হইয়া থাকে বলিয়া জ্ঞাত ছিলাম না। আমি ছেলেটিকে আবার জিজ্ঞাসা করিলাম - এই বাজনা কোথায় বাজিতেছে? তখন ছেলেটি আমাকে খুব ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলিয়া দিল যে, বাজনা সহকারে মাজারে চাদর চড়ানো হইতেছে। ইহা শুনিয়া আমি ছেলেটিকে ধমক দিয়া বলিলাম - গাড়ি থামাও। আমাকে যেখান থেকে আনিয়াছো সেখানে পৌছাইয়া দাও। আমি তোমাদের উরুসে যাইবো না। ছেলেটি সঙ্গে সঙ্গে মোবাইল করতঃ বলিয়া দিলো যে, আপনাদের প্রধান বক্তা ফিরিয়া যাইতেছেন। আমি তখন ছেলেটির গাড়ী ছাড়িয়া দিয়া তীব্র গতিতে হাঁটিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছি। কিন্তু অল্প সময়ের মধ্যে গ্রাম থেকে অনেকগুলি মানুষ আসিয়া আমাকে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে। আমি গর্জন করিতে আরম্ভ করিয়াছি যে, আমার গর্দান কাটিয়া নিলেও যাইবো না। তাহাদের দাবী আপনাকে যাইতে হইবে এবং বাজনা সম্পর্কে আপনার বক্তব্য বলিয়া দিবেন। আপনি আমাদের প্রতিশ্রুতি মানিয়া নিন যে, আপনার যাইবার পরে আমরা বাজনা বন্ধ করিয়া দিবো। অতঃপর আমি বলিয়াছি, যদি আপনারা সমস্ত গ্রামের মানুষ কোনো দিন মাজারে বাজনা বাজাইবেন না বলিয়া একমত হইতে পারেন, তাহা হইলে আমি আপনাদের ডাকে অবশ্যই আসিবো। যদি না আসিয়া থাকি, তবে আমি মুসলমান নয়। কিন্তু কোনো মতেই আজ আমি যাইবো না। যেহেতু আমি খুব বড় কথা বলিয়া দিয়াছি। এইজন্য তাহারা দম ধরিয়া শেষ পর্যন্ত আমাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন। ইহার এক বৎসর পর পাশের গ্রামের জালসায় আমার দাওয়াত ছিলো। আমি নির্দিষ্ট দিনে কান্দী

বাসস্ট্যান্ডে নামিলে আমাকে যখন গাড়ীতে করিয়া লইয়া যাইতে ছিলো, তখন মনে হইতেছিলো - যেন আমি এই রাস্তায় গত বৎসর আসিয়াছিলাম। গ্রামে উপস্থিত হইবার সাথে সাথে চারিদিক থেকে লোকজন আসিয়া বলিতে আরম্ভ করিয়াছে - হুজুর! আপনি গত বৎসর পাশের গ্রামে আসিয়া ফিরিয়া গিয়াছেন। আপনি আসিলে আমাদের ইজ্জত থাকিতো না। আপনি ফিরিয়া যাওয়ায় আমাদের ইজ্জত বাঁচিয়াছে এবং একটি বড় কাজ হইয়া গিয়াছে। ঐ গ্রামের সমস্ত লোক একমত হইয়া গিয়াছে যে, তাহারা আর কোনো দিন মাজারে বাজনা বাজাইবে না। আজ আপনার কাছে তাহারা বহু লোক আসিবে। আমি তখন মনে মনে 'আল হামদু লিল্লাহ' পাঠ করিতেছি। সত্যিই বহু তরুণ যুবক চলিয়া আসিয়াছে। তাহারা আমার নিকটে প্রতিশ্রুতি দিয়াছে যে, আমাদের ভুল হইয়া গিয়াছে আমরা আর কোন দিন এইরূপ বাজনা বাজাইবো না। আল হামদু লিল্লাহ! সুম্মা আল্ হামদু লিল্লাহ!

অবদান নং - ৪

ফাতিহা শরীফ

প্রথমে জানিবার প্রয়োজন যে, 'ফাতিহা শরীফ' জিনিষটি কী! কুরয়ান শরীফের প্রথম সুরাহ হইল - সুরাহ ফাতিহা শরীফ। প্রত্যেক নামাজে, প্রত্যেক রাকয়াতে, প্রথমে পাঠ করিতে হইয়া থাকে - সূরাহ ফাতিহা শরীফ। তাফসীরের কিতাবে সূরাহ ফাতিহার কুড়িটি নাম বর্ণিত হইয়াছে। যথা - ফাতিহা, ফাতিহাতুল কিতাব, ফাতিহাতুল কুরয়ান ইত্যাদি। তবে সমাজে 'ফাতিহা' বলিয়া যে প্রচলন রহিয়াছে, তাহার অর্থ হইল - সুরাহ ফাতিহা শরীফ ও আরো কিছু সুরাহ বা আয়াত পাক পাঠ করিয়া বিশেষ ভাবে মুর্দাগনের নামে সওয়াব রেসানী বা ইসালে সওয়াব করিয়া দেওয়া এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর দরবারে নিজের বালা মুসীবত

pdf By Syed Mostafa Sakib

থেকে নিরাপদ হইবার এবং উপায় উন্নতিতে বর্কাত হইবার জন্য ইত্যাদি বিষয়ে প্রার্থনা করা। এই জিনিষটি নাজায়েজ হইবার পিছনে কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যাইয়া থাকে না। সর্বযুগে উলামা ও আউলিয়ায় কিরামদিগের মাধ্যমে ইহা চলিয়া আসিতেছে। ফাতিহার এই নিয়মকে শরীয়তে পাক না হারাম বলিয়াছে, না কোনো প্রকার নিষেধ করিয়াছে। বরং বহু বিশুদ্ধ হাদীস থেকে ইসালে সওয়াব প্রমান হইয়া থাকে। আহলে সুন্নাতের কলম থেকে ফাতিহা বা ইসালে সওয়াব সম্পর্কে সতন্ত্র ভাবে অনেক কিতাব লেখা রহিয়াছে। এই বিষয়ে একমাত্র ওহাবী সম্প্রদায় দ্বিমত করিয়া থাকে। কারণ, এই সম্প্রদায় হইল জিন্দা ও মূর্দা উভয়ের দুশমন। ইহাদের কথা হইল যে, মরা গরু ঘাস খাইয়া থাকে না। সুতরাং মরিবার পরে মানুষ জিন্দাদের কোনো কাজে উপকৃত হইতে পারে না - 'লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ!'

অবদান নং - ৫

কবর যিয়ারত

যে মানুষের মধ্যে মরনের ভয় নাই, সে মানুষ বেপরওয়া হইয়া চলিয়া থাকে। যে মানুষ মরণকে স্মরন করিয়া চলিয়া থাকে, সে মানুষ দুনিয়া করিলেও আখিরাতমুখি হইয়া থাকে। কবর যিয়ারতে মানুষের মধ্যে মরনের কথা স্মরন হইয়া থাকে। যখন মানুষ কবর স্থানে উপস্থিত হইয়া থাকে, তখন স্বাভাবিকভাবে মনের মাঝে বহু কথা স্মরন হইয়া থাকে যে, হায়! এইসব লোকগুলি একদিন আমার মতো দুনিয়াতে ছিলো, আমার মতো ইহারাও সংসার করিয়া ছিলো, কিন্তু আজ সবাইকে ছাড়িয়া নীরবে এইখানে পড়িয়া রহিয়াছে। হায়! আমারো একদিন এই অবস্থা হইবে, আমিও একদিন সংসার জীবন ছাড়িতে বাধ্য হইয়া যাইবো। যাহা কিছু করিতেছি সবই পড়িয়া থাকিবে। মোটকথা, কবর যিয়ারত করিলে মানুষের মধ্যে

অনেক পরিবর্তন আসিয়া থাকে। কবর যিয়ারতের প্রথা ইলামের শুরু থেকে রহিয়াছে। স্বয়ং হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কবর যিয়ারত করিতেন। কেবল তাই নয়, হুজুর পাক কবর যিয়ারত করিবার নির্দেশ দিয়াছেন। এতদসত্ত্বেও শয়তানের দল শত শত স্থান থেকে এই জিনিষটি উঠাইয়া দিয়াছে। শয়তানী বাহানা - বাড়ী থেকে বসিয়া যিয়ারত করিলে হইয়া যাইবে, কবরের কাছে যাইবার কোনো প্রয়োজন নাই, আজকাল কবরের কাছে গিয়া মানুষ শির্ক, বিদয়াত করিয়া ফেলিতেছে ইত্যাদি। 'লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ!'

কবর যিয়ারত যদি নাজায়েজ হইতো, তাহা হইলে নিশ্চয় হাদীস পাকে কবরস্থানে কবরবাসীদিগকে সালাম দেওয়ার কথা বলা হইতো না। সাহাবায়কিরাম কবর স্থানে উপস্থিত হইয়া কবরবাসীদিগকে সালাম দিয়াছেন - ইয়া আহলাল কুবূর - আস্‌সালামু আলাইকুম। কিংবা আস্‌সালামু আলাইকুম ইয়া আহলাল কুবূর আনতুম সালফুনা অ নাহনু বিল আসার। হাদীস পাকে আরো বর্ণিত হইয়াছে - কবরবাসীরা যিয়ারতকারীদের সালামের উত্তর দিয়া থাকে এবং তাহাদের চিনিতেও পারে। আল্লাহু আকবার!

কোনো পরিচিত মানুষ সামনে আসিলে মনের মাঝে শান্তি আসিয়া থাকে। বিশেষ করিয়া বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির সামনে পরিচিত মানুষ চলিয়া আসিলে অনেক দুঃখ কষ্ট দুর হইয়া থাকে। অনুরূপ আত্মীয় স্বজন যখন আত্মীয় স্বজনের কবরের কাছে হাজির হইয়া থাকে, তখন তাহারা তাহাদের প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া থাকে। মোটকথা, কবর যিয়ারতের মধ্যে জিন্দা ও মুর্দা উভয়ের উপকার রহিয়াছে। ধারাবাহিক যিয়ারতের মধ্যে জিন্দাদের মধ্যে দুনিয়ার মুহাব্বত কম হইয়া যায়, মন মোম হইয়া যায়, ধীরে ধীরে মানুষ মাওলা মুখি হইয়া থাকে। আর মুর্দারা আপন আত্মীয় স্বজনদের দেখিয়া শান্তি পাইয়া থাকে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

একটি প্রশ্ন

এইরূপ কোনো হাদীস কি রহিয়াছে যে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কবর যিয়ারত করিতে নিষেধ করিয়াছেন?

উত্তর ঃ-ইসলামের শুরুতে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কেবল কবর যিয়ারত নয়, বরং কয়েকটি জিনিষ নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু পরবর্তী কালে তিনি সেগুলিকে পুরনায় বহাল করিয়া দিয়াছেন। যেমন কুরবানীর মাংস তিনদিনের বেশি খাওয়া নিষেধ করিয়া ছিলেন। পরে তাহা জায়েজ করিয়া দিয়াছেন। যে সমস্ত পাত্রে মদ তৈরি করা হইতো সেই পাত্রগুলি ব্যবহার করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন। পরে সেগুলি ব্যবহার করা জায়েজ করিয়া দিয়াছেন। অনুরূপ প্রথমাবস্থায় কবর যিয়ারত নিষেধ করিয়া ছিলেন। পরে তিনি তাহা বাতিল করতঃ কবর যিয়ারত করিবার নির্দেশ দিয়াছেন।

প্রকাশ থাকে যে, নির্দেশের পরে নিষেধ থাকিলে কাহারো কিছু বলিবার ছিলো না। কিন্তু যেহেতু নিষেধের পরে নির্দেশ হইয়াছে, সেহেতু কাহারো কিছু বলিবার নাই। এখন পূর্বেকার নিষেধের কথা স্মরন করিয়া পরবর্তী নির্দেশকে অমান্য করিলে কেবল বোকামি করা হইবে না, বরং বেঈমানী করা হইবে। - কেবল কবর যিয়ারত নয়, বরং কবর সংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ের উপরে শতাধিক হাদীসের আলোকে আমার লেখা কিতাব 'বর্যাখী জীবন' বা কবরের কাহিনী পাঠ করিয়া দেখিবেন।

অবদান নং - ৬

মাযার যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর

কবর যিয়ারত করা সুন্নাত। পবিত্র কুরয়ান ও হাদীস শরীফের আলোকে সমস্ত মুসলিম জাহানে সর্ব যুগে যিয়ারতের প্রচলন রহিয়াছে।

সারা বিশ্বে মুসলিম জাহান চারটি মাযহাবের মধ্যে কোন একটি মাযহাব অবলম্বন করতঃ ইসলামের উপর আমল করিয়া থাকে। মাযহাবের দিক দিয়া কিছু কিছু মাসলাতে মুসলমানদের মধ্যে মতভেদ রহিয়াছে। কিন্তু কবর যিয়ারতের ব্যাপারে চারটি মাযহাবের মধ্যে কোন মতভেদ নাই। কিন্তু এই অকাট্য মসলাতে একমাত্র ওহাবী সম্প্রদায় বিরোধীতা করিয়া থাকে। সঠিক অর্থে ওহাবী সম্প্রদায় মুসলমান নয়। এই সম্প্রদায় কবর যিয়ারত ও কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা না জায়েজ বলিয়া থাকে। বর্তমানে এই সম্প্রদায়ের প্ররচনাতে বহু সুন্নী মুসলমান কবর যিয়ারত ও যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করাকে নাজায়েজ - শির্ক ইত্যাদি ধারনায় ত্যাগ করিয়া দিয়াছে।

আউলিয়ায় কিরাম ও আম্বিয়ায় কিরামদিগের মাযার শরীফগুলি হইল বর্কাত ও রহমাতের কেন্দ্রস্থল। বিশেষ করিয়া হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পবিত্র রওজা মুবারক। হুজুর পাক হইতেছেন আমাদের প্রানের প্রান ও আমাদের ঈমানের জান। তাঁহার রওজা পাক যিযারতের জন্য সফর করাও পর্যন্ত ওহাবী সম্প্রদায় নাজায়েজ বলিয়া থাকে। লা হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ!

স্বয়ং হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহিস অ সাল্লাম তাঁহার পবিত্র রওজা শরীফকে যিয়ারত করিবার জন্য প্রেরনা প্রদান করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি আমার কবর যিয়ারত করিবে তাহার জন্য আমার শাফায়াত অয়াজিব হইয়া যাইবে। হাদীসটি শিফা শরীফের দ্বিতীয় খণ্ডে ৮৩ পৃষ্ঠায় হজরত ইবনো উমার রাদী আল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রকার আরো বহু হাদীস রহিয়াছে যাহাতে হুজুর পাক তাঁহার রওজা শরীফকে যিয়ারত করিবার প্রেরনা দিয়াছেন। এখন যিয়ারতের উপায় কি? মদীনা শরীফে না পৌছিলে তো তাঁহার রওজা শরীফ যিয়ারত করা সম্ভব হইবে না।

pdf By Syed Mostafa Sakib

সুতরাং মদীনা শরীফে পৌঁছিবার জন্য সফর করিবার প্রয়োজন। এই সফর যদি নাজায়েজ হইয়া যায়, তাহা হইলে যিয়ারত করা সম্ভব হইবে না। সুতরাং যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা কখনোই নাজায়েজ হইতে পারে না। এই সফরকে নাজায়েজ বলাই হইল গোমরাহী। এই গোমরাহীর শিকার হইয়াছে তাবলিগী জামায়াতের মাধ্যমে হাজার হাজার মুসলমান। বিশ্বের কোনায় কোনায় থেকে আম খাস নির্বিশেষে আশিক ঈমানদারগণ একমাত্র রওজা পাক যিয়ারতের উদ্দেশ্যে মদীনা শরীফে উপস্থিত হইয়া থাকেন। হজরত উমার ইবনো আব্দুল আজীজ রহমাতুল্লাহি আলাইহি হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু অলাইহি অ সাল্লামের দরবারে কেবল সালাম পৌঁছাইবার জন্য শাম থেকে মদীনা শরীফে দূত প্রেরন করিতেন। এই দুত সালাম পৌঁছাইয়া ফিরিয়া আসিতেন। (আকীদাতুস্ সুন্নাত ২৯৭ পৃষ্ঠা) উক্ত কিতাবে ২৯৮ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু অলাইহি অ সাল্লামের রওজা পাক যিয়ারত করিবার জন্য মদীনা শরীফে যাওয়া কাবা শরীফে ও বায়তুল মুকাদ্দাস শরীফে যাওয়া অপেক্ষা উত্তম। চাই এই সফর দুর থেকে হউক অথবা নিকট থেকে হউক। দুনিয়ার কোন হাদীসের কিতাবে কেহ কোন হাদীসে দেখাইতে পারিবে না যে, আউলিয়া ও আম্বিয়ায় কিরামদিগের রওজা পাক যিযারত করিবার জন্য সফর করা নাজায়েজ। যে শয়তানের দল কথায় কথায় কুরয়ান ও হাদীস থেকে কিয়াম মীলাদের দলীল চাহিয়া থাকে তাহাদিগকে ধমক দিয়া বলিবেন - "যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর নাজায়েজ" কুরয়ান ও হাদীস থেকে দেখাইয়া দাও!

একটি প্রশ্ন

আজকাল অধিকাংশ ডাক্তার ও মাষ্টারের মুখে শুনিতে পাওয়া যাইতেছে, বিশেষ করিয়া বাংলাদেশের বিখ্যাত বক্তা দিলওয়ার হোসেন

সাঈদীকে বলিতে দেখা যাইতেছে যে, হুজুর সাল্লাল্লাহু অলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - তোমরা একমাত্র তিনটি মসজিদের জন্য সফর করিতে পারো। তিনটি মসজিদ বলিতে - কাবা শরীফ, হুজুর পাকের মসজিদ ও বায়তুল মুকাদ্দাস। সুতরাং মসজিদে নবূবীর জন্য সফর করা যাইবে। কিন্তু নবী পাকের রওজা যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা যাইবে না। যেখানে হুজুর পাক স্বয়ং নিষেধ করিয়া দিয়াছেন সেখানে কবর যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর কেমন করিয়া জায়েজ হইতে পারে?

উত্তর ঃ-বর্তমানে মাষ্টার ও ডাক্তারের একটি গোষ্ঠী হইল তাবলিগী ও মাওদূদী মার্কা মুসলমান। ইহারা দ্বীন ইসলামকে আধুনিক ভাবে বুঝিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। আর দিলওয়ার হোসেন সাঈদী কেবল বিখ্যাত বক্তা নহেন বরং বাংলাদেশের বিখ্যাত বেঈমান। এই বেঈমানকে আমাদের এখানকার গোমরাহ সম্প্রদায়ের লোকেরা খুব ফলাও করিয়া প্রচার করিয়া থাকে যে, সাঈদী সাহেব একজন খুব বড় মাপের আলেম। বাস্তবে কিন্তু তাহা নয়। সাঈদী সাহেব না কুরয়ান পাকের কোন মুফাস্সিরের পর্যায় পড়িয়া থাকেন, না হাদীসের কোন মুহাদ্দিসের পর্যায় পড়িয়া থাকেন এবং ফিকাহ শাস্ত্রে না তাহার মধ্যে কোন পাণ্ডিত্ব রহিয়াছে। সৌদীর নিমকখোর একজন সাধারণ মৌলবী মাত্র। যেহেতু বাংলাদেশে রাজনৈতিক ফিগারে জামায়াতে ইসলামের পোজিশান খুব ভাল স্থানে রহিয়াছে এবং সাঈদী সাহেব হইলেন জামায়াতে ইসলামের একজন বড়সড় সমর্থক। এই কারনে বক্তৃতার বাজারে তাহার বক্তৃতা খুব ভাল দামে বিক্রয় হইয়া থাকে। ঢেউ খেলানো সূরে কুরয়ান পাকের কিছু আয়াতে কারীমাকে সরকার বিরোধী স্থলে ফিট করতঃ শুনাইয়া থাকেন। আর সেই সঙ্গে সুন্নীয়াতকে খতম করতঃ ওহাবীয়াত প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য নিজে দেশ প্রথানুযায়ী কিয়াম মীলাদ করিয়া থাকেন আবার কিয়াম মীলাদের বিদ্রুপও করিয়া থাকেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আউলিয়ায় কিরামদিগের সম্পর্কে তাহার মনোভাব অত্যন্ত জঘন্য। সরকারে বাগদাদ শাহানশাহে তরীকাত গওসুল আ'যম ও সুলতানুল হিন্দ খাজা আজমিরী রাহে মা হুমাল্লাহদিগের নাম উচ্চারণ করতঃ তাঁহাদের দরবারে যাওয়া ও চাওয়া মাগা সম্পর্কে বিদ্রুপ করতঃ যে সমস্ত কথা বার্তা বলিয়া থাকেন তাহাতে সুন্নী মুসলমানদের অন্তরে বড় ধরনের আঘাত হইয়া থাকে।

হজরত আবু সাঈদ খুদরী রাদী আল্লাহ আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - তিনটি মসজিদ ছাড়া সফর করা চলিবে না - মসজিদে হারাম, মসজিদে আকসা ও আমার মসজিদ। হাদীসটি মিশকাত শরীফ ৬৮ পৃষ্ঠায় মসজিদ অধ্যায় রহিয়াছে।

তাওহীদের আড়ালে নুরওয়াতের উপর আক্রমন করাই হইল ইবলীসের কাজ। বর্তমানে ইবলীসের অনুসরনে শির্ক ও বিদয়াতের আড়ালে আউলিয়া ও আম্বিয়াদিগের অসম্মান করাই হইল বাতিল ফিরকাগুলির কাজ। ইহারা সর্বদা মানুষকে যেন তেন প্রকারে আউলিয়া ও আম্বিয়াদিগের দরবার থেকে সরাইয়া রাখিবার চেষ্টা করিয়া থাকে। প্রকাশ থাকে যে, বর্তমান হাদীস পাকের সঙ্গে কবর যিয়ারতের কোন সম্পর্কই নাই। এইজন্য হাদীসটি 'কবর যিয়ারত' অধ্যায়ে বর্ণিত না হইয়া 'মসজিদ' অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে। এতটুকু বোধ যাহাদের মধ্যে নাই তাহারা বাজারে বিখ্যাত বক্তা হইতে পারিবে কিন্তু শরীয়তের সুবিখ্যাত আলেম হইতে পারিবে না। জনাব সাঈদী সাহেব হইলেন একজন বাজারী বক্তা মাত্র। তবে হাদীসের আসল অর্থ কী? সে সম্পর্কে হাদীস বিশারদগন বলিয়াছেন - বেশি সওয়াবের উদ্দেশ্যে তিনটি মসজিদ ছাড়া পৃথিবীর কোন মসজিদের দিকে সফর করা নিষেধ। কারণ, সমস্ত মসজিদ সওয়াবের দিক দিয়া সমান। কেবল হাদীস পাকে বর্ণিত তিনটি মসজিদে নামাজ

পড়িবার সওয়াব বেশি। সুতরাং এই বেশি সওয়াবের আশায় কেবল এই তিনটি সমজিদ ছাড়া অন্য কোন মসজিদের দিকে সফর করা চলিবে না। হাদীসের এইরূপ ব্যাখ্যা মিশকাতের শারাহ মিরকাতের মধ্যে, বোখারীর শারাহ ফতহুলবারীর মধ্যে ও ফায়যুল বারীর মধ্যে দেওয়া হইয়াছে। সাঈদী সাহেব হইলেন কেবল বাজারী বক্তা। এইজন্য হাদীসের সঠিক ব্যাখ্যা বুঝিবার তাওফীক হয় নাই। ওহাবী বেঈমানদের বুঝ কেমন! দুনিয়ার সমস্ত কাজের জন্য সফর জায়েজ, দেওবন্দ ও সাহারান পুরের মসজিদের জন্য সফর জায়েজ, সাঈদী সাহেবের বক্তৃতা বিক্রয় করিবার জন্য লণ্ডনের সফর জাযেজ; কেবল আউলিয়া ও আম্বিয়ায় কিরামদিগের, বিশেষ করিয়া হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের রওজা পাক যিয়ারত করিবার জন্য সফর করা নাজায়েজ! লা হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ!

যেখানে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম কবর যিয়ারত করিবার সরাসরি নির্দেশ দিয়াছেন সেখানে যিয়ারতের জন্য সফর নিষেধ থাকিতে পারে? হজ্ করিবার জন্য যদি সফর জায়েজ হইয়া থাকে, তাহা হইলে হুজুর পাকের রওজা শরীফ যিয়ারতের জন্য সফর নাজায়েজ হইতে পারে? ওহাবীদের বুঝ বলিহারী! তাবলিগী জামায়াতের মারকায দিল্লী বস্তী নিযামুদ্দীনের মসজিদে ইতেকাফ করিবার জন্য ও সেখানে নামাজ পড়িবার জন্য ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মানুষ তাবলিগী জামায়াতের মাধ্যমে সফর করিতেছে যাহা হাদীসের নির্দেশানুযায়ী অবশ্যই নাজায়েজ হইবার কথা, কিন্তু জামায়াতের কাছে তাহা নাজায়েজ নয়, বরং জায়েজ। আর যে যিয়ারত সম্পর্কে শতাধিক হাদীস রহিয়াছে সেই যিয়ারতের জন্য সফরকে তাবলিগী জামায়াত নাজায়েজ বলিতেছে! লা হাওলা অলা কুওয়া ইল্লা বিল্লাহ!

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আমার প্রিয় সুন্নী ভাইগণ! ওহাবী সম্প্রদায়ের কোন কথায় কর্ণপাত না করিয়া অবশ্য অবশ্যই আউলিয়ায় কিরামদিগের মাযার শরীফ যিযারত করিতে যাইবেন। ইহা অত্যন্ত সওয়াবের কাজ এবং ইহাতে মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতি হইয়া থাকে। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম তাঁহার মাতা হজরত আমিনা রাদী আল্লাহু আনহার কবর শরীফ যিয়ারত করিয়াছেন। এই সময় তিনি নিজে কাঁদিয়াছেন এবং তাঁহার সঙ্গীগনও কাঁদিয়াছেন। হাদীসটি মুসলিম শরীফ প্রথম খণ্ড ৪৩১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রহিয়াছে। প্রকাশ থাকে যে, হজরত আমিনা রাদী আল্লাহু আনহার কবর শরীফ 'আবওয়া'নামক স্থানে অবস্থিত। 'আবওয়া' মক্কা ও মদীনা শরীফের মাঝখানে অবস্থিত। এইবার চিন্তা করিয়া দেখুন! আল্লাহর রসূল তাঁহার স্নেহময়ী মাতার কবর যিয়ারতের জন্য সফর করিয়াছেন কিনা! রদ্দুল মুহাতার প্রথম খণ্ড ৫৫ পৃষ্ঠায় ও আকীদাতুস্ সুন্নাত কিতাবের ৩০৫ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে - ইমাম শাফয়ী বলিয়াছেন, আমি ইমাম আবু হানীফার অসীলা দিয়া বর্কাত হাসেল করিয়া থাকি। আমি তাঁহার কবরের নিকট উপস্থিত হইয়া থাকি। যখন আমার সামনে কোন প্রয়োজন পড়িয়া যায়, তখন আমি দুই রাকায়াত নামাজ পড়িয়া তাঁহারা কবরের নিকটে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করিয়া থাকি, তখন খুব শীঘ্র তাহা পূর্ণ হইয়া থাকে। এই যিয়ারত ও যিয়ারতের জন্য সফর করিবার বহু দৃষ্টান্ত রহিয়াছে, যেগুলি একত্রিত করিলে দফতর হইয়া যাইবে। এতদ্সত্ত্বেও ওহাবী সম্প্রদায় এই বর্কাতময় কাজগুলিকে নাজায়েজ বলিয়া চিৎকার করিতেছে। আমাদের দেশের বহু মাষ্টার, ডাক্তার এই অবৈধ আওয়াজে কান দিয়া গোমরাহ হইতেছে। হজ করিতে গিয়া মদীনা শরীফে যাইবার প্রশ্নে তাহারা বলিয়া থাকে যে, মক্কা শরীফ থেকে হুজুর পাকের রওজা যিয়ারতের উদ্দেশ্যে

যাওয়া যাইবে না। কেহ যাইতে ইচ্ছা করিলে মসজিদে নবূবীর নিয়াত করিয়া যাইতে হইবে। লা হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ!

অবদান নং - ৭

বৃদ্ধাঙ্গুলে চুম্বন করতঃ চোখে বুলানো

সুন্নী মুসলমানদের মধ্যে একটি রেওয়াজ রহিয়াছে যে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পবিত্র নাম শুনিলে দুই বৃদ্ধাঙ্গুলে চুম্বন দিয়া চক্ষুতে বুলাইয়া থাকে। ইহা কেবল একটি প্রাণহীন রেওয়াজ নয়, বরং দলীল ভিত্তিক কাজ, যাহা উলামায় ইসলামের নজরে মুস্তাহাব বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। সুন্নী আলেন উলামা ও তাবেব তুলাবা থেকে আরম্ভ করিয়া পীর দরবেশ, শায়েখ মা শায়েখগন সবাই এই আশিকানা চুম্বনের মধ্যে রহিয়াছেন। ছোট ছোট শিশুরা পর্যন্ত বড়োদের দেখাদেখি এই মুস্তাহাবটি পালন করিয়া থাকে। বর্তমানে ইহা সুন্নী ও ওহাবীদের মধ্যে আলামত হইয়া গিয়াছে। এইরূপ একটি মুস্তাহাব জিনিষকে তাবলিগী জামায়াতের মাধ্যমে সমাজ থেকে উঠাইয়া দেওয়ার চেষ্টা চলিতেছে। বাস্তবে তাহাবা তো ইহা করিয়া থাকে না এবং তাহাদের প্রভাবিত এলাকা থেকে ইহাকে বিদয়াত বলিয়া উঠাইয়া দিয়াছে। যে কাজটি হাদীস থেকে প্রমানিত সেই কাজকে বিদয়াত বলিয়া উঠাইবার চেষ্টা করা নিশ্চয় শরীয়ত বিরোধী শয়তানী কাজ হইবে। এই মসলাটি সম্পর্কে বিস্তারিত জানিতে হইলে ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর 'ফাতাওয়ায় রেজবীয়া শরীফ' ও হাকীমুল উম্মাত মুফতী আহমাদ ইয়ার খানের লেখা 'জায়াল হক' কিতাবখান অবশ্যই পাঠ করিবেন।

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সালাম বলিয়াছেন - যে ব্যক্তি

pdf By Syed Mostafa Sakib

আজানে আমার নাম শ্রবন করিয়া তাহার দুইটি বৃদ্ধাঙ্গুলকে চক্ষুতে রাখিবে, আমি তাহাকে কিয়ামতের দিন খুঁজিয়া বাহির করতঃ জান্নাতে লইয়া যাইবো। (সলাতে মাসউদীর হাওয়লায় 'জায়াল হক' প্রথম খণ্ড ৩৭৬ পৃষ্ঠা) অনুরূপ শামী কিতাবের প্রথম খণ্ড ৩৯৮ পৃষ্ঠায় এই চুম্বনকে মুস্তাহাব বলা হইয়াছে এবং দুইবার চুম্বনের পৃথক পৃথক দুয়া পর্যন্ত লেখা রহিয়াছে। যেখানে মুসলিম সমাজ থেকে দিনের পর দিন ইসলামের আদব কায়দা মুছিয়া যাইতেছে সেখানে হাদীস ভিত্তিক একটি প্রতিষ্ঠিত কাজকে তুলিয়া দেওয়ার মধ্যে নিশ্চয় ক্ষতি ছাড়া লাভ নাই।

অবদান নং - ৮
জানাজার পরে দুয়া

আমাদের দেশের সর্বত্রে একটি রেওয়াজ রহিয়াছে যে, জানাজার নামাজ শেষ হইয়া যাইবার পরে পরেই কিছু সূরাহ, কিরাত পাঠ করতঃ হাত উঠাইয়া মুর্দার জন্য দুয়া করা হইয়া থাকে। অবশ্য এই দুয়ার সময়ে মানুষ একেবারে পূর্বের ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকে না, বরং লাইন ভাঙিয়া যে যাহার মত দাঁড়াইয়া যায়। নিশ্চয় দুয়া একটি ভাল কাজ। ইহাতে মুর্দার লাভ বই ক্ষতি নাই। এইরূপ একটি হাদীস ভিত্তিক প্রতিষ্ঠিত কাজকে সমাজ থেকে উঠাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করা নিশ্চয় শয়তানী কাজ হইবে। বর্তমানে তাবলিগী জামায়াত এই শয়তানী কাজের ধারক বাহক হইয়াছে। তাহাদের মেহনতে সমাজের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এই দুয়া উঠিয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে। বাস্তবে বহুস্থান থেকে এই দুয়াকে তাহারা উঠাইয়া দিতে সফল হইয়াছে। যাহাদের দাবী হইল, যাহা হাদীস কুরয়ানে নাই তাহা বিদয়াত। আর বিদয়াত কাজকে সমাজ থেকে উৎখাত করিয়া দেওয়া জরুরী। এই কারনে, তাহারা জামায়াতের মাধ্যমে জানাজার পরের দুয়াকে

তুলিয়া দিয়া সমাজকে পাক সাফ করিয়া আসিতেছে। লা হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ!

জিন্দা ও মুর্দার জন্য দুয়া করা হইল মুসলমানদের কাজ। এই কাজের পিছনে কুরয়ান ও হাদীসের বহু প্রেরনা রহিয়াছে। বিশেষ করিয়া জানাজার নামাজের পরে পরেই দুয়া করিবার সম্পর্কে মিশকাত শরীফের ১৪৬ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - যখন তোমরা মুর্দার উপর নামাজ পড়া শেষ করিবে তখন তোমরা সঙ্গে সঙ্গে তাহার জন্য খাঁটি অন্তরে দুয়া করো। হাদীস পাকে যেখানে সরাসরি দুয়া করিবার কথা বলা হইয়াছে, সেখানে সেই দুয়াকে উঠাইবার জন্য যাহারা মেহনত করিয়া থাকে তাহারা নিশ্চয় শয়তানের প্ররোচনার মধ্যে রহিয়াছে।

তাবলিগী জামায়াতের কথা হইল 'জানাজা' মানেই দুয়া। সুতরাং জানাজা হইয়া গেল তো দুয়া হইয়া গেল। ইহার পরে আবার দুয়া করিবার প্রয়োজন কি? ইহার উত্তরে জোর দিয়া বলা যাইতে পারে যে, দুয়ার পরে দুয়া করা কুরয়ান ও হাদীসে নিষেধ নাই। যদি নিষেধ থাকে, তাহা হইলে তাহা তাহাদের দেখাইতে হইবে। আর যদি নিষেধ না থাকে, তাহা হইলে নিষেধ করিতে যাওয়া শয়তানী করা হইবে। দ্বিতীয় কথা হইল যে, জানাজার অর্থ দুয়া নয়। আজ পর্যন্ত কেহ বলিয়া থাকে না যে, চলো - জানাজার দুয়া করিয়া আসি। বরং সবাই বলিয়া থাকে - চলো জানাজার নামাজ পড়িয়া আসি। আশরাফ আলী থানুবী সাহেব 'বেহেশতী জেওর' এর মধ্যে 'জানাজার নামাজ' বলিয়াছেন। জানাজার দুয়া বলেন নাই। অবশ্য এই জানাজার মধ্যে জিন্দা ও মুর্দার জন্য কিছু দুয়া পাঠ করা হইয়া থাকে। যদি এক মুহূর্তের জন্য মানিয়া নেওয়া যায় যে, 'জানাজা' এর অর্থ হইল

pdf By Syed Mostafa Sakib

দুয়া, তবুও এই দুয়ার পরে হাত উঠাইয়া দুয়া করা নিষেধ হইতে পারে না। আসল কথা হইল যে, 'জানাজা' না হইল নামাজ, না হইল দুয়া। বরং উহা মুর্দার জন্য একটি বিশেষ ইসলামী আমল। 'জানাজা' এইজন্য নামাজ নয় যে, উহার মধ্যে রুকু নাই, সিজদা নাই, বৈঠক ও আওাহিয়াতু নাই। প্রকাশ থাকে যে, রুকু ও সিজদা বিহীন কোন নামাজ নাই। আবার 'জানাজা' এইজন্য দুয়া নয় যে, দুয়ার জন্য না অজু করা শর্ত, না কিবলামুখি হওয়া শর্ত, না তাকবীরে তাহরীমা বাঁধা শর্ত, না দাঁড়ানো শর্ত, না নামাজের মতো লাইন করিয়া দাঁড়ানো শর্ত, না ইমাম ও মুক্তাদী হওয়া শর্ত, না ডান দিক ও বামদিক সালাম ফিরানো শর্ত। অথচ এই জিনিষগুলি জানাজার মধ্যে অবশ্যই পাওয়া যাইয়া থাকে। বুঝা গেল যে, জানাজা হইল একটি বিশেষ নিয়মের দুয়া। এই জানাজার মধ্যে যে বিশেষ বিশেষ দুয়া পাঠ করা হইয়া থাকে সেই দুয়াগুলি হাত উঠাইয়া পাঠ করা হইয়া থাকে না, বরং মুর্দার জন্য নিজের আবেগানুযায়ী দুয়া করা হইয়া থাকে। সুতরাং আমি আমার মুর্দার জন্য আমার মনের মতো প্রার্থনা দরবারে ইলাহীতে পেশ করিবো। ইহা কেমন করিয়া নাজায়েজ হইতে পারে!

একটি প্রশ্ন

দেওবন্দী আলেম ও তাবলিগী জামায়াতের লোকেরা বলিতেছে যে, জানাজার পরে দুয়া করা নাজায়েজ ইহা হইল কিতাবের কথা। ইহা কতদূর সত্য?

উত্তর ঃ– প্রকাশ থাকে যে, জায়েজ ও নাজায়েজ হইবার পিছনে কোন কারণ থাকা জরুরী। কিছু কিতাবে জানাজার পরে দুয়া করিবার জন্য দাঁড়ানো মাকরূহ বলা হইয়াছে। যেমন ফাতাওয়ায় আলামগিরীর সহিত ফাতাওয়ায় বায্যাযিয়ার মধ্যে মাকরূহ বলা হইয়াছে। ইহা ছাড়াও আরো

কিছু কিতাবেও মাকরূহ হলা হইয়াছে। কেন মাকরূহ বলা হইয়াছে সে সম্পর্কে ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী ফাতাওয়ায় রেজবীয়া শরীফের মধ্যে বিস্তারিত আলোচনা করিয়াছেন। বহু আলোচনার পরে তিনি মাকরূহ হইবার পিছনে দুইটি কারণ দেখাইয়াছেন। এক নম্বর হইল যে, জানাজার নামাজের সালামের পরে ঠিক ঐ অবস্থাতে দুয়া আরম্ভ করিয়া দিলে দূর থেকে মানুষের মধ্যে সন্দেহ হইয়া যাইবে যে, এখনো জানাজা চলিতেছে। এখন যদি লাইন ভাঙিয়া দিয়া বিক্ষিপ্ত ভাবে দাঁড়াইয়া দুয়া করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে মাকরূহ হইবে না। আর বাস্তবে আমরা এই প্রকার দুয়া করিয়া থাকি। সুতরাং জানাজার পরে দুয়া করায় কোন দোষ হইতে পারে না। কারণ, যে কারনে মাকরূহ হইতে ছিলো সেই কারণ আর পাওয়া যাইতেছে না।

জানাজার পরে দুয়া করা মাকরূহ হইবার দ্বিতীয় কারণ হইল যে, এত দীর্ঘক্ষণ দুয়া করা যাহাতে দাফনে বিলম্ব হইয়া যায়। এক আধ ঘন্টা ধরিয়া দুয়া চলিতেছে। এইরূপ দুয়ার ক্ষেত্রে মাকরূহ হইবে। প্রকাশ থাকে যে, জানাজার পরে যে দুয়া করা হইয়া থাকে তাহা খুব স্বল্প সময়ের জন্য। এইরূপ অল্প সময়ের দুয়াতে না দাফনে বিলম্ব হইয়া থাকে, না মানুষের মধ্যে কোন চঞ্চলতা বা বিরোক্তি আসিয়া থাকে। সুতরাং জানাজার পরে এইরূপ দুয়ায় কোন দোষ হইতে পারে না। কারণ, যে কারনে মাকরূহ হইতেছিলো সেই কারণ আর পাওয়া যাইতেছে না। শয়তানের শিষ্যদের জিজ্ঞাসা করিবেন জানাজার পরে দুয়া করা নাজায়েজ হইবার কারণ কি, তাহা বর্ণনা করো। শয়তানের দল জিন্দা ও মুর্দা উভয়ের দুশমন। অতি দুঃখের বিষয় যে, আমাদের দেশে সর্বত্রে এই দুয়ার প্রচলন ছিলো। এখন এলাকায় এলাকায় দুয়াকে সমূলে শেষ করিয়া দিয়াছে আবার কোন কোন এলাকায় দুয়া এখনো পর্যন্ত চলিতেছে। আমাদের গ্রামের কোন জানাজায়

pdf By Syed Mostafa Sakib

ঐ জাতের কোন লোক শরীক হইলে দুয়ার সময়ে তাহাদের চেহারা বিকৃত হইয়া যায়। দুয়া চলাকালিন দুরে সরিয়া দাঁড়াইয়া এমন ভাবে মুখ মুচড়াইতে থাকে, দেখিলে মনে হইয়া থাকে মুখেতে কতো তেঁতুল খাটা ভরিয়া রাখিয়াছে। লা হাওলা অলা কুওয়াতা ইলা বিল্লাহ! যাহারা পেশাবের দুয়া, পায়খানার দুয়া শিখিবার ও শিখাইবার জন্য দৌড়াদৌড়ি ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে, তাহারা আবার একটি প্রয়োজনীয় দুয়াকে উঠাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে। শয়তানের শিষ্যদের জিজ্ঞাসা করিবেন জানাজার পরে দুয়া করিলে দুয়া কারীরা জাহান্নামে যাইবে, না যাহার জন্য দুয়া করা হইতেছে তিনি জাহান্নামে যাইবেন? যাহা বলিবে তাহার পিছনে কুরয়ান ও হাদীস থেকে দলীল চাহিবেন। ইহাদের শয়তানী কথা শুনিলে নিজেদের লজ্জাবোধ হইয়া থাকে! আমাদের এলাকায় যুগ যুগ থেকে জানাজার পরে দুয়া চলিয়া আসিতে ছিলো। বর্তমানে এলাকা থেকে এই দুয়া মুছিয়া যাইবার মতো হইয়া গিয়াছে। কিন্তু আমাদের গ্রামে এখনো পর্যন্ত এই দুয়া বহাল রহিয়াছে। অবশ্য ইদানিং শয়তানের একটি গোষ্ঠী তৈরি হইয়া গিয়াছে। ইহাদের একাংশের কাছে এখনো পর্যন্ত এই দুয়ার গুরুত্ব রহিয়াছে। ইহারা শয়তানের শিষ্যত্ব গ্রহন করিলেও জানাজার পরে দুয়ার বিরোধীতা করিয়া থাকেনা, বরং কোন শয়তানের দ্বারায় জানাজার নামাজ পড়াইয়া নিলেও তাহাকে চাপ দিয়া দুয়া করাইয়া নিয়া থাকে। শয়তান এমতাবস্তায় নিরুপায় হইয়া দলকে বহাল রাখিবার জন্য দুয়া করিবার পূর্বে বলিয়া থাকে - "আমরা এখন দুয়া করছি না, ইসালে সওয়াব করছি।" এই বলিয়া হাত উঠাইয়া দুয়া করিয়া থাকে - লা হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ! অবশ্য ইহাদের মধ্যে যাহারা খুব দৃঢ় হইয়া গিয়াছে তাহারা নিজেদের আত্মীয় স্বজনের জানাজার পূর্বে প্রকাশ্যে বলিয়া দিতে আরম্ভ করিয়াছে - "জানাজার পরে দুয়া হইবে না।" আহ্! এইতো বাপের বেটারে। লা

হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ!

আমার সুন্নী ভাইগন! যখন সুন্নীয়াতের ইমাম আলা হজরত আহমাদ রেজা খান বেরেলবী আলাইহির রহমাতু অর রিদওয়ান কুরয়ান ও হাদীসের আলোকে আমাদের কাছে অকাট্টভাবে ফায়সালা করিয়া দিয়াছেন এবং বর্তনানে পাক ভারত উপমহাদেশের সুন্নী উলামায় কিরামগন এই মসলাতে কোন প্রকার মতভেদ না করিয়া জানাজার পরে দুয়া করিতে প্রেরনা প্রদান করিতেছেন, তখন তাবলিগী জামায়াতের জাহেলদের কথায় কর্ণপাত করিবেন কেন!

অবদান নং - ৯
নামাজে মৌখিক নিয়াত

প্রত্যেক কাজের পূর্বে নিয়াতের প্রয়োজন। নিয়াত বিহীন কাজ হইল অকারণ। নিয়াত এর অর্থ হইল 'উদ্দেশ্য'। মোট কথা উদ্দেশ্য বিহীন কাজ অনর্থক হইয়া থাকে। এইজন্য হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন, "ইন্নামাল আ'মালু বিন্নিয়াত"। নিয়াত বা উদ্দেশ্যের ভিত্তিতে সমস্ত কাজ। মোট কথা নিয়াত না থাকিলে আমল গ্রহন যোগ্য নয়। এইজন্য সমস্ত আমলের জন্য প্রথমে নিয়াত করা জরুরী। এই নিয়াত দুই প্রকার আন্তরিক ও মৌখিক। নামাজে আন্তরিক নিয়াত জরুরী, অন্যথায় নামাজ হইবে না। মৌখিক নিয়াত মুস্তাহাব। হানাফী মাযহাবের সমস্ত ফিকহের কিতাবগুলিতে মৌখিক নিয়াতকে মুস্তাহাব বলা হইয়াছে। আন্তরিক নিয়াত - যেমন 'আমি এখন ফজরের নামাজ পড়িতেছি, বলিয়া মনে মনে দৃঢ় সংকল্প করিয়া নেওয়া এবং মৌখিক নিয়াত - যেমন, মুখে আরবী ভাষায় এইরূপ বলা - 'নাওয়াই তুয়ান উসাল্লিয়া লিল্লাহি তায়ালা রাকয়া তাই সলাতিল ফাজরি ফার দিল্লাহী তায়ালা মুতা ওজ্জেহান ইলা

pdf By Syed Mostafa Sakib

জিহাতিল কা' বাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার। অথবা বাংলা ভাষায় এই প্রকার বলা - আমি কিবলামুখি হইয়া আল্লাহ্ তায়ালার জন্য ফজরের দুই রাকায়াত ফরজ নামাজ পড়িতেছি - আল্লাহু আকবার।

যদিও মৌখিক নিয়াত জরুরী নয় কিন্তু দ্বীনের ফকীহগন এই নিয়াতকে এইজন্য মুস্তাহাব বলিয়াছেন যে, এই নিয়াতের মধ্যে মনের সঙ্গে মুখের ও মুখের সঙ্গে মনের মিল হইয়া থাকে। যেহেতু নামাজ হইল একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। এই কারনে মন ও মুখকে এবং জবান ও অন্তরকে এক রাখাই উচিত্। হাদীস পাকে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - নিশ্চয় মানুষ মুমিন হইবে না যতক্ষণ পর্যন্ত তাহার অন্তর ও জবান এক না হইয়া থাকে এবং তাহার জবান ও অন্তর এক না হইয়া থাকে। অনুরূপ তিনি আরো বলিয়াছেন - কোন বান্দার ঈমান সোজা হইবে না যতক্ষণ না তাহার অন্তর সোজা হইয়া থাকে এবং তাহার অন্তর সোজা হইবে না যতক্ষণ না তাহার জবান সোজা হইয়া থাকে। এই হাদীসগুলি তারগীর ও রুহুল বা ইয়ান এর মধ্যে বর্ণিত হইয়াছে। হাদীস গুলি মুল ভাষায় আমার 'নফল ও নিয়াত' এর মধ্যে উদ্ধৃত করিয়াছি।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) 'মৌখিক নিয়াত' একেবারে অকারণ নয়, বরং এই নিয়াতের পিছনে হাদীস ভিত্তিক দলীল রহিয়াছে।

(খ) মৌখিক নিয়াতে মানুষের জাহির ও বাতিন এক হইয়া যায়। জাহির ও বাতিন কে এক রাখা ঈমানদারের চরিত্র।

(গ) মৌখিক নিয়াতের মধ্যে দ্বীনের ফকীহগনের অনুসরণ করা হইয়া থাকে। কারণ, তাঁহারা এই নিয়াতকে মুস্তাহাব বলিয়াছেন।

(ঘ) সর্বদিক দিয়া আরবী ভাষাকে হিফাজত করা হইল মুসলমানদের একটি ঈমানী দায়িত্ব। আজ আরবী ভাষার উপরে মুসলমানদের একটি বড় অংশের অনীহা চলিয়া আসিয়াছে। আল হামদু লিল্লাহ, মুসলমানদের ছোট ছোট বাচ্চা থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত কমপক্ষে চব্বিশ ঘন্টায় পাঁচবার নামাজ আরম্ভ করিবার পূর্বে আরবী ভাষায় নিয়াতের শব্দগুলি মুখে উচ্চারণ করতঃ আরবী ভাষাকে হিফাজত করিয়া চলিয়াছে।

(ঙ) কেবল আন্তরিক নিয়াত নিয়া সরাসরি নামাজের মধ্যে দাঁড়ানোতে যেন এক প্রকারের বেপরওয়ায়ী থাকিয়া যায়। অন্তরের সঙ্গে সঙ্গে মুখে উচ্চারণ করিবার মধ্যে বিনয় প্রকাশ হইয়া থাকে। এই নিয়াতকে উঠাইয়া দেওয়ার জন্য তাবলিগী জামায়াতের চাপা সুড়সুড়ি দেওয়া আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। লা হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ!

অবদান নং - ১০

শবে বরাতের ইবাদত

মুসলিম জাহানে যুগ যুগ থেকে শবে বরাতের গুরুত্ব দেওয়া হইয়া থাকে। এই রাতের ইবাদতের জন্য মানুষ শাবান মাসের প্রথম থেকে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এমনকি এই রাত ধরিবার জন্য ছোট, বড়, বুড়ো, স্ত্রী - পুরুষ নির্বিশেষে সবাই আগ্রহী হইয়া থাকে। শবে বরাতকে উপলক্ষ করিয়া অনেকেই দেশ বিদেশ থেকে বাড়ীতে ফিরিয়া আসিয়া থাকে। সারা রাত্রী মানুষ কেহ নামাজে, কেহ কুরয়ান শরীফ তিলাওয়াতে, কেহ কবর যিয়ারতে ও কেহ জিকির আজকারের মধ্যে থাকিয়া সকাল করিয়া থাকে। এমন বহু মানুষ ও তরুন, যুবক; যাহারা নামাজ পড়িয়া থাকে না কিন্তু ঐ রাতে পাক সাফ হইয়া মসজিদে আসিয়া সবার সহিত ইবাদত উপাসনা করিয়া থাকে। আবার অনেকেই দিনের বেলায় রোজা

pdf By Syed Mostafa Sakib

রাখিয়া থাকে। বিশেষ করিয়া মা বোনেরা এই রাতকে কেন্দ্র করিয়া দিনের বেলায় রোজা ও রাতে বিভিন্ন প্রকার ইবাদতের মধ্যে থাকিয়া সকাল করিয়া থাকে। আল্ হামদু লিল্লাহ! অতি দুঃখের বিষয় যে, এইরূপ একটি রাত ও রাতের গুরুত্বারোপ করাকে বেঈমানের দল বিদয়াত বলিয়া থাকে। আর বলিয়া থাকে এই রাতের ইবাদত সম্পর্কে হাদীস পাকে কিছু বর্ণিত নাই। লা হাওলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ! তাবলিগী জামায়াতের শয়তানী প্ররচনায় শত শত গ্রাম থেকে এই রাতের গুরুত্ব শেষ হইয়া গিয়াছে। এই রাতের জাঁক জমক ও বৈশিষ্ট খতম হইয়া গিয়াছে। যাহারা একটি সওয়াবের আশা দিয়া মানুষকে শত শত টাকা পয়সা খরচা করাইয়া দুর দেশে লইয়া যাইতেছে। আবার তাহারা যখন মানুষ স্বেচ্ছায় সহজে শরীয়তের দিকে ধাবিত হইতে চাহিতেছে তখন তাহাদিগকে কুমন্ত্রণা প্রদানে সরাইবার চেষ্টা করিতেছে।

এই শাবান মাসের ও বিশেষ করিয়া শবে বরাতের রাতের ফজীলাত সম্পর্কে শাহান শাহে বাগদাদ শায়েখ আব্দুল কাদের জিলানী রহমা তুল্লাহি আলাইহি তাঁহার 'গুনিয়া তুওালিবীন' কিতাবের মধ্যে সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছেন। যাহা এখানে সবিস্তারে আলোচনা করা সম্ভব নয়। তিনি অনেক হাদীস উদ্ধৃত করিয়াছেন। এখানে কেবল দুই একটি হাদীসের বিশেষ বিশেষ অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

হজরত আয়শা সিদ্দিকা রাদী আল্লাহ আনহা বলিয়াছেন - হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম রমযান মাস ব্যতীত শাবান মাসে সব চাইতে বেশি রোজা রাখিতেন।

হজরত আয়শা সিদ্দিকা রাদী আল্লাহ আনহা বর্ণনা করিয়াছেন - হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম শাবান মাসে রোজা রাখিতে বেশি পছন্দ করিতেন। একদা আমি ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছেন

- যে সমস্ত মানুষ এই বৎসর ইন্তেকাল করিবে তাহাদের নাম এই মাসে লিখিয়া নেওয়া হইয়া থাকে। এইজন্য আমি চাই যে, আমার নামও এই তালিকাভুক্ত হইয়া যাক। (গুনিয়াতুওালিবীন পৃষ্ঠা ৩৬৩)

হজরত আয়শা সিদ্দিকা রাদী আল্লাহ আনহা হইতে বর্ণিত হইয়াছে, এক রজনীতে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম আমার নিকট থেকে গায়েব হইয়া গিয়াছেন। আমি তাঁহাকে খুঁজিতে খুঁজিতে জান্নাতুল বাকীতে পাইয়াছি। তিনি আমাকে দেখিতে পাইয়া বলিয়াছেন - আয়শা! তুমি কি ধারনা করিয়াছো যে, আল্লাহর রসুল তোমার প্রতি অত্যাচার করিবে? অতঃপর আমি আবেদন করিয়াছি যে, আমার ধারনা হইয়াছে - আপনি আপনার অন্য কোন বিবির কাছে শুভাগমন করিয়াছেন। তখন হুজুর পাক বলিয়াছেন - আল্লাহ তায়ালা শাবান মাসের মধ্যবর্তী রাতে দুনিয়াবী আসমানের দিকে দয়ার দৃষ্টি করিয়া থাকেন এবং এই রাতে কাবীলায় কালবের বকরী সমূহের লোম অপেক্ষা বেশি সংখ্যায় মানুষের গোনাহকে মাফ করিয়া থাকেন। (৩৭০ পৃষ্ঠা)

হজরত আবু হুরায়রা রাদী আল্লাহ আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - শাবান মাসের মধ্যবর্তী রাতে জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আমার নিকটে শুভাগমন করতঃ বলিয়াছেন - মোহাম্মাদ! আপনার মস্তক আসমানের দিকে উঠান। কারণ, ইহা হইল বর্কাতময় রজনী। আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছি, এইরাত কেমন বর্কাতময়? তিনি বলিয়াছেন - এই রাতে আল্লাহ তায়ালা রহমতের তিনশত দরওয়াজা খুলিয়া দিয়া থাকেন, আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সহিত শরীক করিয়া থাকে না তাহাদের সবাইকে ক্ষমা করিয়া দিয়া থাকেন, কেবল কয়েক শ্রেণীর মানুষ ব্যতীত যাদুকর, গনককার, সর্বদা মদ্যপায়ী সুদখোর ও জেনাকার। (৩৭১ পৃষ্ঠা)

pdf By Syed Mostafa Sakib

উক্ত কিতাবে ৩৭৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে, শাবান মাসের মধ্যবর্তী রজনীতে একশত রাকয়াত নামাজ পড়িবার হুকুম রহিয়াছে। প্রত্যেক রাকয়াতে দশ বার করিয়া সূরাহ ইখলাস পাঠ করিবে। এই নামাজকে 'সলাতুল খায়ের' - নামাজে খায়ের বলা হইয়া থাকে। পূর্ববর্তী যুগের নেক মানুষেরা এই নামাজ জামায়াত সহকারে আদায় করিতেন।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) শাবান মাস হইল এক বর্কাতময় মাস, বিশেষ করিয়া শবে বরাত বা ১৫ই শাবান হইল অতি বর্কাতময়। এই রাতে মানুষের ইবাদত অত্যন্ত কবুল হইয়া থাকে।

(খ) পনেরই শাবান বা শবে বরাতের রাতে হুজুর পাক জান্নাতুল বাকী শরীফে উপস্থিত হইয়া কবর যিয়াত করিয়াছেন।

(গ) শাবান মাসে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম সবচাইতে বেশি রোজা রাখিতেন।

(ঘ) পূর্ব যুগের আউলিয়ায় কিরাম এই রাতের ইবাদতকে এতই গুরুত্ব দিতেন যে, তাহারা নফল নামাজ জামায়াত সহকারে আদায় করিতেন।

(ঙ) নিশ্চয় পীরানে পীর দস্তগীর হজরত শায়েখ আব্দুল কাদের জিলানী বাগদাদী রহমা তুল্লাহি আলাইহির নিকটে এই রাতের অত্যন্ত গুরুত্ব ছিলো। এই কারনে তিনি এই রাত সম্পর্কে বহু ফজীলাতের বিবরণ দিয়াছেন।

(চ) আল হামদু লিল্লাহ, অদ্যবধি সুন্নী মুসলমানগণ গুরুত্ব দিয়া রোজা নামাজ ইত্যাদি ইবাদত আদায় করিয়া থাকেন।

(ছ) যাহারা এই রাতের ইবাদতকে বিদয়াত বলিয়া উপেক্ষা করিয়া থাকে তাহারা নিশ্চয় বহু বর্কাত ও রহমাত থেকে বঞ্চিত হইয়া থাকে।

(জ) সুন্নী মুসলমানদের উচিত, কোন ওহাবীর কথায় কর্ণপাত না করিয়া হাদীস পাকের প্রতি আমল করা ও আউলিয়ায় কিরামদিগের পদাংক অনুসরন করিয়া চলা।

(ঝ) আল হামদু লিল্লাহ, সুন্নী মুসলমানদের মধ্যে শবে বরাত মানাইবার যে প্রচলন রহিয়াছে তাহা একেবারে বেদলীল বা ভিত্তিহীন নয়।

(ঞ) একটি দলীল ভিত্তিক কাজকে যাহারা বিদয়াত বলিয়া উঠাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করিয়া থাকে তাহারা নিশ্চয় গোমরাহ।

অবদান নং - ১১
শবে বরাতের হালুয়া

শবে বরাতের দিন সুন্নী মুসলমানদের ঘরে ঘরে হালুয়া রুটি হইয়া থাকে। ইহাও যুগ যুগ থেকে চলিয়া আসিতেছে। তাবলিগী জামায়াতের প্ররোচনায় ইহাকে বিদয়াত বলিয়া উঠাইয়া দেওয়ার চেষ্টা চলিতেছে। বাস্তবে বহু গ্রাম থেকে হালুয়া রুটি তৈরী করা বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

হালুয়া রুটির প্রচলন করা সাধারন মানুষের কাজ নয়, বরং উলামায় ইসলামের দ্বারায় ইহার প্রচলন হইয়াছে। উলামায় কিরামদিগের দ্বারায় যাহা প্রচলন হইয়া থাকে, তাহা অবশ্যই শরীয়ত ভিত্তিক বলিয়া জানিতে হইবে। উলামায় কিরাম লক্ষ করিয়াছেন যে, শবে বরাত হইল একটি পুন্যময় রাত। এই রাতের সমস্ত নেক কাজ ও দান খয়রাত সবই হইল অধিক সওয়াব পূর্ণ কাজ। এই রাতে ভাল খাদ্যাদি খাওয়া, আত্মীয় স্বজনকে দেওয়া ও ফকীর মিসকীনকে দান করা সবই হইল সওয়াবের কাজ। তবে সারা বৎসর নিজেদের চাহিদা মত পানাহার করা হইয়া থাকে। কিন্তু আজকের আমরা নিজেদের চাহিদা মতো পানাহারের ব্যবস্থা না করিয়া হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ অসাল্লামের পছন্দ মতো

pdf By Syed Mostafa Sakib

পানাহারের ব্যবস্থা করিবো। সুতরাং তাঁহাদের নজর পড়িয়া গিয়াছে বোখারী শরীফের সেই হাদীসের উপরে, যাহাতে বলা হইয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম হালুয়া ও মধু পছন্দ করিতেন। তাই তাঁহারা হালুয়া করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। সাধারণ মানুষও তাঁহাদের দেখা দেখি কিংবা তাহাদের নিকট থেকে শুনিয়া নিজেরা করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। ধীরে ধীরে সমাজের সর্বত্রে হালুয়া প্রচলন ব্যাপক হইয়া গিয়াছে। সবার বাড়ীতে হালুয়া, সবাই খাইয়া থাকে হালুয়া, আত্মীয় স্বজনকে দিয়া থাকে হালুয়া, ফকীরমিসকীনকে দান করিয়া থাকে হালুয়া; এমনকি সুন্নীদের নিকট থেকে পাইয়া ওহাবীরা খাইয়া থাকে হালুয়া। আচ্ছা! এই হালুয়াতে দোষ কোথায়? হালুয়া তো হইল কয়েকটি হালাল জিনিষের সমষ্টি। হালুয়া তো কোন অবৈধ জিনিষের মিশ্রণ নয়। ইহাতে ওহাবীদের মাথা ব্যাথা হইবার কারণ কী আমি খুঁজিয়া পাইতেছি না!

একটি প্রশ্ন

ওহাবীরা বলিয়া থাকে যে, হালুয়া হালাল। তবে যেহেতু দিন বাঁধিয়া করা হইয়া থাকে, এইজন্য উহা বিদয়াত। হালুয়া করা তো জরুরী নয়। সুতরাং উহা না করিলে দোষ কোথায়?

উত্তর ঃ–হালুয়া হইল হালাল। হালালকে হালাল বলিতেই বাধ্য। কোন হালাল জিনিষ নির্ধারিত দিনে করিলেই যে তাহা হারাম হইয়া যাইবে কিংবা ফরজ হইয়া যাইবে এমন কথা শরীয়তে নাই। থাকিলে তাহা দেখাইবার দায়িত্ব ওহাবীদের। দুনিয়ার বহু কাজ নির্ধারিত দিনে ও নির্ধারিত সময়ে হইয়া থাকে, কিন্তু এইরূপ নির্ধারিত হইবার কারনে সেই কাজগুলি না হারাম হইয়া থাকে, না তাহা ফরজ হইয়া যায়। যুগ যুগ থেকে দারসে নিজামী মাদ্রাসাগুলি প্রতি বৎসর রমযান মাসে ছুটি দেওয়া হইয়া থাকে,

প্রতি বৎসর বোখারী শরীফ খতমের দিন বিশেষ ভাবে একটি অনুষ্ঠান হইয়া থাকে। ওহাবীদের ফরমূলা অনুযায়ী এইগুলি নাজায়েজ হইয়া যাইবার কথা। প্রতি বৎসর ঈদ উপলক্ষে মানুষ নিজেদের শক্তি সামর্থানুযায়ী উৎসব করিয়া থাকে। প্রত্যেক বাড়িতে সায়ুই রান্না করিবার ব্যবস্থা করা হইয়া থাকে। প্রত্যেক বাড়িতে মিষ্টির আয়োজন করা হইয়া থাকে। এইগুলি তো নাজায়েজ হইয়া যাইবার কথা। বিবাহ শাদী থেকে আরম্ভ করিয়া পৃথিবীর কোন্ কাজটি দিনক্ষণ স্থির না করিয়া হইয়া থাকে! সবই জায়েজ কেবল হালুয়া হইল নাজায়েজ? ওহাবীদের বিবেক বলিহারী!

আসল কথা হইল যে, শবে বরাতের হালুয়া না ফরজ ও অয়াজিব, না নাজায়েজ ও হারাম। মানুষ ইহা কখনোই ফরজ অয়াজিব ধারনা করতঃ করিয়া থাকে না। বরং ঈদের শামুই ও মিষ্টান্ন ইত্যাদির ন্যায় দেশ প্রথা হিসাবে করিয়া থাকে মাত্র। ইহা তুলিয়া দেওয়ার জন্য ব্যস্ত হইবার কারণ কি? তাবলিগী জামায়াতের মাধ্যমে যে সমস্ত গ্রাম থেকে বা মহল্লা থেকে শবে বরাত ও শবে বরাতের হালুয়া উঠিয়া গিয়াছে সেই গ্রাম ও মহল্লাগুলি এবং অমুসলিম গ্রাম ও মহল্লাগুলির অবস্থা একই প্রকার। প্রত্যেক জাতির মধ্যে ধর্ম সংক্রান্ত বিষয়ে কিছু কিছু রাত দিন এমন রহিয়াছে যে রাতদিনগুলি বিশেষ ভাবে আনন্দ উৎসবের সহিত পালিত হইয়া থাকে। অনুরূপ ইসলামের মধ্যে কিছু রাত দিন রহিয়াছে যেগুলি মুসলমানেরা আনন্দ ও উৎসব হিসাবে পালন করিয়া থাকে। ওহাবী তাবলিগীরা কোন জাতের অন্তর্ভূক্ত যে, তাহাদের মধ্যে এই প্রকার কোন রাত দিন নাই!

হারাম কাজ সব সময়ে হারাম। ঈদ চাঁদকে উপলক্ষ করিয়া সুন্নী, ওহাবী নির্বিশেষে সবার ঘরের কিছু কিছু তরুণ যুবকেরা কিছু কিছু কাজ খেলাফে শারা করিয়া থাকে, তাই বলিয়া কি ঈদ চাঁদ বন্ধ করিয়া দিতে

pdf By Syed Mostafa Sakib

হইবে? শবে বরাতকে উপলক্ষ করিয়া যদি কোন জায়গায়, যদি কোন তরুণ যুবক কিছু কোন খেলাফে শারা কাজ করিয়া থাকে, তাহা হইলে কি সুন্নী মুসলমানেরা শবে বরাতকে তুলিয়া দিতে বাধ্য হইবে! ওহাবীদের বাড়ির ছেলেমেয়েরা কি সবাই ফিরিশতা হইয়া গিয়াছে, না তাহাদের বাড়ির বিবাহ শাদীতে কোন প্রকার অবৈধ কাজ হইয়া থাকে না?

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) শবে বরাত ও শবে বরাতের হালুয়া রুটির পিছনে ইসলাম ভিত্তিক দলীল রহিয়াছে। এই কাজের সঙ্গে হাজার হাজার উলামায় কিরাম শামীল রহিয়াছেন। কাজটি কোন নতুন নয়, বরং বহু যুগের পুরাতন। কোন পুরাতন কাজকে বিদয়াত বলা গোমরাহী।

(খ) ওহাবী সম্প্রদায় - তাবলিগী জামায়াত হইল একটি নতুন দল। ইসলামের মধ্যে নতুন দলকে বিদয়াত বলা হইয়া থাকে। সুতরাং বিদয়াত দলের বিদয়াতী মানুষদের কোন কথা শরীয়তে গ্রহন যোগ্য নয়। সুতরাং শবে বরাত ও শবে বরাতের হালুয়া রুটি সম্পর্কে সুন্নীগণ যেন তাহাদের কথায় কর্ণপাত করিয়া না থাকে।

(গ) যে কাজের মধ্যে ইসলামী আড়ম্বর থাকে সে কাজকে বহাল রাখিবার চেষ্টা করাই হইল ইসলামী দায়িত্ব। শবে বরাত পালনের মধ্যে ইসলামী আড়ম্বর রহিয়াছে। সুতরাং ইহা ত্যাগ করা ভুল হইবে।

(ঘ) বর্তমানে শবে বরাত মানানো ও না মানানোর মধ্যে সুন্নী ও ওহাবীদের মধ্যে পার্থক্য হইয়া গিয়াছে। যাহারা করিয়া থাকে তাহারা হইল সুন্নী এবং যাহারা বিরোধীতা করিয়া থাকে তাহারা হইল ওহাবী। সুতরাং শবে বরাতকে ধুম ধামের সহিত ব্যাপক করা জরুরী।

(ঙ) আমার সুন্নী ভাইগন! আবার বলিতেছি, নিশ্চয় শবে বরাতের উপকারিতা আপনাদের অজানা নয়। যে রাতে আপনাদের মহল্লাতে মানুষ সারা রাত বিভিন্ন ইবাদাতের মধ্যে দিয়া কাটাইয়া থাকে, সেই রাতে ওহাবীদের মহল্লাতে মানুষ শুনশান অবস্থায় নিঝুম নিদ্রায় কাটাইয়া থাকে। তাই অবশ্যই আপনারা এই রাতকে গুরুত্ব আরোপ করতঃ পালন করিবার চেষ্টা করিবেন।

(চ) ওহাবী দেওবন্দীদের কিতাব 'বেহেশতী জেওর' এবং সুন্নীদের কিতাব 'জান্নাতী জেওর'। সুন্নীদের এই কিতাবে ১০৯ পৃষ্ঠায় শবে বরাতের হালুয়া রুটি করিবার প্রেরনা দেওয়া হইয়াছে। কেবল তাই নয়, শায়েখ আব্দুল আজীজ মুহাদ্দিস দেহলবীর মালফুজাত থেকে নকল করা হইয়াছে যে, ভারত ও পাকিস্তানে হালুয়া রুটির উপরে ফাতিহা করা হইয়া থাকে এবং সামারকান্দ ও বোখারাতে 'কাতলামা' নামক এক প্রকার মিষ্টির উপরে ফাতিহা দেওয়া হইয়া থাকে।

অবদান নং - ১২
মুহার্রমের খিচুড়ি

কিছু হালাল জিনিষের সমষ্টিকে খিচুড়ি বলা হইয়া থাকে। মানুষ শওক করিয়া বৎসরের মধ্যে যখন তখন দুই একবার খিচুড়ি রান্না করিয়া খাইয়া থাকে। বিশেষ করিয়া আশুরা বা দশই মুহার্রমের দিন দেশ জুড়ে মানুষ খিচুড়ি রান্না করিয়া থাকে। এই খিচুড়ি না ফরজ ও অয়াজিব, না নাজায়েজ ও হারাম। ফরজ বা অয়াজিব এইজন্য নয় যে, কুরয়ান ও হাদীসে ইহা করিবার কোন নির্দেশ নাই। নাজায়েজ ও হারাম এইজন্য নয় যে, কুরয়ান ও হাদীসে ইহা নিষেধ নাই। অবশ্য মানুষ দেশজুড়ে একই দিনে করিলেও কেহ ইহাকে ফরজ, অয়াজিব ধারনা করতঃ করিয়া থাকে

pdf By Syed Mostafa Sakib

না। কিন্তু যাহারা ইহাকে বিদয়াত নাজায়েজ হারাম ইত্যাদি বলিয়া থাকে, তাহারা নিশ্চয় গোমরাহ ও গোনাহগার। কারণ, আল্লাহ পাক ও তাহার প্রিয় পয়গম্বর যাহা নাজায়েজ বা হারাম বলেন নাই তাহা নাজায়েজ বা হারাম বলা নিশ্চয় আল্লাহ ও তাহার রসূলের প্রতি দোষারোপ করা হইবে। যাহারা আল্লাহ ও তাহার রসুলের প্রতি মিথ্যা কথা বলিয়া থাকে তাহারা নিশ্চয় যালেম, গোমরাহ ও গোনাগার। এই যালেম, গোমরাহ ও গোনাহগার হইল ওহাবী তাবলিগী জামায়াত। এই গোমরাহ জামায়াতের প্ররোচনায় ও প্রচেষ্টায় শত শত গ্রাম থেকে মুহার্রমের এক ঐতিহ্যপূর্ণ খিচুড়ি উঠিয়া গিয়াছে।

এখন আমি মুহার্রমের ইবাদত ও ফাজীলাত সম্পর্কে কিছু আলোচনা করিবার প্রয়োজন বোধ করিতেছি না। কারণ, এই বিষয়ে সাধারণ থেকে সাধারণ মানুষ আলেম উলামার জবানে ও বিভিন্ন বই পুস্তক থেকে অবগত রহিয়াছে, যেগুলি ওহাবীদের পর্যন্ত অস্বীকার করিবার কিছুই নাই। কিন্তু খিচুড়ি সম্পর্কে কিছু ভুল ধারনা মানুষের মধ্যে জন্মাইয়া দেওয়া হইতেছে যে, এযিদের দল হজরত ইমাম হুসাইন রাদী আল্লাহ আনহুকে শহীদ করিবার পর আনন্দ করতঃ খিচুড়ি খাইয়া ছিলো। আসলে কিন্তু ইহা হইল একটি মিথ্যা প্রচার মাত্র। ওহাবীদের এই কথায় সুন্নী মুসলমানেরা যেন কখনো কান না দিয়া থাকে। এই খিচুড়ির সঙ্গে ইমাম হুসাইনের শাহাদাতের কোন সম্পর্ক নাই। অনুরূপ এযিদের সৈন্যরা শহীদ করিবার পর আনন্দে খিচুড়ি খাইয়া ছিলো বলিয়া কেহ প্রমান করিতে পারিবে না। বরং এই খিচুড়ির ইতিহাস হইল বহু প্রাচীন। কয়েক হাজার বৎসর পূর্বের কথা। হজরত নূহ আলাইহিস সালামকে দ্বিতীয় আদম বলা হইয়া থাকে। সারা দুনিয়া জ্ঞাত রহিয়াছে যে, হজরত নূহ আলাইহিস সালামের যুগে বিশ্ব প্লাবন হইয়া ছিলো। হজরত নূহের নৌকা ছাড়া এই

প্লাবনের হাত থেকে কিছুই বাঁচিয়া ছিলো না। বহু দিন পর যখন হজরত নূহের নৌকা জুদী পাহাড়ে অবস্থান করিয়া ছিলো, তখন হজরত নূহ আলাইহিস সালাম তাঁহার নৌকা থেকে সাত প্রকারের শস্য বাহির করিয়া ছিলেন - মটর, গম, যব, পিঁয়াজ, ডাল, ছোলা, চাউল; সবগুলি এক সঙ্গে করতঃ খিচুড়ি পাকানো হইয়াছিলো এবং দিনটি ছিলো দশই মুহার্রম বা আশুরার দিন। মিশরবাসীরা সেই থেকে এই খিচুড়ি রান্না করিয়া আসিতেছে। অবশ্য তাহাদের ভাষায় এই খিচুড়ির নাম হইল 'ত্বাবীখুলহুবুব'। (কালউবী, ১৬০/১৬১ পৃষ্ঠা)

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) 'কালউবী' একটি নির্ভরযোগ্য আরবী কিতাব। এই কিতাবখানা সুন্নী ও ওহাবীদের মাদ্রাসায় পর্যন্ত পড়ানো হইয়া থাকে।

(খ) এখন স্পষ্ট প্রমান হইতেছে যে, মুহার্রমের খিচুড়ির সহিত ইমাম হুসাইনের শাহাদাতের কোন সম্পর্ক নাই, বরং খিচুড়ি রান্না করাই হইল হজরত নূহ আলাইহিস সালামারে সুন্নাত। একজন পয়গম্বরের সুন্নাত বা স্মৃতিকে জিন্দা রাখা বিদয়াত নয়, বরং ইবাদত। ইসলাম আজ পর্যন্ত হজরত হাজেরার স্মৃতিকে হাজীদের মাধ্যমে জিন্দা রাখিয়া দিয়াছেন।

(গ) মুহার্রমের খিচুড়ি হউক অথবা শবে বরাতের হালুয়া রুটি; এইগুলি কেবল আমাদের দেশে হইয়া থাকে না, বরং প্রায় সমস্ত মুসলিম দেশে হইয়া থাকে।

(ঘ) সুন্নীদের ঘরে ঘরে কেবল হালুয়া রুটি ও খিচুড়ি রান্না হইয়া থাকে, এমন কথা নয়, বরং ঘরে ঘরে মীলাদ, মহল্লায় মহল্লায় মাহফিল হইয়া থাকে। আলেম উলামাদের মাধ্যমে ওয়াজ নসীহত এবং হাফিজ কারীদের দ্বারায় কুরয়ান তিলাওয়াত হইয়া থাকে। তাবলিগী জামায়াতের মাধ্যমে

pdf By Syed Mostafa Sakib

এই সমস্ত দ্বীনী কাজ গুলিকে উঠাইয়া দিয়া শত শত মহল্লাকে মুর্দা বানাইয়া দিয়াছে।

(ঙ) মুহার্রমের খিচুড়ি, শবে বরাতের হালুয়া রুটি সবই হইল বিদয়াত! কিন্তু খৃষ্টানদের বড়দিন ২৫শে ডিসেম্বরের কেক খাওয়া সুন্নাত! মুসলমানদের ঘরে ঘরে চলিয়া আসিয়া থাকে বড়দিনের মজার কেক। এখানে তো তাহাদের কোন ফতওয়া নাই। তাহারা একথা দাবী করতঃ বলিতে পারিবে না যে, আমরা বেজাতির নির্ধারিত বড়দিনের কেক্ খাইয়া থাকি না। সুতরাং এখন বুঝিবার ও চিনিবার সময় আসিয়াছে যে, তাবলিগী জামায়াত দ্বীনের আড়ালে দেশকে কোথায় পৌছাইতে চাহিতেছে।

অবদান নং - ১৩
মুর্দার জন্য চালিসা করা

আমাদের দেশে যুগ যুগ থেকে একটি রেওয়াজ রহিয়াছে যে, মানুষ ইন্তেকাল করিলে তাহার আত্মীয় স্বজনেরা চল্লিশ দিনের দিন মুর্দার মাগফিরাতের জন্য মীলাদ, মাহফীল, কুলখানী, কুরয়ান খানী করিবার ব্যবস্থা করিয়া থাকে। এই অনুষ্ঠানগুলি সবই হইল দ্বীনী অনুষ্ঠান সন্দেহ নাই। তাবলিগী জামায়াতের মাধ্যমে শত শত জায়গা থেকে এই অনুষ্ঠানগুলি উঠাইয়া দেওয়া হইয়াছে। তাহাদের সেই একই কথা নির্দিষ্ট চল্লিশ দিনে করা বিদয়াত। দিন বাঁধিয়া কোন কাজ করিতে নাই। লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ! ওহাবী দেওবন্দীদের কি শয়তানী কথা! জামায়াতী ও জামায়াতে ইসলামীদের কি শয়তানী কথা!

শয়তানের দলেরা কেবল পেশাব ও পায়খানার দুয়া শিখিতে ও শিখাইতে ব্যস্ত। কোন জিনিষের রহস্য উদ্‌ঘাটন করিতে চাহিয়া থাকে না। চল্লিশ (৪০) সংখ্যার যে কি বৈশিষ্ট রহিয়াছে তাহা শুনিবার ও জানিবার

মতো! রব্বুল আলামীন আল্লাহর নিকটে চল্লিশ সংখ্যাটি অত্যন্ত প্রিয়। চল্লিশ সংখ্যার মধ্যে রহিয়াছে অসংখ্য রহমাত ও বর্কাত। আউলিয়ায় কিরামগন সেই দিকে লক্ষ করিয়া মুর্দার রুহানী উন্নতির জন্য চল্লিশ (৪০) সংখ্যাটি নির্বাচন করিয়াছেন। যে কোন দিনে মুর্দার জন্য দোয়া দরুদের, মীলাদ, মাহফিলের অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে। কিন্তু চল্লিশ দিনে বিশেষ ভাবে কোন অনুষ্ঠান কায়েম করিলে বিশেষ বৈশিষ্ট্যলাভ হইয়া থাকে। আর অন্য কিছুই নয়। আল হামদু লিল্লাহ! চল্লিশ সংখ্যার মধ্যে অগণিত বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। আমি আমার 'সুন্নী কলম' পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় চল্লিশটি বৈশিষ্টের বিবরণ দিয়াছি। এখানে সেগুলি উদ্ধৃত করা সম্ভব নয়। এখানে কতিপয় বৈশিষ্ট্যের বিবরণ দেওয়া হইতেছে ঃ-

(ক) হজরত আদম অলাইহিস সালামের দেহ মুবারক তৈরি করিবার জন্য আল্লাহর নির্দেশে হজরত ইজরাঈল আলাইহিস সালাম পৃথিবীর চল্লিশটি স্থান থেকে মাটি লইয়া ছিলেন। (মাহনামা আশরাফিয়া - মুবরকপুর, জানুয়ারী সংখ্যা - ২০০০)

(খ) যে মাটি দ্বারা হজরত আদম আলাইহিস সালামের খামীর তৈরি করা হইয়া ছিলো সেই মাটির উপর চল্লিশ দিন পানি হইয়া ছিল। (কেয়া আপ জানতে হ্যায়? ২৫৬ পৃষ্ঠা)

(গ) হজরত আদমের খামীর চল্লিশ বৎসর একই অবস্থায় ছিল। (জায়াল হক্ব ২৫৯ পৃষ্ঠা)

(ঘ) আল্লাহ তায়ালা চল্লিশ দিন ধরিয়া নিজের কুদরীত হাত দ্বরা হজরত আদমের খামীরে কাজ করিয়া ছিলেন। (আশরাফিয়া, জানুয়ারী সংখ্যা - ২০০০)

(ঙ) হজরত আদমের দেহ তৈরি হইবার চল্লিশ বৎসর পর তাহাতে রূহ দেওয়া হইয়া ছিল (আশরাফিয়া)

pdf By Syed Mostafa Sakib

(চ) হজরত আদম আলাইহিস সাল্লাম হিন্দুস্তান (স্বরন্দীপ) হইতে পায়ে হাঁটিয়া চল্লিশ বার হজ করিয়াছেন। (আশরাফিয়া, জানুয়ারী সংখ্যা - ২০০০)

(ছ) হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম চল্লিশ বৎসর বয়সে নিজের নবুওয়াত সম্পর্কে ঘোষণা করিয়াছিলেন।

(জ) হজরত উমার ফারুক রাদী আল্লাহু আনহু যেদিন ইসলাম গ্রহন করিয়াছিলেন সেদিন মুসলমাদের সংখ্যা হইয়া ছিল চল্লিশ। সেইদিন তাহার দ্বারায় গোপন ইসলাম প্রকাশ হইয়াছিল। মুসলমানেরা প্রকাশ্যে কাবা শরীফে গিয়া নামাজ পড়িয়া ছিলেন।

(ঝ) কুরয়ান পাকের প্রথম সুরাহ ফাতিহার মধ্যে চল্লিশটি অক্ষর রহিয়াছে।

(ঞ) কুরয়ান শরীফের মধ্যে সবচাইতে বড় সূরাহ, সূরাহ বাকারার মধ্যে চল্লিশটি রুকু রহিয়াছে। আবার সবচাইতে মজার কথা হইল যে, তাবলিগী জামায়াতের লোকেরা সুন্নীদের চল্লিশকে ঘৃণা করিলেও নিজেদের জন্য চল্লিশকে খুব গুরুত্ব দিয়া থাকে। লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ!

আউলিয়ায় কিরাম ও উলামায় ইসলাম যে সমস্ত কাজ সমাজে চালু করিয়া রাখিয়াছেন সেগুলির পিছনে অবশ্য অবশ্যই কুরয়ান, হাদীসের কোনো না কোনো সূত্র রহিয়াছে। সাধারণ মানুষের পক্ষে সেই সূত্র জানা বা খুঁজিয়া বাহির করা সম্ভব নয়। সাধারণ মানুষ আলেমদের নিকট থেকে জানিয়া কাজ করিয়া থাকে কিন্তু দলীল দেওয়ার মতো ক্ষমতা রাখিয়া থাকেনা। এইখানে ওহাবী সম্প্রদায় সুযোগ নিয়া থাকে। এইজন্য সাধারণ মানুষের উচিত যে, তাহারা যে কাজ করিয়া আসিতেছে সেই কাজে কোন বাধা পাইলে কোন সুন্নী বিজ্ঞ আলেমের নিকট থেকে অবশ্য অবশ্যই যাঁচাই করিয়া নিবে।

অবদান নং - ১৪
জুলুসে মুহাম্মাদী

হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের শুভাগমনে সমস্ত জগতে শান্তি ফিরিয়া ছিলো। আনন্দে আত্মহারা হইয়া ছিলো সমস্ত জগৎ। জীব জন্তুদের মধ্যেও আসিয়া ছিলো এক নতুন মেজাজ। পশু পাখিরা আনন্দে দলে দলে নিজেদের এলাকা ছাড়িয়া অন্য এলাকায় চলিয়া গিয়াছিলো। সামুদ্রিক জন্তু জানোয়ারেরা আনন্দে এক এলাকা থেকে অন্য এলাকায় গিয়াছিলো। এই প্রকারে সবার মধ্যে আনন্দ দেখা দিয়াছিলো। কেবল নিরানন্দ হইয়া মাথা ঠুকিয়া ছিলো ইবলীস শয়তান।

১২ই রবীউল আওয়ালকে বিশ্ব মুসলিম ধুমধামের সহিত পালন করিয়া আসিতেছে। কেবল মুসলিম দেশ নয়, বরং অমুসলিম দেশেও সরকারী ভাবে এই দিনকে ছুটি রাখা হইয়া থাকে। আমাদের দেশে সর্বত্রে মানুষ নবী দিবস উপলক্ষে সরকারী ছুটি ভোগ করিয়া থাকে। বারোই রবীউল আউয়াল উপলক্ষ করিয়া ঘরে ঘরে মহল্লায় মহল্লায় গ্রামে গ্রামে শহরে নগরে সর্বত্রে সভা সমিতি মীলাদ মাহফিল বিভিন্ন প্রকারের ইসলামী অনুষ্ঠান কায়েম হইয়া থাকে। আবার বাহির করা হইয়া থাকে জুলুসে মোহাম্মাদী বা মিছিল করতঃ রাস্তা পরিক্রমা। ইহাতে তাবলিগী জামায়াতের ঘোর বিরোধীতা রহিয়াছে।

রাজনৈতিক দলগুলি নিজেদের সংগঠন দেখাইবার জন্য মাঝে মধ্যে জুলুস বা মিছিলের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। এই মিছিলের মধ্যে একদল অন্যদলের উপর প্রভাব ফেলিয়া থাকে। অনুরূপ প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে এই মিছিলের ব্যবস্থা রহিয়াছে। ইহা না কোনো ধর্মে, না কোনো নীতিতে নিষেধ। সুতরাং হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের জন্ম

pdf By Syed Mostafa Sakib

দিবস উপলক্ষ্যে কোন অনুষ্ঠান করা, কোন মিছিল বাহির করা শরীয়তানুযায়ী কোনো দোষের কাজ নয়, বরং ইহাতে ইসলামের ঐতিহ্য প্রকাশ পাইয়া থাকে, বেজাতির উপরে প্রভাব পড়িয়া থাকে, নিজেদের মধ্যে ধর্মীয় উদ্যোগ বাড়িয়া থাকে। এই জিনিষে বিরোধীতা করাই হইল জাতিকে পিছাইয়া রাখিবার নামান্তর। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম যখন মক্কা শরীফ থেকে মদীনা শরীফে শুভাগমন করয়িা ছিলেন, তখন মদীনাবাসীরা মিছিল করতঃ তাঁহাকে সাদরে গ্রহন করিয়া ছিলো। জানিনা ওহাবীদের চিন্তা ধারায় এই মিছিলের মধ্যে কি ক্ষতি রহিয়াছে! আমার ধারনায় বারোই রবীউল আউয়ালের মিছিলে যোগ দিলে অতীত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়া যাইবে। যাহারা যতবার অবৈধ মিছিলে অংশগ্রহন করিয়াছে তাহাদের জন্য বারোই রীবউল আউয়ালের মিছিল হইল কাফ্ফারাহ স্বরূপ! কেহ গান্ধীবাদ কায়েম করিবার জন্য মিছিলে বন্দেমাতরম বলিয়া স্লোগান দিয়াছে, কেহ লেনিনবাদ কায়েম করিবার জন্য ইন্‌কিলাব - জিন্দাবাদ বলিয়াছে। আজ তাহারা বারই রবীউল আউয়ালের শান্তি মিছিলে অংশগ্রহন করতঃ আল্লাহ্ ও তাহার রসূলের নামে শ্লোগান দিতে আরম্ভ করিয়াছে - নারায়ে তাকবীর - আল্লাহু আকবার, নারায়ে রিসালাত - ইয়া রসূলাল্লাহ! নিশ্চয় এই তাকবীরগুলি হইল তাহাদের জবানের শুদ্ধিকরণ। বারই রবীউল আউয়ালের জুলূস বা মিছিলকে যাহারা বিরোধীতা করিয়া থাকে, তাহারা নিশ্চয় ইহুদী অথবা ওহাবী। সুন্নী মুসলমান গণ! যদি ভুল বশতঃ এতদিন এই জুলূসকে কাহারো প্ররচনায় বিরোধীতা করিয়া থাকেন, তবে আগামী দিনে অবশ্যই অংশ গ্রহন করিবেন। যদি এলাকায় বাহির হইয়া না থাকে, তাহা হইলে নিজেরা বাহির করিবার চেষ্টা করিবেন।

অবদান নং - ১৫

পতাকা উত্তোলন

বারই রবীউল আউয়ালের চাঁদ উদয় হইলে শহরে নগরে সর্বত্রে পতাকা উত্তোলন করা হইয়া থাকে। বর্তমানে এই পতাকা উত্তোলন করা হইল সুন্নীদের একটি বিশেষ আলামাত। তাবলিগী জামায়াত এই পতাকার ঘোর বিরোধী। প্রত্যেক দেশের জাতীয় পতাকা রহিয়াছে। রাজনৈতিক দলগুলির ভিন্ন ভিন্ন পতাকা থাকে। পূর্ব যুগে যুদ্ধের ময়দানে উভয় পক্ষ আপন পতাকা উত্তোলন করিতো। ইয়ারমুকের যুদ্ধে কোন্ সাহাবার পরে কোন সাহাবার হাতে পতাকা থাকিবে তাহা স্বয়ং হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়া দিয়া ছিলেন। এইগুলি তো হইল দুনিয়াবী পতাকার কথা। এখন খোদায়ী পতাকার কথা বলিতেছি। হজরত আমীনা রাদী আল্লাহু আনহা বর্ণনা করিয়াছেন - হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের শুভাগমনের পরে আমি তিনটি পতাকা দেখিয়াছি। একটি পতাকা পৃথিবীর পশ্চিম প্রান্তে, একটি পূর্ব প্রান্তে ও একটি কাবা শরীফের উপরে। (খাসায়েসে কোবরা প্রথম খণ্ড ৪৮ পৃষ্ঠা) আবার কিয়ামতের ময়দানে যেখানে সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবাই উপস্থিত থাকিবে সেখানেও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের হাতে পতাকা থাকিবে। যেমন মিশকাত শরীফ ৫১৩ পৃষ্ঠায় হজরত আবু সাঈদ রাদী আল্লাহু আনহু হইতে বর্ণিত হইয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - আমি কিয়ামতের দিন আদম সন্তানের সর্দার হইবো, তাহাতে আমার অহংকার নাই এবং আমার হাতে থাকিবে প্রসংশার পতাকা, তাহাতে আমার অহংকার নাই এবং সেইদিন হজরত আদম থেকে সমস্ত পয়গম্বর আমার পতাকাতলে থাকিবেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) পতাকা কোনো অবৈধ জিনিষ নয়। দুনিয়া ও আখিরাতে সর্বত্রে পতাকা রহিয়াছে ও থাকিবে। অবশ্য বৈধ কাজের জন্য ব্যবহার বৈধ এবং অবৈধ কাজের জন্য ব্যবহার অবৈধ।

(খ) রবীউল আউয়ালের পতাকা উত্তোলন করা হইল ফিরিশতা ও খোদায়ী সুন্নাত। কারণ, হজরত আমীনা রাদী আল্লাহু আনহা যে তিনটি পতাকা দেখিয়া ছিলেন নিশ্চয় সেগুলি কোন মানুষের উঠানো পতাকা নয়, বরং রব্বুল আ'লামীন আল্লাহ তায়ালার নির্দেশে ফিরিশতাগণ পতাকাগুলি উঠাইয়া ছিলেন।

(গ) এক দলের মানুষ অন্যদলের পতাকাকে পছন্দ করিয়া থাকেনা। অনুরূপ যাহারা রবীউল আউয়ালের পতাকাকে পছন্দ করিয়া থাকে না তাহারা ইহুদী অথবা ওহাবী।

(ঘ) আজ যাহারা এই পতাকার বিরোধীতা করিতেছে তাহারা কাল কিয়ামতের ময়দানে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের হাতে পতাকা দেখিতে পাইবে। সেদিন পতাকা বিরোধীদের দুঃখ ও আফসোস ছাড়া কিছুই করিবার থাকিবে না।

(ঙ) রব্বুল আ'লামীন আল্লাহ! আমরা গোনাহ্গার সুন্নী মুসলমান, আমাদের কাছে আমলের সম্বল নাই, কেবল রহিয়াছে তোমার ও তোমার রসূলের প্রতি ঈমান। এখানে আমরা নবীর প্রেমে পতাকা উঠাইতেছি, সেখানে দয়া করিয়া আমাদিগকে নবীর পতাকার ছায়াতলে দিও স্থান।

এ পর্যন্ত তাবলিগী জামায়াতের পরাপর পনেরটি অবদানের বিবরণ দেওয়া হইল। আমার সুন্নী পাঠক চিন্তা করিয়া দেখুন, তাহাদের

অবদানে মুসলিম সমাজ শরীয়তের দিক দিয়া দিনের পর দিন দুর্বল হইয়া যাইতেছে, না সবল হইতেছে?

শির্কের সঠিক সংজ্ঞা

তাবলিগী জামায়াতের মানুষের মুখে শুনিতে পাইবেন - কথায় কথায় শির্ক ও বিদয়াত। সুন্নীদের যে কোনো কাজকে তাহারা শির্ক ও বিদয়াত বলিতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব করিয়া থাকে না। অথচ যে কাজগুলিকে তাহারা শির্ক ও বিদয়াত বলিয়া থাকে সেগুলি বাস্তবে না শির্ক, না বিদয়াত। বরং শরীয়াত সম্মত কোন কাজ; যাহা আমি তাহাদের পনেরটি অবদানের উপরে খুব সংক্ষিপ্ত ভাবে আলোকপাত করতঃ প্রমান করিয়া দিয়াছি। এখন আমি শির্ক ও বিদয়াতের সঠিক সংজ্ঞা কি, তাহা উদ্ধৃতির আলোকে পাঠককে জ্ঞাত করিবার চেষ্টা করিতেছি।

'তাওহীদ' বা একত্বের বিপরীত হইল শির্ক। 'শির্ক' দুই প্রকার - শির্কে জাল্লী ও শির্কে খফী। শির্কে জাল্লীর অপর নাম হইল শির্কে আকবার। শির্কে খফীর অপর নাম হইল শির্কে আসগার। এই শির্কে খাফী বা শির্কে আসগার হইল অত্যন্ত সূক্ষ। ইহা থেকে বাঁচা খুবই মুশকিল। হাদীস পাকে কোন লোক দেখানো কাজকে শির্কে খফী বলা হইয়াছে। এই শির্কের সংজ্ঞানুযায়ী লক্ষ্য করিলে তাবলিগী জামায়াতের অবস্থা কোন পর্যায়ে পৌঁছিয়া যায় তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন! হাটে বাজারে রাস্তা ঘাটে তাবলিগী জামায়াতের নিউ চ্যাংড়ার দল হাতে তাসবীহ ঝুলাইয়া বিড়বিড় করিয়া কি যে বলিতে বলিতে চলিয়া থাকে তাহা আল্লাহই ভাল জ্ঞাত। লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ! নিশ্চয় তাবলিগী জামায়াতের লোকেরা শির্কে খফীর সংজ্ঞানুযায়ী মুশরিকদের পর্যায় পড়িয়া থাকে। ইহা হইল তাহাদের উপর খোদায়ী মার। কারণ, তাহারা কথায় কথায় সুন্নী মুসলমানদিগকে মুশরিক বলিয়া থাকে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

শির্কে জাল্লী বা শির্কে আকবার হইল তিন প্রকার - আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারো আল্লাহ বলা। দ্বিতীয়, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারো খালেক বা সৃষ্টিকর্তা বলা। তৃতীয়, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাহারো ইবাদত করা অথবা তাহাকে ইবাদতের উপযুক্ত ধারনা করা। আল্ হামদু লিল্লাহ! সুন্নী মুসলমান আল্লাহ ছাড়া না কাহারো আল্লাহ বলিয়া থাকে, না আল্লাহ ছাড়া কাহারো খালেক বা সৃষ্টিকর্তা বলিয়া থাকে, না আল্লাহ ছাড়া কাহারো ইবাদত করিয়া থাকে অথবা না কাহারো ইবাদতের উপযুক্ত ধারনা করিয়া থাকে। এতদ সত্ত্বেও তাহারা সুন্নী মুসলমান দিগকে কথায় কথায় মুশরিক বলিয়া থাকে - লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) শির্কের সংজ্ঞা সম্পর্কে যে উদ্ধৃতিগুলি দেওয়া হইয়াছে তাহা শায়েখ আব্দুল হক্ব মুহাদ্দিস দেহলবীর আশয়াতুল লোময়াত, শারহে আক্বায়েদে নাসাফী ও আক্বীদাতুস সুন্নাত ইত্যাদি কিতাব থেকে সংগ্রহ করা হইয়াছে।

(খ) শির্কের যে সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে তাহা যথাযথ নির্ভুল বলিয়া মনে করিতেছি। এই সংজ্ঞার বিপরীত কোন সংজ্ঞা যদি জামায়াতীদের নিকট থাকে, তবে নিশ্চয় সেই সংজ্ঞানুযায়ী তাহারা নিজেরাই মুশরিক বলিয়া প্রমানিত হইয়া যাইবে।

বিদয়াতের সঠিক সংজ্ঞা

বিদয়াত সেই সমস্ত নতুন ধারনা অথবা কাজকে বলা হইয়া থাকে, যাহা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের জাহিরী জীবন কালে ছিলো না। সুতরাং বিদয়াত হইল দুইভাগে বিভক্ত - বিদয়াতে ইতেকাদী ও বিদয়াতে আমালী। বিদয়াতে ই'তেকাদী বলা হইয়া থাকে সেই সমস্ত নোংরা আক্বীদাহ বা ধারনাগুলিকে যেগুলি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পরে

ইসলামের মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। যথা - ওহাবী, দেওবন্দী, তাবলিগী ও জামায়াতে ইসলামী প্রভৃতি বাতিল ফিরকাগুলি ও তাহাদের বদ আক্বীদাহ সমূহ। কারণ, এই জামায়াতগুলি না হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের যুগে ছিল, না ইহাদের মতো নোংরা ধারনা সাহাবায় কিরাম পোষন করিতেন। পরে এ বিষয়ে কিছু আলোকপাত করা হইবে।

বিদয়াতে আমলী বলা হইয়া থাকে সেই সমস্ত কাজকে, যেগুলি হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পরে প্রকাশ পাইয়াছে, সেই কাজগুলি দ্বীনী হউক অথবা দুনিয়াবী হউক, চাই সেগুলি সাহাবায় কিরামদিগের যুগে প্রকাশ পাইয়াছে অথবা তাহাদের পরে প্রকাশ পাইয়াছে। যথা - হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের যুগে তারাবীহের নামাজ জামায়াত সহকারে ছিলো না। হজরত উমার ফারুক রাদী আল্লাহু আনহু সারা মাস জামায়াত সহকারে কুড়ি রাকয়াত তারবীহ নির্ধারিত করিয়া দিয়া বলিয়াছেন - এই বিদয়াতটি খুব সুন্দর। অবশ্য আমভাবে সাহাবায় কিরামদিগের কাজগুলিকে বিদয়াত বলা হইয়া থাকে না, বরং সুন্নাতে সাহাবা বলা হইয়া থাকে।

'বিদয়াতে আমালী' তিন প্রকার - বিদয়াতে হাসানা, বিদয়াতে সাইয়া ও বিদয়াতে মুবাহা।

'বিদয়াতে হাসানা' সেই বিদয়াতকে বলা হইয়া থাকে, যাহা কুরয়ান ও হাদীসের নিয়মাবলী অনুযায়ী হইয়া থাকে অথবা কুরয়ান ও হাদীসের উপর কিয়াস করতঃ বাহির করা হইয়াছে। এই বিদয়াতে হাসানা হইল দুই প্রকার - বিদয়াতে অয়াজিবাহ ও বিদয়াতে মুস্তাহাব্বাহ। বিদয়াতে অয়াজিবাহ, যথা - কুরয়ান ও হাদীস বুঝিবার জন্য আরবী ব্যকরণ শিক্ষা করা এবং গোমরাহ ফিরকাগুলির গোমরাহী প্রমান করিয়া দেওয়ার জন্য দলীল কায়েম করা।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিদয়াতে মুস্তাহাব্বাহ, যথা - মাদ্রাসা সমূহ নির্মান করা, সেই সমস্ত ভাল কাজ চালু করিয়া দেওয়া যেগুলি প্রথম যুগে ছিলো না। যথা - নামাজে মৌখিক নিয়াত করা, কালেমাকে কয়েক প্রকারে বিভক্ত করতঃ সাধারণ মানুষকে শিক্ষা দেওয়া, ইল্মে তাসাউফের তারীকাগুলি ও দুয়া দরুদের বিভিন্ন নিয়মাবলী ইত্যাদি।

বিদয়াতে সাইয়েয়াহ সেই বিদয়াতকে বলা হইয়া থাকে, যাহা কুরয়ান ও হাদীসের সম্পূর্ণ বিপরীত। এই বিদয়াত দুই ভাগে বিভক্ত - বিদয়াতে মুহার্রমাহ ও বিদয়াতে মাকরূহা। বিদয়াতে মুহার্রমাহ বা হারাম বিদয়াত। যথা - আমাদের দেশের প্রচলিত তা'জিয়াদারী ও মাতম ইত্যাদি।

বিদয়াতে মাকরূহা বা মাকরূহ বিদয়াত যথা - খুতবার আজান মসজিদের ভিতরে দেওয়া।

বিদয়াতে মুবাহা সেই বিদয়াতকে বলা হইয়া থাকে, যাহা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সালামের জাহিরী যুগে ছিলো না এবং তাহা করিলে সওয়াব নাই এবং না করিলে গোনাহ নাই।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

(ক) বিদয়াত সম্পর্কে যাহা আলোচনা করিয়াছি তাহা মিরকাত, আশয়াতুল লোময়াত, ফাতাওয়ায় ফায়যুর রসূল ও আকীদাতুস সুন্নাত ইত্যাদি কিতাবের মধ্যে রহিয়াছে।

(খ) মোট কথা, বিদয়াত বহু ভাগে বিভক্ত। সব বিদয়াতকে গোমরাহী বলাই হইল গোমরাহী। কিছু বিদয়াত কাজ এমন রহিয়াছে যেগুলি অবলম্বন না করিলে কুরয়ান ও হাদীস বুঝিতে পারা যাইবে না। এই প্রকার বিদয়াতকে উপরে অয়াজিব বলা হইয়াছে। হুজুর পাকের যুগে আরবী ব্যকরণ তো ছিলো না। বর্তমানে আরবী ব্যকরণের অনুসরণ করিয়া না চলিলে কেহ

এক ধাপ অগ্রসর হইতে পারিবে না। আবার মুস্তাহাব বিদয়াতগুলি সমাজ থেকে উঠাইয়া দিলে মানুষের মধ্যে গোমরাহী চলিয়া আসিবে।

(গ) উলামায় ইসলাম যেখানে বিদয়াতকে ভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন সেখানে বিদয়াতের কোন শ্রেণী ভাগ নাই বলা গোমরাহী। উলামায় দেওবন্দ এই গোমরাহীর মধ্যে রহিয়াছে। যেমন রশীদ আহমাদ গাঙ্গুহী সাহেব ফাতাওয়ায় রশীদীয়া ১০২ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন - বিদয়াতে হাসানা বলিয়া কিছুই নাই।

(ঘ) সংক্ষিপ্তাকারে বিদয়াতের যে ব্যাখ্যা প্রদান করা হইয়াছে তাহা একাধিকবার পাঠ করতঃ খুব বুঝিয়া নেওয়ার প্রয়োজন রহিয়াছে। ভাল করিয়া বুঝিবার পরে দেখিবেন যে, সুন্নীদের যে কাজগুলি তাবলিগী জামায়াতের মাধ্যমে বিদয়াত বলিয়া উঠাইবার চেষ্টা করা হইতেছে তাহাতে জামায়াতের গোমরাহী প্রকাশ পাইতেছে এবং তাহারা নিজেরা নিঃসন্দেহে বিদয়াত বলিয়া প্রমান হইতেছে।

(ঙ) বিদয়াত সম্পর্কে এই শেষ কলমটি খুব ভাল করিয়া মনে রাখিবেন। যে জিনিষগুলি হুজুর পাকের পবিত্র জাহিরী যুগে ছিলো না, পরে প্রকাশ পাইয়াছে সেগুলি সবই বিদয়াত। এইবার লক্ষ্য করিয়া দেখিবেন যে, সেই কাজগুলির দ্বারায় ইসলামের ক্ষতি হইতেছে,না উপকার হইতেছে। যদি ক্ষতি হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা হইবে বিদয়াতে সাইয়া বা অবৈধ বিদয়াত। আর যদি ইসলামের উপকার হইয়া থাকে, তাহা হইলে তাহা হইবে বিদয়াতে হাসানা। এই কথা নসীমুর বিয়ায তৃতীয় খণ্ড ৩২৪ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে, নিন্দেনীয় বিদয়াত হইল যাহা সুন্নাতের বিপরীত অথবা সুন্নাতের পরিবর্তন কারী।

pdf By Syed Mostafa Sakib

কোন্‌টি শির্ক? কোন্‌টি বিদয়াত?

আমার সুন্নী পাঠকগণ! প্রথমে আপনারা শির্ক ও বিদয়াতের সংজ্ঞাগুলি ঝরঝরে করিয়া বুঝিয়া নিন। অতঃপর ধমক দিয়া ওহাবী, দেওবন্দী, তাবলিগীদের বলুন - আমাদের কোন্ কাজটি শির্ক? কবরের উপর গম্বুজ নির্মান করা? কবরের উপর চাদর দেওয়া? কবরের চাদরকে চুম্বন দেওয়া? কবরের উপর ফুল দেওয়া? কবরের নিকটে ধূপবাতী জ্বালানো? ইসালে সওয়াব করা? কোন্‌টি শির্ক? শয়তানের দল! শির্কের সংজ্ঞা দিয়া কোনটি শির্ক তাহা প্রমান করিয়া দাও। অন্যথায় নিজেদের কাঁধ থেকে শয়তানকে সরাইয়া দাও। অন্যথায় মন দিয়া শোনো হে শয়তানের দল! শির্ক হইবার জন্য শরীকের প্রয়োজন। যেখানে শরীক নাই সেখানে শির্ক নাই। আমার আল্লাহ তো হইলেন সেই সত্তা, যাহার মরণ নাই। যাহার মরণ নাই তাহার কবর নাই। যাহার কবর নাই, তাহার ফুল চাদর নাই। আউলিয়ায় কিরাম ও আম্বিয়ায় কিরামদিগের মরণ রহিয়াছে। এইজন্য তাঁহাদের কবর রহিয়াছে। যাহাদের কবর হইতে পারে তাহাদের কবরে ফুল, চাদর থাকিতে পারে। শির্ক কেমন করিয়া হইল? যদি আল্লাহ তায়ালার কবর থাকিতো, তাহা হইলে বান্দার কবর বানানো শির্ক হইতো, যদি আল্লাহ তায়ালার কবর ও কবরের উপরে ফুল, চাদর থাকিতো, তাহা হইলে বান্দার জন্য কবর করা ও কবরের উপর ফুল চাদর দেওয়া শির্ক হইতো। কারণ, শির্কের জন্য শরীক হওয়া শর্ত। যেখানে শরীক নাই সেখানে শির্ক কেমন করিয়া হইবে? জানিয়া রাখিবেন, শির্কের অপর নাম হইল কুফর। অনুরূপ মুশরিকের অপরনাম হইল কাফের। যে জিনিষ শির্ক নয়, সেই জিনিষকে শির্ক বলা, যে মুশরিক নয় তাহাকে মুশরিক বলা এক বড় ধরনের অপরাধ। এই বোধ যদি দেওবন্দী

দানবদের থাকিতো, তাহা হইলে কথায় কথায় শির্ক শব্দ উচ্চারণ করিতো না।

এইবার আবার ধমক দিয়া জিজ্ঞাসা করিবেন আমাদের কোন্ কাজটি কোন্ পর্যায়ের বিদয়াত? বিদয়াতের সংজ্ঞা বলিয়া দিয়া আমাদের কাজকে বিদয়াত প্রমান করিয়া দাও। দেখিবেন, শ্বাস ঘন ঘন ফেলিবে। কোনো জবাব দিতে পারিবে না। জান বাঁচাইবার জন্য যদি কোন জবাব দিয়া থাকে, তাহা হইলে সেই জবাবে নিজেই বিদয়াতী হইয়া যাইবে। কারণ, শয়তানের শিষ্যরা বিদয়াতের এমন সংজ্ঞা দিয়া থাকে যে, নিজেদের দেওয়া সংজ্ঞানুযায়ী নিজেদের কাজগুলি বিদয়াত এবং নিজেরা বিদয়াতী হইয়া থাকে। শয়তানদের শির্কের তলোয়ার হইল অন্ধের লাঠির ন্যায়। অন্ধের লাঠি থেকে আপন ও পর, দোস্ত ও দুশমন কেহ বাঁচিতে পারে না। অনুরূপ ইহাদের শির্ক ও বিদয়াতের তলোয়ারে নিজেরাই দ্বিখণ্ড হইয়া রহিয়াছে। শেষে এই বলিয়া বিদায় দিবেন যে, এখন পর্যন্ত তওবার দরওয়াজা খোলা রহিয়াছে। সুতরাং কথায় কথায় শির্ক ও বিদয়াত বলা থেকে তওবা করো।

এইবার একটি সূক্ষ কথার দিকে ইঙ্গিত করিতেছি, যাহা কেবল কান দিয়া শুনিলে বুঝিতে পারিবেন না, বরং মন দিয়া শুনিতে হইবে। পীর, পয়গম্বরদিগের রওজা পাক তৈরি করা, কবর শরীফের উপর চাদর ও ফুল দেওয়া এবং কবরে চুম্বন দেওয়া; ইহার মধ্যে কোনটি শির্ক নয়। বরং এই কাজগুলি হইল শির্ক ধ্বংসকারী। কারণ, যাহারা কবরের উপরে ফুল চাদর চড়াইয়া চুম্বন দিয়া থাকে তাহারা জ্ঞাত রহিয়াছে যে, এই কবরবাসী অথবা এই কবর অথবা কবরের উপর এই ফুল, চাদর; কেহই আমাদের খোদা নয়। বরং আমাদের খোদা দেহ থেকে, কবর থেকে, ফুল ও চাদর থেকে পবিত্র। যাহার কবর হইয়া থাকে সে কখনো খোদা হইতে

pdf By Syed Mostafa Sakib

পারে না। যাহাকে চুম্বন দেওয়া সম্ভব সে কখনো খোদা হইতে পারে না। অতএব এই কবরবাসী হইল আল্লাহ তায়ালার কোন মাহবুব বান্দা। সুতরাং আমরা আল্লাহকে চুম্বন করিতেছি না, বরং আল্লাহর বুজর্গ বান্দাকে চুম্বন করিতেছি। আল্লাহ্ পাক সবাইকে বুঝিবার তাওফীক দিয়া থাকেন।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আমার সুন্নী ভাইগন! আমি তো শরীয়াতের আলোকে প্রমান করিয়া দিয়াছি যে, ওহাবী তাবলিগী জামায়াতের মাধ্যমে আপনাদের যে কাজগুলি তাহারা শির্ক ও বিদয়াত বলিতেছে সেগুলি না শির্ক, না বিদয়াতে সাইয়েয়াহ। এতদসত্ত্বেও তাহারা শির্ক ও বিদয়াত, শির্ক ও বিদয়াত বলিয়া চিৎকার করিতেছে কেন! ইহার প্রথম কারণ হইল যে, তাহাদের গুরুগণ - থানুবী, গাঙ্গুহী ও নানুতুবী প্রমুখ আলেমদিগের কলম জ্ঞানহীন মস্ত শারাবীর ন্যায় নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের শানে সীমাহীন কথা বলিয়া ফেলিয়াছে। তাহাদের কুফরী কথাগুলির কৈফিয়ত তলব করিয়াছেন উলামায় আহলে সুন্নাত। অতঃপর যখন তাহাদের নিকট থেকে শরীয়ত সাপেক্ষ সদুত্তর আসে নাই, বরং আরো কিছু বেমানান কথা বলিয়া দিয়াছেন, তখন ভারত থেকে আরব পর্যন্ত উলামায় ইসলাম তাহাদের উপরে শরীয়তের সেই শেষ ফতওয়াটি প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহার প্রতিশোধ গ্রহন করিবার জন্য তাহারা সাইয়েদুনা ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী তথা সুন্নী উলামাদিগের কিতাব সমূহের পাতাগুলি দিমকের ন্যায় চাঁটিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। আল্লাহ তায়ালার অনুগ্রহে যখন তাহারা কিছু না পাইয়াছেন তখন তাহারা সাধারণ সুন্নী মানুষদের কার্যকলাপকে খুব মন প্রান দিয়া যাঁচাই করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। সাধারণ মানুষের বহু কাজে বহু ত্রুটি বিচ্ছুতি থাকিতে পারে। তাহারা সেইগুলিকে তিল্ কে তাল, ফাঁসকে বাঁশ ও রাইয়ের দানাকে পাহাড় পর্বত করিয়া মানুষকে

দেখাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। আপনারা দেখুন! সুন্নীরা মাযারে চুম্বন করিতেছে। দেখুন! সুন্নীরা কেমন চাদরে চুম্বন করিতেছে। দেখুন! সুন্নীরা আল্লাহকে বাদ দিয়া 'ইয়া রাসুলাল্লাহ' বলিতেছে। দেখুন! সুন্নীরা খোদাকে ভুলিয়া গিয়া পীর ওলীর দরবারে চাওয়া মাগা শুরু করিয়া দিয়াছে ইত্যাদি। এই জিনিষগুলি সবতো শির্ক। সুতরাং সুন্নীরা হইল মুশরিক, কবর পূজক। ধীরে ধীরে তাহাদের এই অপপ্রচার ব্যাপক থেকে ব্যাপক করিয়া ফেলিয়াছে। ইহাতেও যখন তাহাদের মনের মাঝে লুকানো সুন্নী উলামাদের প্রতি দুশমনির আগুন না নিভিয়াছে তখন তাহারা নিজেরা সুন্নী সাজিয়া কবরে একদল সিজদা করিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং একদল মানুষকে এই অবৈধ সিজদাকে দেখাইয়া সুন্নীদিগকে কবর পূজক বলিয়া বদনাম করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইহা হইল তাবলিগী জামায়াতের টেকনিক। তাহাদের এই দুরভিসন্ধি যাহারা না বুঝিতে পারিয়াছে তাহারা তাহাদের জালে ফাঁসিয়া গিয়াছে। ইহার দ্বিতীয় কারণ হইল যে, উলামায় দেওবন্দ যখন দুনিয়ার কাছে কলঙ্ক হইয়া গিয়াছেন, তখন নিজেদের কলঙ্ককে ঢাকিবার এবং তাহাদের কলঙ্ক থেকে মানুষের মুখ অন্যদিকে ঘুরাইয়া দেওয়ার জন্য মীলাদ, কিয়াম, উরুস, ফাতিহা, ফুল, চাদর ইত্যাদি বিষয়ের উপর শির্ক ও বিদয়াতের ফতওয়া দিয়া বাহাস মুনাজারার চ্যালেঞ্জ করতঃ ব্যস্ততার মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছেন। ইহাও হইল তাহাদের আর এক টেকনিক। এইজন্য আমাদের বুজর্গদিগের নির্দেশ হইল যে, দেওবন্দীদের সহিত কিয়াম মীলাদ নিয়া বাহাস মুনাজারা করিবেন না বরং তাহাদের ঈমানের উপর বাহাস করিবেন। আগে তো ঈমান, তারপর মীলাদ কিয়াম ইত্যাদি। যাহাদের ঈমান নাই তাহাদের সহিত মীলাদ, কিয়াম ইত্যাদি মুস্তাহাব বিষয়ে ঝগড়া কিসের?

pdf By Syed Mostafa Sakib

করুণাময়ের দরবারে কৃতজ্ঞতা

আম আহলে সুন্নাতের কার্যকলাপ ওহাবী দেওবন্দী তাবলিগী জামায়াতের নজরে হয় শির্ক অথবা বিদয়াত। ইহা হইল তাহাদের জ্বলনের ফলাফল যে, তাহাদের বড়োদের কুফরী কালামগুলি উলামায় আহলে সুন্নাত কেন ধরিয়াছেন? কেন তাহাদিগকে বে লাগাম শারাবীর ন্যায় রসূলে খোদার শানে জহর ঢালিতে বাধা দিয়াছেন? তাহাদের বৃটিশের নিমকখুরি করিবার কথা সমাজের কাছে কেন প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন? যাইহোক, যথা সময়ে রব্বুল আ'লামীন আল্লাহ আপন করুনায় রহমা তুল্লিন আ'লামীন রসূলুল্লাহর দ্বীনকে হিফাজত করিবার জন্য যুগের মুজাদ্দিদ আ'লা হজরত ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীকে প্রেরণ করতঃ আমাদের সবার উপরে অনুগ্রহ করিয়াছেন। আহ! এই দরবেশের দরবেশ অনাড়ম্বর জীবন নিয়া পাটির উপর বসিয়া নিজের কালী ও কলমের দ্বারায় আরব অনারব পূর্ব পশ্চিম ব্যাপী এক আলোড়ন সৃষ্টি করিয়া দিয়াছেন। উলামায় দেওবন্দের কুফরী আক্বীদাহগুলি সমাজের সামনে এমনভাবে আলোকিত করিয়া দিয়াছেন যে, কেবল দিনের আলোতে নয়, বরং রাতের অন্ধকারেও দেওবন্দীদের কালো মুখ চিনিতে পারা যাইতেছে। যদি তাহারা প্রথমেই নিজেদের কুফরী আক্বীদাহগুলি থেকে তওবা করিয়া নিতেন, তাহা হইলে মতভেদের আগুন না এতদিন পর্যন্ত পৌছাইতো, না শত শত সাধারণ মানুষ এই উত্তেজিত আগুনে পড়িয়া পুড়িয়া দগ্ধ হইতো। ইলাহী! তুমি আমাদিগকে দহন থেকে বাঁচাইয়া নিয়াছো কিন্তু তোমাকে যথার্থ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিবার মতো না আমাদের যোগ্যতা রহিয়াছে, না আমাদের কাছে ভাষা রহিয়াছে। ইমাম আহমাদ রেজা খান বেরেলবীর সম্পর্কে জানিবার জন্য আমার লেখা দুইখানা পুস্তক পাঠ করিবেন - 'ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী ও এশিয়া মহাদেশের ইমাম।'

দেওবন্দীদের কিছু আক্বীদাহ

আক্বীদাহ নং - ১

উলামায় দেওবন্দ ও তাবলিগী জামায়াতের লোকেরা কখনো হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে নূর বলিয়া মানিতে রাজি নয়। একথা সর্ব সাধারনের কাছে প্রকাশ হইয়া রহিয়াছে। যাহারা নূরী রসূলকে নূর বলিয়া মানিতে পারে না, তাহারা আবার নিজেদের আলেমদের প্রতি কেমন ধারনা রাখিয়া থাকে তাহা শুনিলে আশ্চর্য হইতে হইবে।

আরওয়াহে সালাসা ২৪০ পৃষ্ঠায় মাওলানা রফীউদ্দীন সাহেব বলিতেছেন - "আমি পঁচিশ বৎসর হজরত মাওলানা কাসেম, নানুতুবীর খিদমাতে উপস্থিত হইয়াছি। কখনো বিনা অজুতে যাই নাই। আমি তাহাকে ইনসানীয়াতের উর্ধে দেখিয়াছি। তিনি একজন নিকটস্থ ফিরিশতা ছিলেন, যাহাকে মানুষের মধ্যে প্রকাশ করা হইয়াছে।

অনরূপ উলামায় দেওবন্দ 'শায়খুল ইসলাম নম্বর' কিতাবের ১২ পৃষ্ঠায় অযোধ্যাবাসী হুসাইন আহমাদ মাদানীর সম্পর্কে লিখিয়াছেন - "এখন আমরা ইহাই দেখিতেছি যে, তিনি নূরী জগতে রহিয়াছেন। তাহার চক্ষুতেও নূর, তাহার ডান দিকে নূর, তাহার বাম দিকে নূর, তাহার চারিদিকে নূর আর নূর, তিনি স্বযং নূর হইয়া গিয়াছেন।"

সুন্নী পাঠকগণ! দেখিলেন তো অবস্থা! যাহারা নবীকে নূর বলিয়া মানিতে কষ্ট পাইয়া থাকে, তাহারা নিজেদের মৌলবী মাওলানাদের আবার নূর বলিতেছে। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের নূর হওয়া সম্পর্কে জানিতে হইলে আমার লেখা 'মোহাম্মাদ নুরুল্লাহ আলাইহিস সালাম' পাঠ করিবেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

মাওলানা কাসেম নানুতুবী সাহেব হইলেন দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা এবং 'তাহজীরুন্নাস' এর লেখক। এই কিতাবকে কেন্দ্র করিয়া তিনি নিজে কলঙ্কিত হইয়াছেন এবং উম্মাতে মোহাম্মাদীকে এক বড় ফিৎনার মধ্যে ফেলিয়া দিয়াছেন।

মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী হইলেন দেওবন্দীদের শায়খুল ইসলাম। অবশ্য সুন্নী জগতের সামনে তিনি হইলেন এক নম্বরের জালিয়াত। তাহার জালিয়াতির বড় প্রমান হইল তাহার লেখা 'আশ শিহাবুস্ সাকিব'। এই কিতাবের জালিয়াতী জানিতে হইলে - 'রদ্দে আশশিহবুস্ সকিব' পাঠ করিতে হইবে।

আক্বাদীহ নং - ২

ওহাবী তাবলিগী জামায়াতের লোকেরা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের ইল্মে গায়েব অস্বীকার করিয়া থাকে, ইহা কাহারো অজানা নয়। এখন তাহাদের মৌলবীদের সম্পর্কে তাহাদের ধারনা কি, তাহা একবার দেখিয়া নিন!

(ক) 'আরওয়াহে সালাসা' কিতাবের ১৬৩ পৃষ্ঠায় রহিয়াছে - "মাওলানা (কাসেম) নানুতবী সাহেব বলিতেন যে, শাহ আব্দুর রহীম সাহেবের একজন মুরীদ ছিলো, যাহার নাম আব্দুল্লাহ খান। ইনি হজরতের খাস মুরীদদের অন্তর্ভূক্ত ছিলো। তাঁহার অবস্থা এইরূপ ছিলো যে, যদি কাহারো বাড়ীতে কোন মহিলা গর্ভবতী হইতো এবং সেই বাড়ীওয়ালা তা'বীজ নিতে আসিতো, তখন তিনি বলিয়া দিতেন যে, তোমার ঘরে কন্যা হইবে, না পুত্র হইবে। আর তিনি যাহা বলিয়া দিতেন তাহাই হইতো।

(খ) 'আরওয়াহে সালাসা' কিতাবের ৪৮/৪৯ পৃষ্ঠায় রহিয়াছে - যদি ঈদের চাঁদ তিরিশ তারিখের হইবার হইতো তাহা হইলে শাহ আব্দুল কাদের সাহেব প্রথম দিন তারাবীহতে এক পারাহ পড়িতেন এবং যদি চাঁদ উনতিরিশ তারিখের হইবার হইতো তাহা হইলে প্রথম দিনে দুই পারাহ পড়িতেন। এইজন্য শাহ আব্দুল আজীজ সাহেব প্রথম দিনে মানুষ পাঠাইতেন যে, দেখিয়া এসো - মিয়াঁ আব্দুল কাদের আজ কতো পারাহ পাঠ করিয়াছে। যদি মানুষ আসিয়া বলিতো যে, আজ দুই পারাহ পাঠ করিয়াছে, তাহা হইলে শাহসাহেব বলিতেন - ঈদের চাঁদ তো উনত্রিশেরই হইবে। ..... এই কথা এমনই মশহুর হইয়া গিয়াছিলো যে, দিল্লীর বাজারে সমস্ত ব্যবসিকরা নিজেদের বাজার বন্ধ রাখিবার ও না রাখিবার নির্ভর করিতো। যদি শাহ আব্দুল কাদের সাহেব প্রথম দিনে দুই পারাহ পাঠ করিতেন তাহা হইলে দরজী ও ধোপারা জানিয়া যাইতো যে, এ বৎসর ২৯শে ঈদ হইবে। সূতরাং তাহারা সেই মুতাবিক সিলাই ও ধোওয়া ধুয়ির কাজ প্রস্তুত করিয়া রাখিতো।

(গ) আরওয়াহে সালাসা ২৪২ পৃষ্ঠায় রহিয়াছে - মৌলবী আহমাদ হাসান ও মৌলবী খয়রুল হাসানের মধ্যে ঝগড়া চরমে পৌছিয় ছিলো। কিন্তু মৌলবী মাহমূদ হাসান যদিও আসল ঝগড়ায় শরীক ছিলো না। নিরপেক্ষ ছিলো। পরে এক পক্ষের দিকে ঝুঁকিয়া গিয়া ছিলো। এই সময়ে একদিন সকালে মাওলানা রাফীউদ্দীন সাহেব রহমা তুল্লাহি আলাইহি মাওলানা মাহমূদ হাসান সাহেবকে তাহার হুজরায় (দারুল উলুম দেওবন্দে) ডাকিয়াছেন। মাওলানা মাহমুদ হাসান সাহেব যখন পৌছিয়া দরওয়াজা খুলিয়া মাওলানা রাফীউদ্দিন সাহেবের নিকট উপস্থিত হইয়াছেন তখন প্রচণ্ড শীত ছিলো। মাওলাা রাফীউদ্দিন সাহেব বলিয়াছেন যে, প্রথমে আমার এই তুলার তোষকটি দেখিয়া নাও। মাওলানা মাহমুদ হাসান

pdf By Syed Mostafa Sakib

তোষকটি দেখিয়াছেন যে, খুবই ভিজিয়া ছিলো এবং খুব ভিজিয়া যাইতেছিলো। রাফীউদ্দিন সাহেব বলিয়াছেন, ঘটনা হইল যে, এখনই মাওলানা (কাসেম) নানুতুবী রহমাতুল্লাহি আলাইহি স্বশরীরে আমার কাছে আসিয়া ছিলেন। যাহাতে আমি একদম ঘর্মাক্ত হইয়া গিয়াছি এবং আমার তোষক একেবারে ভিজিয়া গিয়াছে। আর তিনি এই কথা বলিয়াছেন, মাহমূদ হাসানকে বলিয়া দাও যে, সে যেন এই ঝগড়ার মধ্যে পড়িয়া না যায়। আমি কেবল এই কথা বলিবার জন্য ডাকিয়াছি। মাওলানা মাহমূদ হাসান সাহেব বলিয়াছেন -হজরত! আমি আপনার হাতে তওবা করিতেছি যে, ইহার পরে আমি এই ঘটনায় কিছু বলিবো না।

(ঘ) আরওয়াহে সালাসা ৫৫ পৃষ্ঠায় রহিয়াছে - শাহ আব্দুল কাদের সাহেব যে মসজিদে থাকিতেন সেই আকবরী মসজিদের দুইদিকে বাজার ছিলো। তিনি যখন হুজরার বাহিরে বসিয়া থাকিতেন তখন মানুষ যাতায়াতের পথে তাহাকে সালাম করিতো। যদি সুন্নী সালাম করিতো, তাহা হইলে তিনি ডান হাত দিয়া জবাব দিতেন। আর যদি শীয়া সালাম করিতো, তাহা হইলে তিনি বাম হাত দ্বারা জবাব দিতেন। এই ঘটনা শুনাইবার পর মৌলবী আব্দুল কাইউম সাহেব বলিয়াছেন - আমি আর কি বলিবো! মুমিন আল্লাহর নূরে দেখিয়া থাকে।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

প্রিয় সুন্নী পাঠক! খুব মনোযোগ দিয়া দেখুন, বেঈমানদের ঈমানের অবস্থা কেমন! হায়রে! যাহারা নবী পাকের ইল্মে গায়েবকে মান্য করা শির্ক বলিয়া থাকে, আজ তাহারা নিজেদের মৌলবী মাওলানাদের জন্য ইল্মে গায়েব মানিয়া নিতে দ্বিধা করিতেছে না।

যাহারা বলিয়া থাকে, ইল্মে গায়েব একমাত্র আল্লাহরই শান। আজ

তাহারা নিজেদের কথানুযায়ী নিজেদের মৌলবীদের জন্য ইল্মে গায়েবকে স্বীকার করতঃ নিশ্চয় হইতেছে বেঈমান।

মাতৃগর্ভে কি রহিয়াছে তাহা বলিয়া দেওয়া, একমাস আগে রোজা উনত্রিশটি হইবে, না তিরিশটি হইবে তাহা বলিয়া দেওয়া, কবর থেকে আসিয়া ঝগড়া মিমাংসা করিয়া দেওয়া, কে সুন্নী ও কে শীয়া জানিয়া নেওয়া; এইগুলি কি গায়েবের অন্তরভূক্ত নয়? এইগুলি নবী ও ওলীদের জন্য মানিয়া নিলে যদি শির্ক হইয়া যায়, তাহা হইলে এইগুলি নিজেদের মৌলবীদের জন্য মানিয়া নিয়া কেমন করিয়া মুসলমান থাকিয়া যায়? ইহারা কোন পাঠশালার পড়ুয়া তাহা একবার চিন্তা করিয়া দেখুন!

দেওবন্দী দানবেরা আল্লাহর নূরে দেখিয়া থাকে। এইজন্য তাহাদের কাছে গায়েবের দরওয়াজা খোলা। কিন্তু নবী ও ওলীগন আল্লাহর নূরে দেখিয়া থাকেন না, এইজন্য তাহাদের কাছে গায়েবের দরওয়াজা বন্ধ - লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ! ইবলিসী পাঠশালার পড়ুয়াদের অবস্থা আর কেমন হইবে!

'আরওয়াহে সালাসা' কিতাবখানা পাঠ করিলে মনে হইবে, ইবলীস নিজ হাতে কিতাবখানা লিখিয়া দিয়াছে এবং উলামায় দেওবন্দ কেবল দেওবন্দ থেকে ছাপাইয়া নিয়াছেন মাত্র। অন্ধকারে বসিয়া তীর ছুড়িলে অবস্থা এইরূপ হইয়া থাকে। যে পবিত্র পয়গম্বরের ইল্মে গায়েব সম্পর্কে কুরয়ান পাকের বহু আয়াত ও অগণিত হাদীস শরীফ সাক্ষী রহিয়াছে, সেই পয়গম্বরের ইল্মে গায়েবকে 'হিফজুল ঈমান' এর মধ্যে আশরাফ আলী থানুবী সাহেব চতুষ্পদ জানোয়ারের সহিত তুলনা করিয়াছেন, তবেই তো তাহার উপর কুফরের বজ্রপাত হইয়াছে। ইহা হইল খোদায়ী মার।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আক্বীদাহ নং - ৩

উলামায় দেওবন্দ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের হাজের নাজের হওয়াকে অস্বীকার করিয়া থাকেন। আবার নিজেদের বুজর্গদের সম্পর্কে কেমন ধারনা পোষণ করিতেছেন দেখুন।

আরওয়াহে সালাসা ২৯০ পৃষ্ঠায় রহিয়াছে - একবার হজরত (রশীদ আহমাদ) গাঙ্গুহী রহমা তুল্লাহি আলাইহি জোশের মধ্যে ছিলেন। তিনি বলিয়াছেন - আমি বলিয়া দিবো? আবেদন করা হইয়াছে। বলুন! আবার বলিয়াছেন - আমি বলিয়া দিবো? আবেদন করা হইয়াছে - বলুন ! আবার বলিয়াছেন - আমি বলিয়া দিবো? আবেদন করা হইয়াছে - বলুন! তখন তিনি বলিয়াছেন - পূর্ণ তিন বৎসর হজরত (হাজী) ইমদাদুল্লাহর চেহারা আমার অন্তরে রহিয়াছে। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা না করিয়া কোন কাজ করি নাই।

মারহাবা গাঙ্গুহী সাহেব, মারহাবা! প্রিয় সুন্নী পাঠক! তাবলিগী জামায়াতের লোকদের গাঙ্গুহী সাহেবের কিসসাটি পাঠ করিয়া শুনাইয়া দিন। যাহারা আল্লাহর রসূলকে হাজির নাযির বলিয়া মানাকে শির্ক বলিয়া থাকে, তাহারা নিজেদের পীর দরবেশকে হাজির নাযির বলিতেছেন কিনা! কাসেম নানুতুবী সাহেব দেওবন্দী আলেমদের কেবল ঝগড়ার খবর রাখেন নাই বরং তিনি মীমাংসার জন্য কবর থেকে স্বশরীরে উঠিয়া আসিয়া পরামর্শ দিয়া গিয়াছেন। আবার হাজী ইমদাদুল্লাহ সাহেব গাঙ্গুহী সাহেবের মনের মাঝে পূর্ণ তিন বৎসর উপস্থিত থাকিয়া তাহার জীবনের সমস্ত কাজ করাইয়াছেন। এখন প্রশ্ন হইল যে, এই তিন বৎসর হাজী সাহেবের কবর খালি ছিলো, না খালি ছিলোনা? কাসেম নানুতুবী যখন কবর থেকে উঠিয়া আসিয়া ছিলেন তখন তাহার কবর কি খালি ছিলো, না খালি ছিলো না? হাজির ও নাযির হইতে বাকী থাকিলো কোথায়? সুন্নীগণ নবী

ও ওলীদের প্রতি এইরূপ ধারনা রাখিবার জন্য তাহাদের মুশরিক বলিয়া থাকে শয়তানের শিষ্যরা। নিজেদের জন্য যাহা ঈমান, তাহা অপরের জন্য শির্ক? লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ!

আরো কিস্‌সাহ রহিয়াছে, যাহা শুনিলে আরো আশ্চর্য হইয়া যাইবেন। আশরাফ আলী থানুবীর জীবনী 'আশরাফুস্ সাওয়ানেহ' ১২ পৃষ্ঠায় রহিয়াছে - থানুবী সাহেবের পর দাদা ডাকাতদের হাতে নিহত হইয়াছিল। বহুকাল পর্যন্ত তাহার উরুস হইয়া ছিল। যাইহোক - তাহার শাহাদাতের পরে এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। রাতের বেলায় নিজের বাড়িতে জীবিতের ন্যায় শুভাগমন করিয়াছেন এবং বাড়ির লোকজনদের জন্য মিষ্টান্ন আনিয়া দিয়াছেন এবং নিজের স্ত্রীকে বলিয়াছেন - যদি তুমি কাহারো কাছে প্রকাশ না করিয়া থাকো, তাহা হইলে এই রকম প্রত্যেক দিন আসিবো। কিন্তু তাহার স্ত্রীর এই ভয় হইয়াছে যে, বাড়ির লোকজনেরা যখন বাচ্চাদের মিষ্টান্ন খাইতে দেখিবে তখন জানা নাই যে, তাহারা কি সন্দেহ করিবে! এই জন্য প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। তারপর তিনি আর আসেন নাই।

হায়! হাঁসি চাপিয়া রাখা মুশকিল। থানুবী সাহেবের পরদাদা কেবল কবর থেকে উঠিয়া আসেন নাই, বরং নিয়ম মুতাবিক আসিয়াছেন। শহীদ হইবার পর যখন আসিতেছেন, তখন খালি হাতে কেমন করিয়া আসিবেন! বিবি বাচ্চার জন্য মিঠাই নিয়া আসিয়াছেন। অবশ্য একটি বিষয়ে উহ্য রহিয়া গিয়াছে যে, তাহার কবরে মিষ্টির দোকান খোলা রহিয়াছে, না কবরের বাহিরে কোন মার্কেট থেকে মিষ্টি সংগ্রহ করিয়াছেন।

আরো একটি কথা, সুন্নীদের উরুসগুলি বিদয়াত, নাজায়েজ ইত্যাদি। কিন্তু জানি না, থানুবী সাহেবের পর দাদাজির উরুস বহুকাল ধরিয়া কাহারা করিয়া ছিলো। বর্তমানে তাবলিগী জামায়াতের লোকেরা

pdf By Syed Mostafa Sakib

'উরুস' নাম শুনিলে বিষ খাওয়া রুগীর ন্যায় খিঁচাখিঁচি করিয়া থাকে। হায়! যদি ইহারা 'ফাজায়েলে আমল' নামের কিতাবখানা নিয়া না বেড়াইয়া যদি থানুবী সাহেবের জীবনীটি নিয়া বেড়াইতো, তাহা হইলে খিঁচুনি ব্যারাম থেকে বাঁচিয়া যাইতো।

আক্বীদাহ নং - ৪

"ইয়া রাসূলাল্লাহ' বলা নাজায়েজ

সুন্নী মুসলমানদের আক্বীদাহ বা ধারনা হইল যে, আল্লাহ তায়ালা আম্বিয়ায় কিরাম ও আউলিয়ায় কিরামকে এমন শ্রবন শক্তিদান করিয়াছেন যে, তাঁহারা দুর ও নিকটের আওয়াজ শ্রবন করিয়া থাকেন এবং তাহাদের সাহায্য করিতে পারেন। কিন্তু এই ধারনা দেওবন্দী তাবলিগীদের কাছে হইল কুফর, শির্ক, নাজায়েজ ইত্যাদি। কিন্তু এই কুফর ও শির্ক থেকে তাহারা নিজেরা বাঁচিতে পারে নাই। ইহা হইল তাহাদের উপর খোদায়ী গজব।

ফাতাওয়ায় রশীদীয়া ৬৬ পৃষ্ঠায় রহিয়াছে, যখন আম্বিয়া আলাইহিমুস সালামদেরও ইল্মে গায়েব নাই তখন - 'ইয়া রাসূলাল্লাহ' বলাও নাজায়েজ হইবে। ইনি হইলেন সেই গাঙ্গুহী সাহেব, যিনি হাজী ইমদাদুল্লাহকে দুর থেকে না ডাকিয়া পূর্ণ তিন বৎসর তাহাকে বুকের মধ্যে রাখিয়া তাহার নির্দেশ ও নিষেধ অনুযায়ী সমস্ত কাজ করিয়াছেন।

অনুরূপ থানুবী সাহেব বেহেশতী জেওর প্রথম খণ্ডে ৩৪ পৃষ্ঠায় 'কুফর ও শির্ক' এর বিবরণে বলিয়াছেন - কাহারো দুর থেকে ডাকা এবং এই ধারনা করা যে, তিনি জানিয়া ফেলিয়াছেন তাহা হইল কুফর ও শির্ক।

অনুরূপ ইসমাইল দেহলবী 'তাকবীয়া তুল ঈমান' এর ৬ পৃষ্ঠায়

এই প্রকার ডাকাকে শির্ক ও কুফর বলিয়াছেন। এইবার তাহাদের নিজেদের অবস্থা দেখুন! যাহারা সুন্নীদের নিপাত করিবার জন্য অন্ধের মতো শির্ক ও কুফরের তলোয়ার চালাইয়াছে, তাহারা সেই তলোয়ার থেকে বাঁচিতে পারে নাই। নিজেরা শির্ক ও কুফরের আঘাতে কুপোকাত হইয়াছে। যেমন দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা কাসেম নানুতুবী সাহেব 'কাসায়েদে কাসেমী' এর মধ্যে আল্লাহর রসূলকে আহ্বান করতঃ সাহায্য চাহিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন - সাহায্য করো হে আহমাদই দয়া! তুমি ছাড়া নিরুপায় কাসেমের কোন সাহায্যকারী নাই। (ইহা কবিতার অনুবাদ)

অনুরূপ হাজী ইমদাদুল্লাহ বলিতেছেন - ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ তায়ালা উম্মাতের জাহাজ তোমার হাতে দিয়া দিয়াছেন। সুতরাং তুমি এখন ডুবাইতে পারো অথবা বাঁচাইতে পারো। (কবিতার অনুবাদ)

অনুরূপ থানুবী সাহেব বলিতেছেন - আমার নবী আমাকে সাহায্য করো! বিপদের সময় তুমি হইলে আমার অভিভাবক। (কবিতার অনুবাদ - শামীমুত তাইয়েব তরজমা শামীমুল হাবীব ১৪৫ পৃষ্ঠা)

কোন কানুনের কাছে তো আপন পর ও দোস্ত, দুশমন থাকা উচিত নয়। যদি উলামায় দেওবন্দের কাছে ঈমান ইসলাম বলিয়া কিছু থাকিতো, তাহা হইলে তাহাদের কাছে ইনসাফ থাকিতো। ইহারা ঈমানের মাথা খাইয়া ফেলিয়াছে। এইজন্য ইহাদের কাছে কোন ইনসাফ নাই। তাহারা যে আক্বীদাহকে সুন্নীদের জন্য শির্ক ও কুফর বলিয়া থাকে, সেই আক্বীদাহ নিজেদের জন্য ঈমান বলিয়া থাকে।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সুন্নীগন আমখাস, আলেম ও সাধারণ মানুষ সবাই সর্বদা উঠিতে বসিতে মীলাদে মাহফিলে মিছিলে মিটিংয়ে ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইয়া

pdf By Syed Mostafa Sakib

নাবীয়াল্লাহ বলিয়া থাকেন। ইহাদের 'ইয়া রাসূলাল্লাহ' ছাড়া কোন তাকবীর নাই। ওহাবী তাবলিগীদের তাকবীর 'আল্লাহু আকবার' ছাড়া কিছুই নাই। ওহাবীদের কেবল একটি তাকবীর - নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবার। ব্যাস খুব হইয়া গিয়াছে। আর কোন তাকবীর নাই। সুন্নীদের তাকবীর - নারায় তাকবীর, আল্লাহু আকবার। নারায়ে রিসালাত, ইয়া রাসূলাল্লাহ। নারায়ে 'হায়দারী, ইয়া আলী ইত্যাদি। মোটকথা, ওহাবীরা কেবল আল্লাহকে মানিয়া থাকে। এইজন্য তাহারা কেবল আল্লাহর নামের তাকবীর দিয়া থাকে। সুন্নীরা আল্লাহ, রসূলাল্লাহ ও ওলী উল্লাহ সবাইকে মানিয়া থাকে। এইজন্য তাহারা সবার নামের তাকবীর দিয়া থাকে। এইবার কথা হইল যে, যাহারা যাহাদের না মানিয়া থাকে, তাহারা তাহাদের তাকবীরকে পছন্দ করিবে কেন! বর্তমানে 'নারায়ে রিসলাত, ইয়া রাসুলাল্লাহ'! এই তাকবীর ওহাবী ও সুন্নীদের মধ্যে পার্থক্য হইয়া গিয়াছে। যাহারা এই তাকবীর না দিয়া থাকে, জানিতে হইবে তাহারা সরাসরি ওহাবী অথবা ওহাবীদের শাখা প্রশাখা।

একটি বাস্তব কথা বলিতেছি, আমি ইতিপূর্বে দক্ষিণ ২৪ পরগনা মগরাহাট থানার মানুষ ছিলাম। এখন তাহা কাটিয়া উস্তি থানা হইয়া গিয়াছে। মগরাহাট হইল পশ্চিমবঙ্গে তাবলিগী জামায়াতের প্রথম ও প্রধান মারকায। আজ থেকে তিরিশ বৎসর পূর্বে আমার বাড়ি থেকে নিয়া প্রায় পঞ্চাশ কিলোমিটার দক্ষিণ পর্যন্ত সবই ছিল ফুরফুরা পন্থী মানুষ। এই তিরিশ বৎসরের মধ্যে আমাদের এলাকায় আর কোন পন্থী মন্থী নাই বলিলে চলিবে। সবাই এক পন্থী - তাবলিগী জামায়াত। আমাদের গ্রামের জন্য এলাকাটি যেন একটি সমুদ্র এবং আমাদের গ্রামটি হইল মাঝ দরিয়ায় একটি দ্বীপ। এই দ্বীপের দুইটি পাড়াও তাবলিগের ভাঙনে তলাইয়া গিয়াছে। আর যেটুকু রহিয়াছে সেটুকু হইল ভাঙন মুখি। আল্লাহর

বিশেষ রহম করম না হইলে সবই সমুদ্র হইয়া যাইবে। যাইহোক, আমার এলাকায়ী ফুরফুরা পন্থীরা, যাহারা তাবলিগী জামায়াতের তালিকায় নাম নথিভুক্ত করিয়া বেঈমান হইয়াছে তাহাদের ভাবমূর্তি আসল তাবলিগী বেঈমানদের অপেক্ষায় বহুগুনে বেশি খারাপ।

আমাদের মসজিদে আজানের পরে ও জামায়াতের পূর্বে 'সলাত' পাঠ করা হইয়া থাকে - আস্‌সলাতু অস্‌সালামু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লাহ'! আস্‌সলাতু অস্‌ সালামু আলাইকা ইয়া নাবীয়াল্লাহ ইত্যাদি। এই সলাত পাঠ করাকে তাসবীব বলা হইয়া থাকে। ইহা জায়েজ। ফাতাওয়ায় শামীর মধ্যে এই তাসবীবকে জায়েজ বলা হইয়াছে। হিন্দুস্তান, পাকিস্তান সর্বত্রে এই সলাত পাঠ চালু রহিয়াছে। তাহা থাকিলে কি হইবে! এলাকার মানুষের কাছে সমালোচনা শুরু হইয়া গিয়াছে। তাহারা অপপ্রচার আরম্ভ করিয়া দিয়াছে - বেরেলবীরা নবীকে আল্লাহ বলিয়া থাকে। লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

সাহাবায় কিরাম উঠিতে বসিতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে ইয়া রাসূলাল্লাহ, ইয়া নাবীয়াল্লাহ! বলিয়া সম্বোধন করিতেন। তাহাদের মনে প্রানে কখনো এইরূপ শয়তানী প্রশ্ন জাগিয়া ছিলো না যে, ইয়া রাসূলাল্লাহ অথবা ইয়া নাবীয়াল্লাহ বলিলে নবীকে আল্লাহ বলা হইয়া থাকে। কারণ, আরবী ব্যকরণ অনুযায়ী, আল্লাহ, নবী ও রসূল ইত্যাদি সিঙ্গেল শব্দগুলির পূর্বে 'ইয়া' ব্যবহার করিয়া উচ্চারণ করিলে উচ্চারণ হইবে - ইয়া আল্লাহু, ইয়া রাসুলু, ইয়া নাবীউ। আর যদি রসূলুল্লাহ ও নাবী উল্লাহ শব্দের উপরে 'ইয়া' ব্যবহার করা হইয়া থাকে, তাহা হইলে উচ্চারণ হইবে - ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইয়া নাবীয়াল্লাহ! ইহা হইল আরবী ব্যকরণ। আমি মিটিংয়ে সবার সামনে একটি কাগজে 'ইয়া নাবীয়াল্লাহ' শব্দটি আরবীতে লিখিয়া একজনের হাতে দিয়াছিলাম যে, এলাকার এই এই

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিশিষ্ট আলেমদের কাছ থেকে শব্দটির উচ্চারণ বাংলায় লিখিয়া আনিবে। বেশ কয়েকদিন ঘুরিয়াও কাহার কাছ থেকে লিখাইয়া আনিতে পারে নাই। কারণ, লিখিয়া দিলে 'ইয়া নাবীয়াল্লাহ!' লিখিতে হইবে। ইহা হইল জামায়াতীদের ঈমান! লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ!

মুসনাদে ইমান আ'যম এর ২৩৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হাদীসে হজরত আয়শা সিদ্দিকা রাদী আল্লাহ আনহা হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামকে - ইয়া নাবীয়াল্লাহ বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। যদি এই কিতাবখানা কাহারো কাছে না থাকে, তাহা হইলে হাতের কাছে উসূলে শাশীর কিয়াস অধ্যায় ২০৭ পৃষ্ঠায় দেখুন, এক সাহাবা হুজুর পাককে ইয়া নাবীয়াল্লাহ! বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। অনুরূপ তাফসীরে রূহুল বাইয়ান সপ্তম খণ্ড ২৩৬ পৃষ্ঠায় ও ৩৭৮ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে ইয়া নাবীয়াল্লাহ।

দুঃখের বিষয় হইল যে, আমাদের এলাকার আলেমগন হার জিতের বাহাসে পড়িয়া গিয়াছেন। এইজন্য লিখিয়া দিতে অপ্রস্তুত হইয়াছেন যে, বেরেলবীরা জিতিয়া যাইবে। এই আলেমদের একাংশের অবস্থা কেবল কাদিয়ানী হইতে বাকী। তাহারা পয়সার পিছনে পড়িয়া পুরো এলাকাকে ওহাবীদের হাতে বিক্রয় করিয়া দিয়াছে, কিন্তু সাধারণ মানুষ তাহা বুঝিতে পারিতেছে না।

হায়, সমাজের কি অধঃপতন!

হাজার হারাম কাজে মুসলিম সমাজ জড়াইয়া গিয়াছে। যে কাজগুলির হারাম হওয়াতে কাহারো দ্বিমত নাই। দুনিয়ার একজন আলেম ও তালিবুল ইল্ম সেই কাজগুলির ধারে কাছে নাই। বরং সবাই মনে মনে মর্মাহত। এইরূপ কাজগুলি সমাজ থেকে উঠাইবার চেষ্টা না করিয়া বরং যে কাজগুলির সামনে ও পিছনে হাজার হাজার আলেম ও তালিবুল ইল্ম

রহিয়াছে সেই কাজগুলি সমাজ থেকে উৎখাত করিবার চেষ্টা করা কি শয়তানী কাজ নয়? জালিয়াত জামায়াতগুলির অবস্থা খুব লক্ষ করিয়া দেখুন! ইহাদের গতিবিধি কোন দিকে? এখন কতিপয় শরীয়ত বিরোধী কাজের কথা উল্লেখ করিতেছি, মুসলিম সমাজ যে কাজগুলির দিকে দিনের পর দিন দ্রুত অগ্রসর হইতেছে।

হিন্দুদের হুলী দেওয়ালী

হুলীতে হাজার হাজার, দেওয়ালীতে দলে দলে দিনের পর দিন দেওয়ানাদের মত মুসলিমদের একটি অংশ শরীক হইতেছে। শুকনো রঙ ও পানিতে গোলা কোনোটি বাদ যাইতেছে না। সবটাই সাদরে গ্রহন করতঃ অমুসলিমদের সহিত মদে মত্ত হইয়া মেন রাস্তায় মাতলামী করিয়া থাকে তরুণ যুবকের দল। তাহাদের অবস্থা দেখিলে কোন মানুষ কল্পনা করিতে পারিবে না যে, ইহারা মুসলমান। এই ব্যাপারে তাবলিগী জামায়াতের ভূমিকা কিছু রহিয়াছে বলিয়া কি কেহ প্রমান করিতে পারিবে? অথচ এই কাজগুলি হইল সবই হারাম। সমস্ত আলেম ও তালিবুল ইল্ম এই কাজগুলিকে হারাম মনে করিয়া থাকে। আজ পর্যন্ত তো একজন আলেম অথবা তালিবুল ইল্মকে হুলী দেওয়ালীতে দেখা যাইয়া থাকে না। যে কাজগুলির পিছনে না কোনো আলেম রহিয়াছেন, না কোনো আলেমের প্রেরনা রহিয়াছে, সেই কাজগুলিকে তুলিবার জন্য চেষ্টা না করিয়া সেই সমস্ত কাজগুলি তুলিয়া দেওয়ার জন্য তৎপর হইয়া পাড়িয়াছে, যে কাজগুলির পিছনে পীর দরবেশ, আলেম ও তালিবুল ইল্মদের দলে দলে দেখা যাইতেছে। লা হাউলা ইলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ!

দুর্গাপূজা

এখন দুর্গাপূজা হিন্দু ,মুসলিমদের মধ্যে ভাগাভাগি হইয়া

pdf By Syed Mostafa Sakib

যাইতেছে। প্রত্যেক বৎসর পেপার খুলিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, অমুক জায়গায় অমুক অমুক মণ্ডপ মুসলমানদের পরিচালনায় শুরু/শেষ হইবে। এই সংবাদগুলি একেবারে ফেলিয়া দেওয়ার কথা নয়, বরং বাস্তব। বহু মুসলমান পূজার জন্য হিন্দুদের সহিত একই সঙ্গে রোড কালেকশন করিয়া থাকে। দেবীর বিসর্জন পর্যন্ত তাহাদের ব্যস্ততার শেষ থাকে না। আর বিসর্জনের দিন হাজার হাজার মুসলিম তরুণ তরুণী, যুবক যুবতী ঈদ ও বকরাঈদের মতো আনন্দে মাতিয়া যায়। পূজার কয়েকদিন তো মণ্ডপের লাইটিংয়ে নিজেদের লাইটিং পোষাক পরিধান করতঃ যে বেপরওয়ায়ী দেখাইয়া থাকে, তাহা দেখিলে ঈমানদারদের দিল্ দুঃখে জর্জরিত হইয়া যায়। অথচ এই দুর্গাপূজার পিছনে না কোন আলেম রহিয়াছেন, না কোন তালিবুল ইল্ম রহিয়াছে। সবাই মুসলিমদের এই আচরণকে ঘৃণা করিয়া থাকে। এই ক্ষেত্রে তাবলিগী জামায়াতের ভুমিকা কি কিছু দেখিয়াছে? তাহারা কি কোনদিন এই কাজগুলি সম্পর্কে শির্ক বিদয়াত ইত্যাদি বলিয়া বিজ্ঞাপন দিয়াছে? কখনোই না। বরং এই বেঈমানের দলেরা কোন পীর ওলীর দরগাহে অথবা দরবারে দলে দলে মুসলমাদের দেখিলে ঠাট্টা বিদ্রুপ করিয়া বলিয়া থাকে - হিন্দুরা দূর্গাপূজা করিয়া থাকে আর সুন্নী মুসলমানেরা দরগাহ পূজা করিয়া থাকে - লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ! সুন্নী মুসলমানদের কাজগুলিকে দেখিলে কথায় কথায় শির্ক, বিদয়াত ও পুজাপাট ইত্যাদি বলাই হইল শয়তানদের স্বভাব! নাদান শয়তানদের এতটুকু হুঁশ বুদ্ধি নাই যে, দুর্গার কাছে কোনদিন কোন আলেম ও তালিবুল ইল্মকে দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু দরগার কাছে দ্বীনের আলেম ও তালিবুল ইল্মদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। সূতরাং দুইটি স্থান এক নয়। দুইটি স্থানের কার্যকলাপও এক নয়।

আমার স্টাফরুমে বসিয়া সবে মাত্র এই পর্যন্ত লেখা হইয়াছে,

হঠাৎ এক শিক্ষিকার হাতে 'একদিন' পত্রিকা দেখিতে পাইলাম। যেহেতু সময়টি দুর্গাপূজার কয়েকদিন আগে। তাই পত্রিকাটি হাতে নিয়া দেখিতে আরম্ভ করিলাম - মুসলিমদের সম্পর্কে কিছু লেখা রহিয়াছে কিনা!

আল্ হামদু লিল্লাহ! আমার কলমের কথা বাস্তব হইয়া গিয়াছে - কাগজের হেড লাইনে লেখা "পুজো হবে মুখুজ্যে বাড়িতে, গর্বে মাথা উঁচু রফিকুলদের।" সম্পূর্ণ লেখাটি পড়িবার মতো কিন্তু সম্পূর্ণ নকল করিয়া দেওয়া সম্ভব হইতেছে না। মাত্র দুই এক লাইন - "পূজোর কাজ করতে এগিয়ে এসেছে রফিকুল - মিঠুরা। তাদের কোনও ক্লান্তি নেই, কোনও কাজে না নেই, হাসি মুখে পূজোটা যেন নিজেদের বাড়ির। রফিকুল বলছিলেন - 'এই পূজোতে তো আমাদেরও হক আছে।" ..... একদিন ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০১০।

মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘী থানার অন্তর্গত গাঙ্গাডডা গ্রামের কথা। এইগ্রামে আমার দুই একবার যাতায়াত হইয়াছে। এইবার চিন্তা করিয়া দেখুন, আমার কথাগুলি কত বাস্তব! তাবলিগী জামায়াতকে মসজিদে উঠিবার পূর্বে পথে আটকাইয়া দিয়া জিজ্ঞাসা করুন - শয়তানের দল! বলো পীর-ওলীর দরগায় কি পূজা হইয়া থাকে?

বিশ্বকর্মা

বিশ্বকর্মা পূজা আর কেবল হিন্দুদের নাই। মুসলমানদের বাড়িতে চলিয়া আসিয়াছে এই পূজা। মুসলমানদের বাড়ি, মুসলমানদের গাড়ি, মুসলমাদের কলকারখানা; কেবল দুই একজন অমুসলিম কর্মচারি কাজ করিয়া থাকে মাত্র। তাই নিজের বাড়িতে নিজের গাড়ীতে পূজা দিতে হইতেছে। বাস, লরীর মুসলমান মালিকেরা অমুসলিম ড্রাইভারকে পূজা দেওয়ার জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা করিয়া থাকে। এইগুলি কেবল আমার

pdf By Syed Mostafa Sakib

কলমের কথা নয়, বরং আমার বাস্তবে দেখা। অনেক হাজী গাজী মাস্টার ও ডাক্তারকে দেখিতেছি যে, তাহাদেরই ঘরে নিজেদেরই কারবার চলিতেছে, কেবল দুই একজন লেবারের জন্য নিজেরা রীতিমতো সহযোগীতা করতঃ ঘরের মধ্যে কয়েক দিন ঠাকুর রাখিয়া পুরোহিতকে ডাকিয়া পূজা করানো হইতেছে। বিশ্বকর্মা পূজার দিনগুলিতে প্রতিবৎসর আমার নিকটে বহু ফোন আসিয়া থাকে যে, বিশ্বকর্মা পূজা না করিলে কি কোন ক্ষতি রহিয়াছে? লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ! যদি কোন ব্যক্তি এই পূজার পিছনে সহযোগীতা করিয়া থাকে অথবা কাহারো ভাড়া দেওয়া ঘরে পুজা হইয়া থাকে অথবা কেহ যদি নিজে লোহা পূজা না করিলে কারবার বসিয়া যাইবে বলিয়া ধারনা করিয়া থাকে, তাহা হইলে ইহাদের প্রতি শরীয়তের হুকুম কি হইবে? এই ধরনের প্রশ্ন আসিতেই থাকে। এইবার বলুন, মুসলমানদের ধারনা কোথায় পৌঁছিয়া গিয়াছে! নিশ্চয় এই পূজার পিছনে কোন মোল্লা মৌলবীর প্রেরনা নাই। সুন্নী ও ওহাবী সবাই ইহার বিরোধী। এই অবৈধ কাজটি যে দিনের পর দিন মুসলিম সমাজে চলিয়া আসিতেছে সে সম্পর্কে তাবলিগী জামায়াতের ভুমিকা কি রহিয়াছে? মীলাদ কিয়াম উঠাইয়া দিলে কি সমাজ পাক পবিত্র হইয়া যাইবে? পূজা পার্বন সম্পর্কে মুসলিম সমাজকে সাবধান করিবার জন্য জোরালো ভাবে প্রতিবাদ করিলে তাবলীগ জামায়াতকে কে জুতা মারিবে? নিশ্চয় কোন বাধা আসিবে না। যেখানে কোন বাধা নাই সেখানে তাবলিগী জামায়াত নাই। কিন্তু মীলাদ, কিয়াম, উরুস, ফাতিহা ইত্যাদি বিষয়ে বাধা দিলে হাজার সুন্নী জুতা হাতে নিয়া দাঁড়াইয়া যাইবে। কারণ, এই জিনিষগুলির পিছনে উলামায় কিরাম রহিয়াছেন। অথচ তাবলিগী জামায়াত এইসব জিনিষগুলির পিছনে উঠাইয়া দেওয়ার জন্য আঠার মতো লাগিয়া গিয়াছে। ফলে দিনের পর দিন মুসলিম সমাজে অশান্তি ও

তিক্ততা বাড়িয়া যাইতেছে। এইবার চিন্তা করিয়া দেখুন, সমাজে অশান্তি সৃষ্টি করিতেছে কাহারা? যাহারা মীলাদ কিয়াম করিতেছে তাহারা, না যাহারা বাধা প্রদান করিতেছে তাহারা?

২৫শে ডিসেম্বর ও ১লা জানুয়ারী

আহ! এই তো সেই খৃষ্টানদের বড়দিন ও খৃষ্টিয় বৎসরের প্রথম দিন। বড় দিনের কেক খাইবার জন্য এক সপ্তাহ আগে থেকে অর্ডার। পাওয়া যাইবে কিনা! দিনের দিন হুড়োহুড়ি ও নব্বই জনের পরে লাইন! তাহাতে কি হইল। কেক চাইই! যেন কেক্ পাইই। শবে বরাতের হালুয়া খুব তিতো বলিয়া খাই নাই। তাই যেন কেক্ অবশ্যই পাই। আরে মডার্ণ মুসলমান! এখন আর শির্ক ও বিদয়াতের কথা মনে নাই? এইবার ১লা জানুয়ারী থেকে আরম্ভ হইয়া যায় পিকনিক আর পিকনিক। প্রায় সারা মাস চলিতে থাকে এই বনভোজনের ধুমধাম! হাজার হাজার তরুণ, যুবক, তরুণ তরুণীরা কোথায় থেকে কোথায় গিয়া গান বাজনায়, রঙ তামাশায় মদে পর্যন্ত মত্ত হইয়া রাত কাটাইয়া থাকে। কেবল তাই নয়, দুর্ভাগ্য বশতঃ যাহারা দুর দুরান্তে যাইতে পারিয়া থাকে না, তাহারা কিন্তু পাপের হাত থেকে বাঁচিবার জন্য বাড়ির আশে পাশে অথবা ঘরের ছাদের উপরে ডেক বাজাইয়া পিকনিক করিয়া থাকে। কারণ, এইকাজগুলি তো আর শবে বরাতের হালুয়া ও মুহার্রমের খিচুড়ির মতো শির্ক বিদয়াত নয়। করিলে দোষ কোথায়?

সকাল, সন্ধায় সিনেমা

সিনেমা হলগুলি গ্রাম গঞ্জে থেকে প্রায় অচল হইয়া যাইবার মতো হইয়া গিয়াছে। অনেক সিনেমা হল্ বাস্তবে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ইহার

pdf By Syed Mostafa Sakib

কারণ এই নয় যে, মানুষ দিনের পর দিন ফিরিশতা হইয়া যাইতেছে। না, এইরূপ আশা কোন দিন করা যাইবে না। বরং সরকারী ব্যবস্থাপনায় সমাজ নোংরা থেকে নোংরা হইয়া গিয়াছে। সিনেমা হলে যাইবার প্রয়োজন হইতেছে না। সকাল সন্ধ্যায় নিজের ঘরে, পাড়া প্রতিবেশীর বাড়িতে, গ্রামের ভিতরে অথবা কোনো চৌরাস্তার মোড়ে প্রায় প্রতিটি দোকানে টেলিভিশনের মাধ্যমে সিনেমা দেখিবার সুব্যবস্থা হইয়া গিয়াছে। গ্রামের ভিতরে সকাল সন্ধ্যায় মানুষ পাওয়া খুবই মুশকিল। বাচ্চা থেকে বুড়ো পর্যন্ত সবার মধ্যে চলিয়া আসিয়াছে এক নতুন ইমেজ। নিজের বাড়িতে পিতাপুত্র, মা ও মেয়ে, ভাই ভাই, ভাই বোন সবাই একত্রে বসিয়া একই ছবির দিকে তাকাইয়া রহিয়াছে। এক কাপ চা পান করিতে পাঁচ মিনিট সময় লাগিয়া থাকে না। কিন্তু সেই স্থলে এককাপ চা পানের বাহানায় একঘন্টা চায়ের দোকান ছাড়িয়া থাকে না গ্রামের বুড়ো ও আধ বুড়ো লোকগুলি। কোথায় নামাজ আর কোথায় রোজা! কোথায় ইসলাম আর কোথায় ইসলামী আদব কায়দা! মুসলমান এখন ডান হাত অপেক্ষা বাম হাতকে বেশি চালু করিয়া ফেলিয়াছে। বাম হাতে বিস্কুট খাইবার পর ডান হাত থেকে বাম হাতে চায়ের কাপ নিয়া টি.ভি.র পরদার দিকে এক দৃষ্টিতে নজর রাখিয়া খুব বিলম্বে বিলম্বে ছোট করিয়া চায়ের কাপে মুখ লাগাইয়া থাকে। ভঙ্গিমায় মনে হইয়া থাকে যে, সে পান করিবার কথা ভুলিয়া গিয়াছে। লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ! টেলিভিশন ও মোবাইলের বর্কাতে মুসলিম সমাজের জন্য সহজ হইয়া গিয়াছে শয়তানের শিষ্যত্ব গ্রহন করিবার পথ। সমাজের দুরাবস্থা সম্পর্কে যে সমস্ত কথা বলিতেছি তাহা রাত দিন চব্বিশ ঘন্টা লিখিলেও শেষ করা যাইবে না। অথচ এইগুলি কি প্রকারে সমাজ থেকে খতম করা যাইবে সে সম্পর্কে কোন চিন্তা ভাবনা না করিয়া, কি প্রকারে মীলাদ কিয়াম তুলিতে হইবে

সেই চেষ্টায় মরিয়া হইয়া উঠিয়াছে তাবলিগী জামায়াত। লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ! অবশ্য আমি কখনোই এই কথা বলিতেছি না যে, সমাজ থেকে সমস্ত নোংরামী তুলিবার দায়িত্ব একমাত্র তাবলিগী জামায়াতের। বরং আমার বলিবার উদ্দেশ্য হইল ইহাই যে, যে সমস্ত কাজের পিছনে কোন আলেমের সমর্থন নাই সেই সমস্ত কাজগুলি তুলিবার চেষ্টা না করিয়া যে সমস্ত কাজের পিছনে হাজার হাজার আলেম উলামার সমর্থন রহিয়াছে সেই সমস্ত কাজ তুলিবার চেষ্টা করা হইতেছে। ফলে সমাজে শান্তি ফিরিবার পরিবর্তে অশান্তি চলিয়া আসিতেছে। ইহা হইল এই জামায়াতের একটি বিরাট অবদান।

এখন বাঁচিবার উপায় কি?

সত্যিই সুন্নী সমাজ সর্বনাশের সামনা সামনি হইয়া গিয়াছে। বাতিল জামায়াতগুলি বন্যার পানির ন্যায় হু হু করিয়া সুন্নী সমাজের দিকে ঢুকিয়া পড়িতেছে। দিনের পর দিন সুন্নীদিগকে ঘিরিয়া ফেলিতেছে বাতিল জামায়াতগুলি। এখন এই বিপদ থেকে বাঁচিবার উপায় কি? ইহাই হইল এই মূহুর্তে একটি জটিল প্রশ্ন।

প্রথমে নিজে বাঁচিবার চেষ্টা করিতে হইবে। তারপর নিজের পরিজনকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। তারপর মহল্লাকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। অতঃপর যদি আল্লাহ তাওফীক দিয়া থাকেন, তাহা হইলে দেশকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। ডাক্তারের দেওয়া ঔষধ খাইলেই যে রোগ সারিয়া যাইবে এমন কথা নয়, বরং ডাক্তারের সমস্ত পরামর্শ পদে পদে মানিয়া চলিবার প্রয়োজন রহিয়াছে। ঔষধ সেই সময়ে যথার্থভাবে কাজ করিবে যখন ডাক্তারের আদেশ ও নিষেধ পুরাপুরি মানিয়া চলা যাইবে। সুতরাং এখানেও অবস্থা একই দাঁড়াইয়া গিয়াছে। সুন্নী সমাজ

pdf By Syed Mostafa Sakib

যে রোগে ভুগিতেছে তাহা থেকে বাঁচিতে হইলে আমার পরামর্শানুযায়ী কিছু করিতে হইবে এবং কিছু বর্জন করিতে হইবে। আমার পূর্ণ বিশ্বাস, আমি যে পরামর্শগুলি লিখিতেছি যদি সেগুলির উপরে আমল করা হইয়া থাকে তাহা হইলে অবশ্যই আল্লাহ তায়ালা ওহাবীদের থেকে নিরাপদ করিয়া দিবেন।

প্রথম কাজ হইল রোগ নির্ণয় করা। অতঃপর ঔষধ প্রয়োগ করা। এখন ওহাবীদের চিনিবার জন্য কিছু লক্ষণ বলিয়া দেওয়া হইতেছে। লক্ষণগুলি খুব ভাল করিয়া মনে করিয়া নিন। যতক্ষণ না কাহারো চিনিতে পারিবেন ততক্ষণ তাহার থেকে সাবধান হইতে পারিবেন না।

লক্ষণ নং - ১

নেট্ বা ছাকনী জাল

ইদানিং দেওবন্দী আলেম ও তালিবুল ইল্মদিগকে ব্যাপকভাবে দেখা যাইতেছে যে, তাহাদের মাথায় একটি জাল টুপী পরিতেছে। তাহারা আর আগেকার মতো লম্বা টুপি পরিতেছে না। এই টুপিটীকে টুপী মনে না করিয়া দেওবন্দী জাল মনে করিবেন। দেওবন্দ থেকে পরিকল্পিত ভাবে এই জাল ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা হইল তাহাদের একটি ইউনিফরম। এই জাল যাহাদের মাথায় দেখিবেন তাহাদিগকে অবশ্যই দেওবন্দী ধরিয়া নিবেন। এইবার আপনি যেভাবে সাবধান হইবার ঠিক সেইভাবে সাবধান হইবার চেষ্টা করিবেন।

দেওবন্দীদের জালে পড়িয়া গিয়াছে ফুরফুরা পন্থীরা। অবশ্য এখন পর্যন্ত তাহাদের বড়গুলি এই জালে পড়ে নাই। এখন পর্যন্ত ফুরফুরার কোন সাহেবজাদাকে এই জাল টুপী পরিতে দেখা যায় নাই। ফুরফুরা পন্থীরা গোল টুপীতে খুবই সন্তুষ্ট। ইহাদের ধারনায় গোল টুপীই সুন্নাত।

আসলে কিন্তু তাহা নয়। পাগড়ী পরিধান করাই হইল সুন্নাত। যাইহোক, তাহারা দেওবন্দীদের মাথায় গোল দেখিয়াছেন। কিন্তু তাহা যে আসলেই দেওবন্দী জাল তাহা আদৌ বুঝিতে পারে নাই। গোল না গোল! গোল দেখিয়া তাহারা হুহু করিয়া জালের মধ্যে ঢুকিয়া যাইতেছে। আবার অনেকেই বাহবা নিয়া বলিতে আরম্ভ করিয়াছে - এতদিনে দেওবন্দীরা আমাদের গোলকে পছন্দ করিয়াছে। আবার ফুরফুরা পন্থী সেই সমস্ত মৌলবীরা, যাহারা দেওবন্দীদের দালাল হইয়াছে, তাহারা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, ফুরফুরার চাপে দেওবন্দীরা গোল টুপী পরিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহারা এই প্রকার ভাঁওতাবাজি কথা বলিয়া সাধারণ মানুষকে দেওবন্দী - তাবলীগমুখি করিতেছে যে, দেওবন্দী বা তাবলিগী জামায়াত ইহাদের কার্যপলাপ সবই ভাল। আমাদের সহিত তাহাদের এমন কিছু পার্থক্য নাই। কেবল টুপী টাপায় এক আধটুকু পার্থক্য ছিলো, তাহাও পর্যন্ত তাহারা এখন মানিয়া লইতেছে। সুতরাং এতবড় জামায়াত থেকে আমাদের দুরে থাকা উচিত হইবে না। বাহ্ বাহ্ বাহ্!

বশীরহাট এলাকায় ফুরফুরা পন্থী বহু আলেম আমাকে খুবই ভক্তি করিয়া চলিয়া থাকেন। তাহাদের ডাকে আমি প্রতি বৎসর ঐ সমস্ত এলাকায় দু চার জায়গায় জালসা করিয়া থাকি। এইবারে সেখানে গিয়া দেখিতেছি যে, তাহাদের অনেকেই জালে পড়িয়া গিয়াছেন। তাহাদের সহিত বসিয়া আলাপ আলোচনার সময় আমি বলিয়াছি, আপনারাও জালে পড়িয়া গিয়াছেন। তাহারা বুঝিতে না পারিয়া বলিয়াছেন - কেমন? আপনারা জাল টুপী পরিয়াছেন কেন? অতঃপর আমি তাহাদের আসল ভেদ বুঝাইয়া দিয়াছি। তখন তাহারা আমার সামনে একে অন্যকে বলিয়াছেন - আরে! ছি, ছি, হুজুর বলিতেছেন কি! আমরা তো গোল ভাবিয়া আসলে দেওবন্দী জালে পড়িয়া গিয়াছি। কেহ মাথায় থেকে টুপী খুলিয়া নিয়া দেখিতে

pdf By Syed Mostafa Sakib

আরম্ভ করিয়াছেন। কেন বলিয়াছেন - তোমরা যাও গো যাও, জালসায় অনেক টুপীর দোকান আসিয়াছে, অন্য টুপী আনো। তাহারা বলিয়াছেন - তাই তো, এই জাল ছাড়া তাহারা তো অন্য গোল পরিয়া থাকে না। যাক, আলোচনা অন্যদিকে চলিয়া যাইতেছে। এখন আবার আসল কথা বলিতেছি আমার সুন্নী ভাইগন! আপনারা দেওবন্দী জালে পড়িবেন না। যদি কোন আলেম অথবা তালিবুল ইল্মকে জাল মাথায় নিয়া মসজিদে আসিতে দেখিয়া থাকেন, তবে তাহাকে কখনোই ইমামের জায়গায় পা রাখিতে দিবেন না। আপনারা নিজেদের মধ্যে কেহ ইমাম হইয়া যাইবেন। নামাজ হইল আপনাদের এক অমূল্য সম্পদ। সুতরাং তাহা একজন শয়তানের পিছনের পড়িয়া সর্বনাশ করিবেন কেন?

লক্ষণ নং - ২

বে রাহমাতিকা ইয়া আরহামার রাহিমীন

সাধারনতঃ মুসলমানেরা মুনাজাতের শেষে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ' বলিয়া থাকে। ইহা বলা জায়েজ বরং দুয়া কবূল হইবার জন্য একটি বড় অসীলা। বর্তমানে ইহা বলা ও না বলা সুন্নী ও ওহাবীদের মধ্যে আলামত হইয়া গিয়াছে। সুন্নীগন বলিয়া থাকেন এবং ওহাবীরা ইহার বিরোধীতা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। শয়তানের দল বলিতে আরম্ভ করিয়াছে - মুনাজাতের শেষে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসূল্লাহ' বলা শির্ক হইয়া যাইবে। কোন চাপের মুখে পড়িলে তখন বলিয়া থাকেন - ইহা বলিবার কোন দলীল নাই। কখনো বলিয়া থাকে - ইহা না বলিলেও মুনাজাত হইয়া যাইবে ইত্যাদি। শয়তানদের শয়তানী কথা যে কতো রকমের রহিয়াছে তাহা বলিয়া শেষ করা মুশকিল।

যে কালেমা পাঠ না করিলে কাফের মুসলমান হইতে পারে না,

সেই কালেমা মুনাজাতের শেষে পাঠ করিলে মুসলমান মুশরিক হইয়া যাইবে? লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ! শয়তানের শিষ্যরা বলিতেছে কি! ছি, ছি, ছি!

ইদানিং একটি নামাজ শিক্ষা বাহির হইয়াছে - "সর্ববৃহৎ হাক্কানী নামায শিক্ষা" লেখক মাওলানা মোহাঃ আব্দুল হামিদ কাসেমী। এই নামায শিক্ষায় একশত একুশ পৃষ্ঠায় মুনাজাতের তরীকায় অনেকগুলি মুনাজাত লিখিয়াছেন। শেষ মুনাজাতের শেষে এই বলিয়া মুনাজাত শেষ করিয়াছেন - সুবহানা রাব্বিকা রাব্বিল ইযযাতে আম্মা ইয়াসিফূন - অ সালামুন আলাল মুরসালিন - অল্ হামদু লিল্লাহি রব্বিল আ' লামীন বিহাক্কি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ, সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম! আবার নামায শিক্ষার শেষে চারশত তের পৃষ্ঠায় শেষ মুনাজাতের শেষে একই প্রকার ' লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ' বলিয়া শেষ করিয়াছেন। দেওবন্দী শয়তানদের এখন কি বলিয়া বুঝাইবেন! শয়তানের দলেরা দলীল পাইয়া থাকে না। আবার আব্দুল হামিদ সাহেব কেথায় থেকে দলীল পাইলেন? অবশ্য কাহারো এইরূপ বলিবার অবকাশ নাই যে, আব্দুল হামিদ সাহেব দেওবন্দী নয়। কারণ, আব্দুল হামিদ সাহেব নিজেকে দেওবন্দী বলিয়া নিজের নামের শেষে লেবেল লাগাইয়া দিয়াছেন - কাসেমী। এইবার আমার নিকট থেকে কাসেমী সাহেবের সম্পর্কে আরো একটু ইতিহাস শুনিয়া নিলে ব্যাপারটি আরো ক্লিয়ার হইয়া যাইবে।

আব্দুল হামিদ কাসেমী

কেহ যেন জনাব কাসেমী সাহেবকে একজন সাধারণ দেওবন্দী বলিয়া মনে না করিয়া থাকেন। ইনি দেওবন্দীদের মধ্যে একজন নামি দামি মানুষ। মাসিক তালীম পত্রিকার সম্পাদক এবং আমার এলাকার

pdf By Syed Mostafa Sakib

মানুষ। ১৯৮৬ সালের কথা বলিতেছি, যখন আমার এলাকার ফুরফুরা পন্থীরা মগরাহাটের দেওবন্দী - তাবলিগীদের নিয়া আমার সহিত মুনাজারা - বাহাস করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছিল, তখন এই কাসেমী সাহেব এক রকম নেতৃত্ব দিয়া ছিলেন। তবে সূচনায় ছিলেন ফুরফুরার মেজ হুজুরের এক নম্বরের খলীফা মাওলানা নুরুল হক্ব সাহেব। সব কথা বাদ দিয়া বলিতেছি, বাহাসের দিন ধার্য করিবার জন্য সংগ্রামপুর হাইস্কুলের দোতলায় একটি বৈঠক হইয়াছিল। সেই বৈঠকে নিরপেক্ষ সাজিয়া একদিকে বসিয়া ছিলেন এলাকার বারো জনের মধ্যে এগারজন কংগ্রেসী পাণ্ডা। আর আমার বিপক্ষে বারোজন আধায়াধি ফুরফুরা পন্থী ও দেওবন্দী আলেম। আমার সঙ্গে কোন আলেম ছিলো না। আমি একাই আল্ হামদু লিল্লাহ একশ হইয়া দাঁড়াইয়া ছিলাম। কিন্তু কমিটির চাপ বারো জন নিতেই হইবে। বাধ্য হইয়া এমনকি দুশমনদের ঘরের তরুণ যুবকদের নিয়া বারোজনকে সঙ্গে নিয়া বসিয়া গিয়াছিলাম। নিরপেক্ষ কমিটির মধ্যে থেকে একজন উঠিয়া ভাষণ দিতে লাগিলেন যে, আমাদের এলাকায় খুব শান্তি ছিলো। কিন্তু গোলাম ছামদানী দেশে ফিরিবার পরে অশান্তি বিরাজ করিয়াছে। তাই তাহার নিকট থেকে ফয়সালার জন্য বাহাসের একটি দিন ধার্য করিতে চাহিতেছি। প্রকাশ থাকে যে, আমার দ্বারায় দেশে অশান্তি বিরাজ করিবার কারণগুলি হইল যে, আমাদের মসজিদে তাবলিগী জামায়াতকে উঠিতে না দেওয়া ও সকালে বিকালে, ফজরের নামাজের ও জুময়ার নামাজের পরে কিয়াম করা ইত্যাদি। আমার কার্যকলাপে তাবলিগী আলেমদের যতখানি কষ্ট না হইতে ছিলো তাহার থেকে বেশি কষ্ট হইতে ছিলো মেজ হুজুরের খলীফা নুরুল হক সাহেবের। যাইহোক, আমি দাড়াইয়া বলিলাম - আমি ইমাম আহমাদ রেজা খান বেরেলবীর পূর্ণ পদাঙ্ক অনুসরণ কারী খাঁটি বেরেলবী। এই যাহারা আমার বিপক্ষে বারো জন বসিয়া রহিয়াছেন

ইহাদের পরিচয় কি? তখন এই আব্দুল হামিদ কাসেমী সাহেব দাঁড়াইয়া বলিয়া ছিলেন - আমরা আদম সন্তান। অতঃপর আমি দাঁড়াইয়া বলিলাম - ইহুদী, ঈসায়ী ও হিন্দু সবাই তো আদম সন্তান। ইহার জবাবে তিনি তড়িৎ দাঁড়াইয়া বলিয়া ছিলেন - আল হামদু লিল্লাহ আমরা মুসলমান। নিরপেক্ষ কমিটি খুব বাহবা দিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু আমি পুনরায় দাঁড়াইয়া গিয়াছি। সবাই আমাকে ধমকাইতে আরম্ভ করিয়াছেন - আমরা আর কিছু শুনিতে চাই না। মাওলানা সুন্দর কথা বলিয়া দিয়াছেন। কিন্তু আমি না ছোড়, আমাকে বলিতে দিতে হইবে। শেষ পর্যন্ত সময় দিলে আমি বলিলাম - মুসলমান তো বহুদলে বিভক্ত - রাফেজী, খারেজী, কাদিয়ানী ইত্যাদি। ইহারা কাহারা? এই সময়ে ফুরফুরা পন্থী ও দেওবন্দী আলেমদের অবস্থা দেখিবার মতো ছিলো। কিন্তু ভিডিও কাসেট করিবার ব্যবস্থা ছিলো না! কেহ না বলিতে পারিতেছে - আমরা ফুরফুরা পন্থী, না কেহ বলিতে পারিতেছে - আমরা দেওবন্দী। কাসেমী সাহেব মাথা নীচু করিয়া নীরব। আব্দুল হক সাহেবের বড় ছেলে আব্দুল ওহহাব সাহেব মাথা নাড়াইতে আরম্ভ করিয়াছেন। নুরুল হক সাহেব একবার উপরে ও একবার নীচুতে আপ ডাউন করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। নীচুতে কয়েক শত মানুষ অপেক্ষামান। তাহাদের নিকট আসিয়া নূরুল হক সাহেব আমার সম্পর্কে মিথ্যা প্রচার যে, সে বাহাস করিতে পারিবে না। এখন সে আজে বাজে কথা বলিতেছে। লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ! মিথ্যাবাদীদের প্রতি খোদা তায়ালার অভিশাপ। যখন গাদ্দার নিরপেক্ষ কমিটি নিরপেক্ষতার মাথা খাইয়া আবার আমার উপর চাপ সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে যে, আমরা ঐ সমস্ত বাজে প্রশ্নোত্তরের মধ্যে নাই। আমরা কেবল বাহাসের দিন চাই। তখন আমি গর্জন করিয়া বলিয়া ছিলাম - বাহাসের জন্য দিন করিবার প্রয়োজন নাই। আজই বাহাস হইয়া যাক।

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইহারা তো বারোজন রহিয়াছে আর আমি একাই। আজ বাহাস না হইবার কারন কি? আপনারা আমাকে অনুমতি দিন, আমি এখনই প্রমান করিয়া দিবো - ইহারা একে অন্যকে কাফের বলিয়াছে। ফুরফুরা পন্থীরা দেওবন্দীদের কাফের বলিয়াছে এবং দেওবন্দীদের কথায় ফুরফুরা পন্থীরা কাফের। আমার নিক্ষেপ করা এই সমস্ত ইট পাটকেলের আঘাত উভয় পক্ষ নীরবে বর্দাশত করিয়া নিয়াছে। কোন পক্ষই প্রমানের জন্য চ্যালেঞ্জ করিতে পারে নাই এবং না বেঈমান নিরপেক্ষ কমিটি। নিরপেক্ষ কমিটির মধ্যে থেকে কেবল আঁইনুল ডাক্তারই দুই একবার বলিয়া ছিলেন - ছামদানী সাহেব যখন ব্যাগে করিয়া প্রমানাদি আনিয়াছে তখন দেখিতে আপত্তি কোথায়? কিন্তু ডাক্তার সাহেব হইলেন একজন মৃদু ভাষি মানুষ। তাহার কথায় কেহ কর্ণপাত করিতে চাহিয়া ছিলো না। এখনই সংবাদ নিলাম যে, ডাক্তার সাহেব বাঁচিয়া রহিয়াছেন। আর কমিটির বড় বড় যালেমরা দুনিয়া ছাড়া হইয়াছে। আর আব্দুল হামিদ কাসেমীর নিকটে আজো আমার উত্তর বাকী রহিয়াছে। তবে তাহার উত্তর দেওয়ার আর কোন প্রয়োজন নাই। সেই দিনে উত্তর দিলে তবেই হইতো তাহাদের ঈমানদারের কাজ। এখন আর সেই সংগ্রামপুর এলাকায় ফুরফুরা পন্থী বলিয়া কিছুই নাই, দেওবন্দী - তাবলিগী জামায়াতে একাকার হইয়া গিয়াছে। এই একাকার হইবার পিছনে ফুরফুরার মেজ হুজুর আবু জাফর সিদ্দিকী সাহেবের সুযোগ্য খলীফা মাওলানা নুরুল হক সাহেবের অবদান। দুরবর্তী ফুরফরা পন্থী, যাহারা এখনো পর্যন্ত কিছু কিছু এলাকায় ফুরফুরা ফুরফুরা করিয়া খাবি খাইতেছেন তাহারা আমার কথার বাস্তবতা প্রমানের জন্য একটু কষ্ট করিয়া সংগ্রামপুর এলাকায় ঘুরিয়া আসিবেন।

লক্ষণ নং - ৩

আজানের পরে হাত তুলিয়া দুয়া

হাদীস পাকে রহিয়াছে, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - যে ব্যক্তি আজান শুনিয়া আমার জন্য 'মাকামে মাহমুদ' পাইবার দুয়া করিবে, তাহার জন্য আমার শাফায়াত হালাল হইয়া যাইবে। (মিশকাত)

দয়ার নবী আমাদের যেখানে শাফায়াতের কথা বলিয়াছেন সেখানে আমাদের কতো আনন্দের বিষয় হইয়া গিয়াছে। সুবহানাল্লাহ! সুবহানাল্লাহ! মুসলমানেরা বিনয়ীর সহিত দয়ার মুস্তাফার জন্য দুই হাত উঠাইয়া দুয়া করিয়া থাকে। এমনকি যাহাদের দুয়া মুখস্ত নাই তাহারা পর্যন্ত হাত তুলিয়া দরুদ শরীফ পড়িয়া দিয়া থাকে। এই স্থলে ওহাবী শয়তানদের মাথা খারাপ হইয়াছে। তাহারা আজানের পরে হাত তুলিয়া দুয়ার ঘোর বিরোধী। তাহারা তো হাত উঠাইয়া দুয়া করিয়া থাকে না, বরং হাত তুলিবার বিপক্ষে যুক্তি পেশ করিয়া থাকে যে, পেশাব পায়খানায় যাইবার সময়ে দুয়া পড়া হইয়া থাকে কিন্তু হাত উঠানো হইয়া থাকে না। লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ। কি শয়তানী কথা! কোথায় কোন কথা! শয়তানদের পাত্র জ্ঞান নাই, ক্ষেত্র জ্ঞান নাই। কোথায় কোন্ কথা বলিতে হইয়া থাকে, তাহা জানা নাই। এইবার যখন বুঝিয়া ফেলিয়াছেন যে, শয়তানের চেলা চলিয়া আসিয়াছে, তখন যেমন সাবধান হইবার তেমন সাবধান হইয়া যাইবেন কিন্তু এ কথা অবশ্য না বলিয়া বিদায় দিবেন না যে, আপনারা যে থানুবী সাহেবের কালেমা পাঠ করিয়াছেন সেই থানুবী সাহেব ফতওয়ায় ইমদাদীয়া প্রথম খণ্ড ৯৮ পৃষ্ঠায় আজানের পরে হাত তুলিয়া দুয়া করা সুন্নাত বলিয়াছেন। এইবার বলিবেন - এখান থেকে ভাগুন! আর যদি বয়স কম হইয়া থাকে, তাহা হইলে বলিবেন -

pdf By Syed Mostafa Sakib

ভাগ! তোদের চেনা হইয়া গিয়াছে।

ওহাবীদের চিনিবার বহু লক্ষণ রহিয়াছে। এখানে কেবল তিনটি লক্ষণ লিখিয়া দিলাম। মোট কথা, কোন প্রকারে যদি বুঝিতে পারিয়া থাকেন যে, ইহারা বাতিল ফিরকার মানুষ, তাহা হইলে না তাহাদের সালাম দিবেন, না তাহাদের নামাজ পড়াইতে দিবেন, না তাহাদের নিয়া কুলখানী, কোরয়ানখানী, কালেমাখানী করাইবেন। অন্যথায় সবই বর্বাদ হইয়া যাইবে। দুঃখের বিষয় ইহাই যে, অনেক সুন্নী মানুষ সামাজিকতা বজায় রাখিবার জন্য হারামীদের ডাকিয়া থাকে। পরে পস্তাইয়া থাকে যে, আমার বাড়িতে মীলাদ করিয়া গেল কিন্তু কিয়াম করিল না, কুলাখানী ও কালেমাখানীতে আসিল কিন্তু অয়াজ নসীহতের মাধ্যমে বুঝাইতে চাহিল যে, এই সমস্ত জিনিষগুলি করিলে কোন সওয়াব পাওয়া যায় না ইত্যাদি। আমার সুন্নী ভাইগণ! কেবল বাঁচাও বাঁচাও করিলে হইবে না। সাহায্যকারীর কথা মতো চলিতে হইবে। চলিতে পারিলে বাঁচিয়া যাইবেন। আবার কি বলিতেছি ভাল করিয়া শুনিয়া নিন -

মজবুত প্রাচীরের প্রয়োজন

সুন্নীয়াতের রাজধানী হইল মসজিদ। সুন্নীগণ! রাজধানী দখলে রাখিবার চেষ্টা করুণ। এই রাজধানী দখলে রাখিবার জন্য কয়েকটি কাজের প্রয়োজন। যথা -

(ক) এখন প্রায় প্রত্যেক মসজিদে মাইক হইয়া গিয়াছে। অতএব, একমাত্র মাগরিবের নামাজ ছাড়া প্রত্যেক নামাজের অয়াক্তে আজান ও ইকামাতের মাঝখানে নিম্নোভাষায় সলাত ও সালাম পাঠ করিয়া দিন।

আস্‌সলাতু অস্ সালামু আলাইকা
ইয়া রাসূলাল্লাহ,

আস্‌সলাতু অস্‌সালামু আলাইকা
ইয়া হাবীবাল্লাহ
আস্‌সলাতু অস্‌সালামু আলাইকা
ইয়া খয়রা খলকিল্লাহ।
আস্‌সলাতু অস্‌সালামু আলাইকা
ইয়া নুরাম্ মিন নূরিল্লাহ!
বালাগল্ উলাবি কামালিহী, কাশাফাদ্দুজা
বিজামালিহী, হাসূনাতু জামীউ খিসালিহী
সাল্লু আলাইহি অ আলাহী।

এই সলাত ও সালাম হইল মসজিদ - রাজধানীর প্রাচীরের ভিত্তিস্থাপন। যেদিন আপনারা মসজিদে এই প্রকার সলাত ও সালাম পাঠ করা আরম্ভ করিয়া দিতে পারিবেন সেদিন থেকে সুন্নী ও ওহাবীদের মসজিদের মধ্যে পার্থক্য দেখিতে পাইবেন। তবে খবরদার! আপনারা নিজেরা যেন বিভ্রান্ত হইয়া পড়িবেন না যে, এই নতুন জিনিষ কেমন করিয়া চালু করিবো! ইহা চালু করিলে লোকে কি বলিবে! আবার হইতেও পারে যে, আপনারা যে সমস্ত মাওলানা মৌলবীর ছায়াতে বাস করিয়া থাকেন তাহারা হয়তো বাধা দিতে পারেন। তবে জানিয়া রাখিবেন, যদি এই মাওলানা, মৌলবীগুলি মীলাদ কিয়ামের হইয়া থাকেন এবং আপনাদের এই সলাত ও সালামে বাধা দিয়া থাকেন, তাহা হইলে ইহারা কেবল পেট পূজক মীলাদ কিয়ামের মৌলবী। আসলে কিন্তু ইহারা সুন্নী নয়, বরং দেওবন্দীদের পৃষ্ঠপোষক। তবে যেহেতু আপনারা সাধারন মানুষ। মৌলবী মাওলানাদের সহিত যুক্তি তর্কে পারিবেন না। তাহারা আপনাদিগকে কিছু ভুল কথা বলিয়া বুঝাইয়া দিতে পারেন। এই কারণে আপনারা বিনীতভাবে বলিবেন - ইহা কি নাজায়েজ? যদি নাজায়েজ হইয়া থাকে, তাহা হইলে

pdf By Syed Mostafa Sakib

আমাদিগকে প্রমান করিয়া দিন। ইনশা আল্লাহ, প্রমান করিতে অক্ষম হইয়া যাইবেন। কারণ, ইহা নাজায়েজ নয়, বরং মুস্তাহাব। ফিকহের কিতাবগুলিতে ইহাকে 'তাসবীব' বলা হইয়াছে। যেমন দুর্রে মুখতার কিতাবের ৩৯০ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে - আজানের পরে সালাম পাঠ করা সাত শত একাশি হিজরীতে রবীউল আখির মাসে সোমবার ঈশার নামাজে চালু হইয়াছে। তারপর জুময়ার নামাজে। তারপর ইহার দশ বৎসর পরে মাগরিব ছাড়া সমস্ত নামাজে চালু হইয়াছে। এখন চৌদ্দশত বত্রিশ হিজরী চলিতেছে। এইবার চিন্তা করিয়া দেখুন, সাতশত বৎসরের পুরাতন জিনিষকে যে মৌলবী মাওলানার দল চাপা ফেলিয়া রাখিয়াছেন তাহারা কেমন দায়িত্বশীল। মৌলবীদের জিজ্ঞাসা করিবেন, দুর্রে মুখতার কি হানাফী মাযহাবের কিতাব নয়? আপনারা কি কেবল মীলাদ কিয়ামে হানাফী এবং কাজের গোড়ায় ওহাবীদের সাথী? যাহা কিতাবে রহিয়াছে তাহা মানিতে হইবে। কোথায় চালু রহিয়াছে এবং কোথায় চালু নাই, তাহা দেখিবার প্রয়োজন নাই। কোলকাতার মতো মহানগরীতে শতাধিক মসজিদে এই প্রকার 'সলাত সালাম' পাঠ করা চালু রহিয়াছে। আর ভারত, পাকিস্তানের সর্বত্রে সুন্নীদের মসজিদগুলিতে চালু রহিয়াছে। ওহাবীরা সব সময়ে সলাত সালামের বিরোধীতা করিয়া থাকে। ইহারা আজানের পরে ও জামায়াতের পূর্বে ঘোষনা করিয়া থাকে, আর এত মিনিট পরে নামাজ আরম্ভ হইবে। সুন্নীগণ এইস্থলে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সালামের প্রতি সলাত সালাম পাঠ করিয়া থাকেন। এইবার চিন্তা করিয়া দেখুন, শরীয়তের মসলার প্রতি আমল করতঃ সুন্নীদের সহিত থাকিয়া সুন্নীয়াতকে বাঁচাইবেন, না হক মসলাকে সরাইয়া রাখিয়া ওহাবীদের দল ভারি করিয়া থাকিবেন? তবে মসজিদ রক্ষা করিতে হইলে প্রাথমিক পর্যায়ে এই মসলাটি চালু করিবার একান্ত প্রয়োজন রহিয়াছে।

(খ) তাকবীরের সময় অবশ্যই বসিয়া থাকিবেন। যখন মুকাব্বির বলিবে - 'হাইয়া লাস সলাহ' তখন উঠিবে অথবা যখন 'হাইয়ালাল ফালাহ' বলিবে তখন উঠিবে কিংবা যখন 'হাইয়ালাস সলাহ' বলিবে তখন উঠিতে আরম্ভ করিবে এবং 'হাইয়ালাল ফালহ' বলা পর্যন্ত উঠা শেষ করিয়া দিবে। কারণ, হানাফী মাযহাবের কিতাবগুলিতে দুই রকম বলা হইয়াছে। শরহে বিকায়া প্রথম খণ্ড ১৩৬ পৃষ্ঠায় 'হাইয়ালাস সলাহ' বলিবার সময় উঠিবার কথা বলা হইয়াছে। আলামগিরী প্রথম খণ্ড ৫৭ পৃষ্ঠায় 'হাইয়া আলাল ফালহ' বলিবার সময় উঠিতে বলা হইয়াছে। ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী রহমা তুল্লাহি আলাইহি বলিয়াছেন, 'হাইয়ালাস্ সলাহ' হইতে উঠা আরম্ভ হইবে এবং 'হাইয়ালাল ফালাহ' পর্যন্ত দাঁড়ানো শেষ করিয়া দিবে। (ফাতাওয়ায় রেজবীয়া) দাঁড়াইয়া তাকবীর শোনা মাকরূহ। (আলামগিরী) তাকবীরের পূর্বে অথবা তাকবীর আরম্ভ হইবার সাথে সাথে দাঁড়াইয়া যাওয়া কোন ইমামের নিকট জায়েজ নয়। এমনকি ফাতাওয়ায় নাঈমীর প্রথম খণ্ড চুয়াত্তর পৃষ্ঠায় সমস্ত মুসাল্লী - ইমাম ও মুক্তাদী সবার জন্য বসিয়া তাকবীর শোনা অয়াজিব বলা হইয়াছে। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম বলিয়াছেন - তোমরা দাঁড়াইবে না যতক্ষণ না আমাকে দেখিতে পাইয়া থাকো। (মিশকাত ৬৪ পৃষ্ঠায়) এই হাদীসের টীকায় বলা হইয়াছে, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম ইকামাত বা তাকবীর আরম্ভ হইবার পরে হুজরা থেকে বাহির হইতেন এবং হাইয়ালাস সালাহ বলিবার সময় মিহরাবে প্রবেশ করিতেন। এইজন্য আমাদের ইমানগণ বলিয়াছেন - ইমাম ও মোক্তাদীগণ হাইয়ালাস্ সলাহ বলিবার সময় উঠিবে। দুনিয়ার কোন কিতাবে নাই যে, তাকবীরের পূর্বে সবাই দাঁড়াইয়া যাইবে। সুন্নীদের বিরোধীতা করিবার জন্য শয়তানের শিষ্যরা তাকবীর আরম্ভ হইতে, না হইতেই এরিয়াল হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাবলিগী জামায়াতের মাধ্যমে শয়তানের দল নামাজী, না নামাজী বনিয়াছে। নামাজের কোন সিস্টেমই জানে না। লাইন সোজা করিত হইবে বলিয়া শয়তানী বাহানা করিয়া তাকবীরের জন্য মুকাব্বির খাড়া হইতে না হইতে দাঁড়ানো আরম্ভ করিয়া দিয়া থাকে - লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ!

একটি প্রশ্ন

হাদীস পাকে লাইন সোজা করিবার তো খুবই গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। তাকবীরের সময় বসিয়া থাকিলে লাইন সোজা করিবে কখন?

উত্তর ঃ- ইমামগণ কি লাইন সোজা করিবার বিপক্ষে ছিলেন? কখনোই না। লাইন সোজা করা জরুরী, কিন্তু তাহা কখন? এ বিষয়ে হাদীস পাকে কোন বর্ণনা নাই। সুতরাং নামাজ আরম্ভ করিবার পূর্বে লাইন সোজা করিতে হইবে। চাই তাকবীরের পূর্বে হউক অথবা তাকবীরের পরে। হয় সবাই লাইন সোজা করিয়া বসিয়া থাকিবে এবং 'হাইয়ালাস্ সলাহ' বলিবার পর উঠিবে। অথবা 'হাইয়ালাস্ সলাহ' বলিবার পর উঠিয়া লাইন সোজা করিয়া নিবে। ইহাতে বিলম্ব হইবার কিছুই নাই। কেবল প্রত্যেকেই নিজের ডান দিক বাম দিক তাকাইয়া কাঁধে কাঁধে মিলাইয়া নিলে হইয়া যাইবে। বিলম্ব হইবে কেন? আর যদি বিলম্ব হইয়াই থাকে, তাহা হইলে কোন দোষ নাই। ধীরস্থীর ভাবে লাইন সোজা করিবার পর নামাজ আরম্ভ করিবে। শয়তানদের মধ্যে এমন শয়তানী জিদ আসিয়া গিয়াছে যে, ইমাম সাহেব নিজেই তাকবীরের আগে দাঁড়াইয়া মুক্তাদীদের দাঁড় করাইয়া নিয়া তারপর তাকবীর দেওয়ার নির্দেশ দিয়া থাকে। কি শয়তান! লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ!

আমার সুন্নীভাইগণ! যদি আপনাদের মধ্যে এই শয়তানী স্বভাব

আসিয়া থাকে, তবে অবিলম্বে তওবা করতঃ কিতাবের প্রতি আমল করিয়া থাকুন। অন্যথায় আপনারা অনেকগুলি ক্ষতির মধ্যে পড়িয়া যাইবেন। যথা -

(১) আপনাদের আমল হইবে হাদীস বিরোধী। কারণ, হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম দাঁড়াইতে নিষেধ করিয়াছেন। জোর পূর্বক তাঁহার ফরমানের খেলাফ করাই হইল নাফরমানী। তাকবীরের সময় দাঁড়াইয়া আপনি আল্লাহর রসূলের নাফরমান হইতে চান?

(২) সমস্ত ইমামগনের, বিশেষ করিয়া হানাফী ইমামগণের বিরোধীতা। কারণ, কোন ইমাম তাকবীরের পূর্বে দাঁড়াইবার নির্দেশ দেন নাই। ইমামগণের বিরোধীতা করাই হইল ভ্রষ্টতা। আপনি কি তাকবীরের সময় দাঁড়াইয়া ভ্রষ্টতা অবলম্বন করিতে চান?

(৩) আপনি লাইন সোজ করিবার বাহনায় যেভাবে জোর করিয়া দাড়াইতেছেন তাহাতে প্রমান হইতেছে যে, ইমামগণের কাছে লাইন সোজা করিবার কোন গুরুত্ব ছিলো না। ইহা হইল মহান ইমামগনের প্রতি এক প্রকার অপবাদ। আপনি কি ইহাই ধারনা করিতেছেন?

(৪) আপনার দাঁড়ানো ফাতাওয়ায় আলমগিরীর কথা অনুযায়ী কমপক্ষে মাকরূহ হইতেছে।

(৫) আপনার দাঁড়ানো ফাতাওয়ায় নাঈমীর কথা অনুযায়ী অয়াজিব ত্যাগ করা হইতেছে।

(৬) সবচাইতে দুঃখ জনক কথা হইল যে, আপনি সমস্ত সুন্নী উলামাদের অবজ্ঞা করতঃ ওহাবী শয়তানদের অনুসরন করিতেছেন। লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ!

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

আপনি প্রথমে মানুষকে বুঝাইবার চেষ্টা করিবেন যে, তাকবীরের সময় দাঁড়ানো সুন্নাতের খেলাফ। আপনারা নামাজ পড়িতে আসিয়া একটি সুন্নাতকে মুর্দা করিতেছেন কেন? যখন দরবারে ইলাহীতে আসিয়া গিয়াছেন তখন তো তরীকা মানিয়া চলাই উচিত! ইহার পরেও যদি কেহ শয়তানকে কাঁধে বসাইয়া তাকবীরের সময় দাঁড়াইয়া থাকে, তাহা হইলে আপনি নিজে বসিয়া থাকিবেন। কাহারো কোন কথায় কর্ণপাত করিবেন না। নামাজের পরে আমার পুস্তকটি হাতে নিয়া চ্যালেঞ্জ করিবেন। শয়তানের শিষ্যরা আপনার সহিত শয়তানী করিবে কিন্তু কেহ চ্যালেঞ্জের মুকাবিলার জন্য প্রস্তুত হইবে না।

আজ থেকে দেড় মাস আগে রমযান শরীফের শেষের দিকের কথা বলিতেছি। একটি দেওবন্দী গ্রামের একটি সুন্নী তালিবুল ইল্ম আমার নিকট প্রাইভেট পড়িতে আসিতো। ছেলেটি আমার নিকট জান্নাতী জেওর এর সহিত আরো কিছু কিতাব পড়িতো। যেদিন সে আমার নিকট জান্নাতী জেওর থেকে পড়িয়া জানিতে পারিলো যে, তাকবীরের সময় বসিয়া থাকিতে হইবে, দাঁড়াইয়া তাকবীর শোনা জায়েজ নয় - মাকরূহ। সেদিন সে বাড়িতে গিয়া মসজিদে নামাজ পড়িতে গিয়াছে। তাকবীরের সময় সবাই দাঁড়াইয়া গিয়াছে কিন্তু ছেলেটি বসিয়া রহিয়াছে। ইহাতে মুসাল্লীদের মধ্যে কেহ কেহ বলিয়াছে ওকে লাথি মারিয়া উঠাও। নামাজের পরে সবাই ধরিয়াছে - বসিয়া ছিলে কেন? ছেলেটি বলিয়াছে কিতাবে বসিয়া থাকিবার কথা বলা হইয়াছে। দাঁড়াইয়া থাকা মাকরূহ। ছেলেটি জান্নাতী জেওর খুলিয়া পড়িয়া শোনাইয়া দিয়াছে। তখন এক শয়তান তাহার হাত থেকে কিতাবখানা কাড়িয়া নিয়া ছুড়িয়া ফেলিয়া দিয়াছে এবং বলিয়াছে আমরা এই কিতাবখানা মানি না। ছেলেটি বলিয়াছে, কিতাবের মধ্যে

ফাতাওয়ায় আলামগিরীর কথা বলা হইয়াছে। অতঃপর তাহাদের মধ্যে একজন বলিয়াছে, আলামগিরী আবার কি কিতাব! খোদা আসিয়া বলিলেও মানিবো না - একশতবার লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ! শয়তানের বাচ্চাদের উপরে কেমন খোদায়ী মার দেখুন! শেষ পর্যন্ত ছেলেটিকে মারপিট পর্যন্ত করিয়াছে। ছেলেটির সহিত গ্রাম থেকে বেশ কিছু লোকজন আসিয়া ছেলেটির বর্ণনা সত্য বলিয়া সমর্থন করিয়াছেন। ছেলেটি অল্প বয়সের। আমি তাহার সান্ত্বনা দিয়াছি এবং খাস করিয়া দুয়া দিয়াছি। আর গ্রামবাসীদের মধ্যে যাহারা আসিয়াছিলো তাহাদের বলিয়া দিয়াছি যে, আপনারা গ্রামে গিয়া দেওবন্দী শয়তানদের বলিয়া দিবেন - যদি তোমরা নিজদিগকে মুসলমান বলিয়া দাবী করিয়া থাকো, তাহা হইলে মসলাটি অবশ্যই যাঁচাই করিবে। আর যে শয়তান বলিয়াছে, খোদা আসিয়া বলিলেও মানিবো না সেই শয়তানকে কালেমা পাঠ করিয়া মুসলমান হইতে হইবে। অনুরূপ যে শয়তানেরা এইরূপ কথার না প্রতিবাদ করিয়াছে, না আন্তরিক ভাবে ঘৃণা করিয়াছে তাহাদেরও কালেমা পড়িয়া মুসলমান হইতে হইবে।

(গ) পাঁচ অয়াক্ত নামাজ সালাম ফিরাইবার পর ইমাম সাহেব ডান দিক অথবা বামদিকে ঘুরিয়া বসিবেন। তবে ডানদিকে ঘুরিয়া বসা উত্তম। ওহাবী দেওবন্দীরা কেবল ফজর ও আসরে ঘুরিয়া থাকে। হজরত সামূরাহ ইবনো জুন্দুব বলিয়াছেন - হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম যখন নামাজ শেষ করিতেন, তখন আমাদের দিকে মুখ ঘুরাইতেন। (বোখারী শরীফ)

মোট কথা, কিবলার দিক থেকে মুখ ঘুরাইয়া দুয়া করিবেন। ইহাতে সুন্নী ও ওহাবীদের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। আপনারা হাদীসের প্রতি আমল করিয়া চলিবেন।

(ঘ) সমস্ত অয়াক্তের আজান মুখে হউক অথবা মাইকে হইক, মসজিদের

pdf By Syed Mostafa Sakib

বাহিরে দিবেন। এমনকি জুময়ার দিন খুতবার আজানও মসজিদের বাহিরে দিবেন। ইহা সুন্নাত। মসজিদের ভিতরে আজান দেওয়া মাকরাহ এবং বর্তমানে ইহা ওহাবীদের আলামাত হইয়া গিয়াছে। এই আজানের মসলা সম্পর্কে বিস্তারিত ভাবে জানিতে হইলে আমার লেখা - 'সলাতে মুস্তফা' ও 'নকল পরশমনি হইতে সাবধান' পাঠ করিবেন।

(ঙ) আজানে হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পবিত্র নাম শুনিলে দুই বৃদ্ধাঙ্গুলে চুম্বন দিয়া চক্ষুতে বুলাইবেন। কেবল জুময়ার খুতবার আজানের সময় করিবেন না। অয়াজ নসীহতে, মীলাদ মহফিলে সবত্রে হুজুর পাকের পবিত্র নাম শুনিলে এইরূপ করিবেন। ইহা হইল সুন্নী ও ওহাবীদের মধ্যে একটি বড় পার্থক্য। সুন্নীগন হাদীস সম্মত এই মুস্তাহাব কাজটি করিয়া থাকেন, আর ওহাবী, দেওবন্দী, জামায়াতে ইসলামী ও তাবলিগী জামায়াতের লোকেরা ইহার বিরোধীতা করিয়া থাকে।

(চ) প্রতিটি সমজিদে মীলাদ কিয়াম ব্যাপক ভাবে চালু করিয়া দিন। বিশেষ করিয়া ফজর ও জুমার নামাজের পরে অবশ্যই মুখে, আর মাইক থাকিলে অবশ্য অবশ্যই মাইকে সালাম পাঠ করিবেন। ওহাবীদের জন্য ইহা হইল মারনাস্ত্র।

(ছ) প্রতিটি মসজিদে 'ফায়জানে সুন্নাত' নামক কিতাবখানা অবশ্যই রাখিয়া দিবেন। ২৪ ঘন্টায় কমপক্ষে একবার কিতাবখানা পাঠ করিয়া শোনাইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। নিজেদের মধ্যে যে ভাল বাংলা পড়িতে পারে সেই কিতাবখানা পাঠ করিয়া শোনাইতে থাকিবে। সপ্তায় দুই একদিন কোরয়ানের তরজমা ও তাফসীর শোনাইবার জন্য 'কানযুল ঈমান - খাযাইনুল ইরফান' অথবা 'কানযুল ঈমান - নুরুল ইরফান' অথবা এই দুইখানা কিতাব অবশ্যই মসজিদে রাখিয়া দিতে হইবে। আর মসলা মাসায়েলের জন্য 'বাহারে শরীয়ত' ও 'কানুনে শরীয়ত' রাখিতে হইবে।

এই কিতাবগুলি ব্যবস্থা করিতে পারিলে ইনশা আল্লাহ কিছু শিখিবার জন্য গোমরাহ তাবলিগী জামায়াতের মুখাপেক্ষি হইতে হইবে না। তবে এই সঙ্গে আরো একটি কথা অবশ্যই মনে রাখিবেন - ওহাবী, দেওবন্দী ও জামায়াতে ইসলামীদের যে সমস্ত কিতাব মসজিদে রহিয়াছে সেগুলি খুব শীঘ্র মসজিদ থেকে বাহির করিয়া কোন কবরস্থানে পুতিয়া দিবেন। অবশ্য চাপা মাটি দিবেন না। আল্লাহ ও তাহার রসুলের বাণীগুলির বেয়াদবী হইয়া যাইবে। সুতরাং নিয়মমাফীক কাপড়ে জড়াইয়া কবর দিবেন।

এ পর্যন্ত যে সমস্ত বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি তাহাতে যেন আপনাদের মসজিদের চারিদিকে মজবুত প্রাচীর দেওয়া হইয়া গিয়াছে। আপনাদের মসজিদগুলিতে কোন বাতিল ফিরকার, বিশেষ করিয়া তাবলিগী জামায়াতের প্রবেশ পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। আর যদি শিশা গলাইয়া প্রাচীর দিতে ইচ্ছা করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আর একটি কাজ করিতে হইবে যে, একটি বোর্ড লিখিয়া মসজিদের সদর গেটে টাঙাইয়া দিবেন - এই মসজিদে কোন বাতিল ফিরকার, বিশেষ করিয়া তাবলিগী জামায়াতের প্রবেশ অধিকার নাই।

কয়েকটি প্রশ্ন

প্রশ্ন নং - ১

যে মসজিদে ওহাবী, দেওবন্দী, তাবলিগী জামায়াত ও জামায়াতে ইসলামী সমান সমান রহিয়াছে অথবা সুন্নীদের সংখ্যা কম রহিয়াছে সেখানকার অবস্থা কি হইবে?

উত্তর ঃ- যে মসজিদগুলি বহু পূর্ব থেকে তৈরি হইয়া রহিয়াছে সেগুলি সবই সুন্নীদের মসজিদ। এই বাতিল ও বিদয়াতী জামায়াতগুলি পরে জন্ম নিয়া জোরপূর্বক সুন্নীদের মসজিদগুলি দখল নিয়াছে। সুতরাং সর্বশক্তি

pdf By Syed Mostafa Sakib

প্রয়োগ করিয়া ইহাদের দখল ছাড়াইতে হইবে। যদি ইহা কোন প্রকারে সম্ভব না হইয়া থাকে, তাহা হইলে সুন্নীগন! আপনারা আপনাদের সমস্ত কাজ যথা নিয়মে চালু করিয়া দিবেন। ইহাতে যদি কোন রকমের বাধা আসিয়া থাকে, তাহা হইলে বাধা উপেক্ষা করিতে হইবে। নিজেদের কাজ মোটে বন্ধ করিবেন না। আর যদি বড় ধরনের বাধা আসিয়া থাকে তাহা হইলে আইনের আশ্রয় নিতে হইবে। ইহাতে অবশ্যই আপনাদের জয় হইবে। কোন সময়ে সহজে মসজিদ ত্যাগ করিবার সিদ্ধান্ত নিবেন না। কাবা শরীফের মধ্যে বহু বাতিল অবৈধভাবে দখল নিয়াছিল। যথা সময়ে সেগুলিকে বাহির করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অনুরূপ এই বাতিলগুলিকে বাহির করিয়া দেওয়ার চেষ্টা করিতে হইবে।

প্রশ্ন নং - ২

কোন মসজিদের ইমাম যদি বাতিল জামায়াতের মানুষ হইয়া থাকে, তাহা হইলে কি তাহার পিছনে নামাজ পড়িতে হইবে, না মসজিদে আলাদা জামায়াত করিতে হইবে? একই মসজিদে কি জামায়াত পৃথক করা যাইবে?

উত্তর ঃ- হক্কের সহিত বাতিলের সমঝোতা নাই। ঈমানের সহিত কুফরের সমঝোতা নাই। কোন বাতিল ফিরকার পিছনে সুন্নীদের নামাজ জায়েজ হইবে না। অতএব, কোন সুন্নী কোন সময়ে কোন বাতিলের পিছনে ইক্তেদা করিতে পারে না। সুতরাং জামায়াত আলাদা করা জরুরী। একই মসজিদে আলাদা জামায়াত করা জায়েজ। আজ থেকে পঞ্চাশ ষাট বৎসর পূর্বে কাবা শরীফে একই সঙ্গে চার মাযহাবের চারজন ইমাম চারটি মুসাল্লায় পৃথক পৃথক জামায়াত করিতেন। বাহারে শরীয়াত খুলিয়া দেখুন, চারজন ইমাম কাবা শরীফের কে কোন দিকে দাঁড়াইতেন সেগুলির নকশা পর্যন্ত দেওয়া রহিয়াছে। অথচ এই ইমামগণ প্রত্যেকেই ছিলেন সুন্নী।

কেবল মাযহাব পৃথক হইবার কারনে জামায়াত পৃথক হইতো। যাহারা সুন্নী নয়, বরং পথভ্রষ্ট ওহাবী তাহাদের থেকে পৃথক ভাবে জামায়াত আলাদা করা যাইবে না কেন? বর্তমানে মক্কা ও মদীনা শরীফের উপরে ওহাবী রাজ চলিতেছে। এই যালেম ওহাবী সম্প্রদায় বিশ্ব সুন্নীদের স্বাধীনতাকে কাড়িয়া নিয়া জোর পূর্বক একটি জামায়াত করিয়া দিয়াছে। ইহা হইল সুন্নী জগতের উপর তাহাদের বড় ধরনের অত্যাচার। হাজার হাজার সুন্নী মুসলমান তাহাদের সম্পর্কে সম অবগত না থাকিবার কারণে তাহাদের পিছনে নামাজ পড়িয়া আসিতেছে। অবশ্য এখন হাজার হাজার সুন্নী মুসলমান তাহাদের পিছনে নামাজ না পড়িয়াও আসিতেছেন। অচীরে ওহাবী রাজত্ব খতম হইয়া যাইবে ইনশা আল্লাহ! ওহাবীদের ধ্বংসের পথ প্রশস্ত হইয়া গিয়াছে। তাহাদের রাজতন্ত্রের উপর খোদায়ী গজব আসিতে আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। যেদিন গণতন্ত্র শুরু হইয়া যাইবে সেদিন অবশ্যই দেখিবেন তাহাদের পতন। যাইহোক, আমি আমার সুন্নী ভাইদের যে পরামর্শ প্রদান করিয়াছি, তাহাতে আমার কোন নাফসানীয়াত নাই, যাহা আল্লাহ তায়ালা খুব ভালই জ্ঞাত রহিয়াছেন। কেবল ঈমান ও ইসলামের খাতিরে পরামর্শ প্রদান করিতেছি। আমার কথায় যদি কাহারো বিরক্তি আসিয়া থাকে, তবে অবশ্যই তাহার কাছে ঈমান ও ইবাদতের কোন মুল্যই নাই। একমাত্র বেইমানই আমার কথায় ক্রোধ করিবে।

প্রশ্ন নং - ৩

বাতিল ফিরকাগুলি যে মসজিদ তৈরী করিয়াছে, সেখানে সুন্নীদের তো কোন অধিকার নাই। এই প্রকার মসজিদে কি সুন্নীরা নামাজ পড়িতে পারিবে?

উত্তর ঃ- বাতিল ফিরকার নির্মান করা মসজিদ আসলে মসজিদই নয়, বরং উহা একটি সাধারণ হল ঘর মাত্র। এই হলঘরে বাতিল ফিরকার

pdf By Syed Mostafa Sakib

পিছনে নামাজ পড়া চলিবে না। তাহাদের কোন বাধা না থাকিলে সুন্নীগন সেখানে নামাজ পড়িতে পারে। কিন্তু মসজিদের মতো সওয়াব হইবে না। এইরূপ ক্ষেত্রে নিজেদের আলাদা মসজিদ বানাইবার জন্য চেষ্টা করা জরুরী। দুঃখের বিষয় যে, মানুষ এমনই দুনিয়াদার হইযাছে যে, নামাজের কোন গুরুত্ব নাই। নামাজ না নামাজ, ইমাম না ইমাম। যে কেহ সামনে দাঁড়াইলে সে ইমাম হইয়া যায়। সুতরাং তাহার পিছনে ইক্তেদা করিতে আর আপত্তি কোথায়! লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ! হায়! একটি টাকার জন্য কতো তর্ক বির্তক কিন্তু একটি নামাজের জন্য একটি কথা নয়। যাহারা আসলে বেঈমান তাহারা সবার পিছনে নামাজ পড়িয়া থাকে।

প্রায় এক যুগ আগের কথা বলিতেছি। যখন আমি মুর্শিদাবাদে স্থায়ী বসবাসের জন্য ঘরবাড়ী করিয়া ছিলাম না। মাদ্রাসা থেকে একটু দুরে একজনের বাড়িতে থাকিতাম। আমার কাছাকাছি একটি মসজিদ ছিলো। যে মসজিদে পাঁচ অয়াক্ত নামাজ জামায়াত সহকারে হইতো কিন্তু আমি সেই মসজিদে কোন দিন যাইতাম না। কারণ, এক বদ আক্বীদাহ মৌলবী অধিকাংশ সময়ে নামাজ পড়াইতো। আমার পূর্ণ বিশ্বাস ছিলো যে, আমি মসজিদে উপস্থিত হইলে অধিকাংশ মানুষ আমাকে ইমাম বানাইতো। কিন্তু অল্প দিনের মধ্যে ইহাতে একটি ফিৎনা সৃষ্টি হইয়া যাইতো। এইজন্য আমি বাড়িতে নামাজ পড়িতাম। কিছুদিন পরে জানিতে পারিলাম যে, আমার জায়গীর বাড়ি থেকে একটু দুরে জঙ্গলের মধ্যে একটি মসজিদ রহিয়াছে, যেখানে ওয়াক্তিয়া নামাজের কোন ইমাম নাই। ঠিকমত আজান নামাজ হইয়া থাকে না। আমি সেই মসজিদে কষ্ট করিয়া যাতায়াত আরম্ভ করিয়া দিয়াছি। কিছু তরুণ যুবকও আসিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। বেশ কিছু দিন এই প্রকারে চলিবার পরে হঠাৎ একদিন মাগরিবের নামাজের কিছুক্ষণ পূর্বে মসজিদে পৌছিয়া গিয়াছি। নতুন তরুণ যুবকদের সঙ্গে নিয়া বাহিরে

বারান্দায় বসিয়া আলাপ আলোচনা করিতেছি। আজানের কিছুক্ষণ পূর্বে আমার চেনা জানা এক দেওবন্দী তালিবুল ইল্ম মসজিদের ভিতরে ঢুকিয়া গিয়াছে। আজান হইবার পর আমি প্রতিদিনের ন্যায় নামাজ পড়াইবার জন্য ভিতরে গিয়া দেখিতেছি যে, সেই ছেলেটি ইমামের মুসাল্লায় বসিয়া রহিয়াছে। পরিকল্পিতভাবে আমার সহিত ঝগড়া করাই উদ্দেশ্য। আমি খুব গম্ভীর মেজাযে বলিয়াছি - ওঠ্! ওখানে কেন? তখন সে আমাকে বসিয়া প্রশ্ন করিয়াছে - আপনি কি এখানকার ইমাম? ইহার উত্তরে আমি বলিয়াছি - তুই কি এখানকার ইমাম? আমার এই কথা শেষ হইবার পূর্বে একটি ছেলে তাহার হাত ধরিয়া এক জোর টান দিয়া পিছনে আনিয়াছে - হুজুরের সঙ্গে বেয়াদবী? আমি ইমামের স্থানে গিয়া নামাজ পড়াইয়া দিলাম। ছেলেটি আমার সোজসুজি পিছনে দাঁড়াইয়া নামাজ পড়িয়া নিয়াছে। এইবার আমি তাহাকে বলিয়াছি - শোন! তোর পিছনে আমার নামাজ হইতো না। এই কারনে আমি তোকে পিছনে করিয়া দিয়াছি। কিন্তু আমার পিছনে তোর নামাজ হইয়া যাইবে। এইজন্য তুই আমার পিছনে নামাজ পড়িয়া নিয়াছিস।

বর্তমানে মাষ্টার ও ডাক্তারের দল ঈমান ও ইবাদতে রাজনীতি আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। একই মসজিদে একই ইমামের পিছনে একাধিক জামায়াতের মানুষ নামাজ পড়িতেছে। একদল আট রাকায়াত তারাবীহ পড়িয়া চলিয়া যাইতেছে, আর একদল কুড়ি রাকায়াত পড়িয়াছে। একদল পাওলি ফাঁক করিয়া মেয়েদের মতো বুকে হাত বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে আবার আর একদল পাওলিকে যথা নিয়মে সামান্য দুরত্বে রাখিয়া নাভির নীচে হাত বাঁধিয়া দাঁড়াইতেছে। ইহাতো হইল কেবল নামাজে বাহ্যিক ফিগারে সামান্য পার্থক্য কিন্তু উভয়ের মধ্যে ভিতরের আক্বীদায় আসমান ও জমীনের পার্থক্য রহিয়াছে। এই প্রকার যুক্তফ্রন্টের মসজিদে সুন্নীদের

pdf By Syed Mostafa Sakib

নামাজ অবশ্যই হইবে না।

এ পর্যন্ত বাঁচিবার উপায় সম্পর্কে যে কাজগুলি করিবার কথা বলা হইয়াছে সেগুলি সুন্নী ভাইদের পক্ষে না পারিবার কিছুই নাই। যে সমস্ত জায়গায় চালু নাই সেখানে আপনারা নিজেদের মধ্যে কোন দলাদলী না করিয়া আমার পরামর্শ অনুযায়ী সমস্ত কাজগুলি আল্লাহর অয়াস্তে অবিলম্বে চালু করিয়া দিবেন। যদি কোন বিষয়ে যাঁচাই করিবার প্রয়োজন বোধ করিয়া থাকেন, তবে খবরদার! কোন ওহাবী দেওবন্দীর কাছে যাইবেন না। কোন সুন্নী আলেমের নিকট থেকে যাঁচাই করিয়া নিবেন। আর যাহারা কেবল গোল টুপীর সুন্নী ও আমতলায় জামতলায় জালসা মহফিলে কিয়ামের পক্ষে, তাহারা আমার পরামর্শগুলি সহজে মানিয়া নিতে পারিবেনা। সাধারণ লোকেরা মানিবার ইচ্ছা করিলেও তাহাদের মৌলবীরা নিজেদের স্বার্থের খাতিরে মানিতে দিবে না। তবে এই সমস্ত স্বার্থান্বেষী মৌলবীদের পাল্লায় পড়িয়া থাকিলে রাজধানী হাত ছাড়া হইয়া যাইবে সন্দেহ নাই। মসজিদ আর মসজিদ থাকিবে না, বরং তাবলিগী জামায়াতের মারকায হইয়া যাইবে। যাক, সব কিছু বলিয়া রাখিতেছি, চিন্তা করিয়া দেখিবেন। এখন বাতিল ফিরকাগুলির থেকে বাঁচিবার জন্য আরো কিছু কাজের কথা বলিতেছি। যথা -

(ক) দাফনের পরে আজান

দাফনের পরে আজানের কথা শুনিয়া হয়তো আপনি পেরিশান হইয়া পড়িবেন। কিন্তু পেরিশান হইবার কিছুই নাই। এই আজান হাদীস সম্মত। এই আজান যুগ যুগ থেকে রহিয়াছে। সুন্নীদের মধ্যে এই আজানে কোন মতভেদ নাই। তবে হইতে পারে যে, কয়েকটি কারণে এই আজানের সহিত আপনার পরিচয় নাই। হয় আপনি এখনো পর্যন্ত ওহাবী দেওবন্দী

হইয়া রহিয়াছেন অথবা আপনি ওহাবী দেওবন্দী এলাকায় বসবাস করিয়া থাকেন অথবা যে এলাকায় বা যে সমস্ত মৌলবীদের সহিত চলাফেরা করিয়া থাকেন সেই এলাকা ও সেই সমস্ত মৌলবীরা দেওবন্দী ঘেষা। অন্যথায় আপনার মধ্যে চমকানি আসিবে কেন? দাফনের পরে আজান সম্পর্কে বহু কিতাবে রহিয়াছে। প্রথমে এ বিষয়ে একটি তালিকা হাতে নিয়া নিন।

(১) শারহে মুসলিম প্রথম খণ্ড ১০৭১ পৃষ্ঠা।

(২) রদ্দুল মুহতার - দ্বিতীয় খণ্ড ২৩৫ পৃষ্ঠা।

(৩) সহীহুল বিহারী - ৯১৩ পৃষ্ঠা।

(৪) তাফসীর তিবইয়ানুল কোরয়ান - পঞ্চম খণ্ড ২২২ পৃষ্ঠা।

(৫) নুজহাতুল কারী শারহে বোখারী - তৃতীয় খণ্ড ১০৩ পৃষ্ঠা।

(৬) মিরাতুল মানাজীহ্ শারহে মিশকাতুলমাসাবীহ্ প্রথম খণ্ড ৪০০ পৃষ্ঠা ও দ্বিতীয় খণ্ড ৪৯৭ পৃষ্ঠা।

(৭) ফাতাওয়ায় রেজবীয়া - দ্বিতীয় খণ্ড ৪৬৪ পৃষ্ঠা।

(৮) বাহারে শরীয়ত - তৃতীয় খণ্ড ৩১ পৃষ্ঠা।

(৯) ফাতাওয়ায় ফায়জুর রসূল - প্রথম খণ্ড ৪৫৫ পৃষ্ঠা।

(১০) জায়াল হক - প্রথম খণ্ড ৩৭১ পৃষ্ঠা।

(১১) ফাতাওয়ায় ফকীহে মিল্লাত - প্রথম খণ্ড ৯০ পৃষ্ঠা।

(১২) ফাতাওয়ায় আমজাদীয়া - প্রথম খণ্ড ৩২৮ পৃষ্ঠা।

(১৩) ফাতাওয়ায় বরকাতীয়া - ১২৩ পৃষ্ঠা।

(১৪) জান্নাতী জেওর - ২৭৫ পৃষ্ঠা।

(১৫) ফাতাওয়ায় ইউরোপ - ১০০/২৩০ পৃষ্ঠা।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(১৬) আনওয়ারুল হাদীস - ২৩৮ পৃষ্ঠা।

(১৭) নিজামে শরীয়ত - ৭৪ পৃষ্ঠা।

(১৮) আনওয়ারে শরীযত - ৩৯ পৃষ্ঠা।

(১৯) ইসলামী জিন্দেগী - ১১৪ পৃষ্ঠা।

(২০) ফাতাওয়ায় মারকাযে তবরীয়াতে ইফতা - ৫৪ পৃষ্ঠা।

(২১) ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর আসাইয়া শরীফ ১০ পৃষ্ঠা।

(২২) ইজানুল আজার কি আজানিল কবর। কবরে আজান সম্পর্কে ইহা হইল ইমাম আহমাদ রেজার একটি সতন্ত্র কিতাব।

(২৩) ফাতাওয়ায় বাহরুল উলুম - প্রথম খণ্ড ১০৬/১১৭ পৃষ্ঠা।

এ পর্যন্ত একটি মোটামুটি তালিকা প্রদান করা হইল। তালিকাতে যে কিতাবগুলির উদ্ধৃতি দেওয়া হইয়াছে সেগুলির মধ্যে বেশির ভাগ কিতাব খুব বড় বড় ও আটদশ খণ্ডে সমাপ্ত। এই কিতাবগুলিতে দাফনের পরে আজানের বহু ফজীলাত বর্ণিত হইয়াছে, যেগুলি এখানে লেখা সম্ভব নয়। মোট কথা, এই মসলাতে উলামায় আহলে সুন্নাতের কোন দ্বিমত নাই এবং আজ থেকে প্রায় আটশত বৎসর পূর্ব থেকে এই আজান চলিয়া আসিতেছে। বর্তমানে ওহাবী সম্প্রদায় এই আজানের ঘোর বিরোধী। এই আজান চালু করিতে পারিলে শয়তান যেমন আজান শুনিয়া পলায়ন করিয়া থাকে তেমন ওহাবী শয়তানেরা আপনাদের থেকে বহু দুরে সরিয়া যাইবে। এই আজানে আপনার আপত্তি কোথায়? হয় তো বলিবেন - কোন দিন দেখিনাই! আপনার না দেখা নাজায়েজ হইবার দলীল নয়। অনুরূপ আপনার এলাকায় না থাকাও নাজায়েজ হইবার দলীল নয়। হয়তো বলিবেন যে, এলাকার আলেমরা ইহার বিরোধীতা করিতেছে। সত্যিই যদি আপনার এলাকায়ী আলেমগণ এই আজানের বিরোধীতা করিয়া

থাকেন, তবে অবশ্যই জানিবেন যে, এই আলেমগণ খাঁটি সুন্নী নহেন। কেবল গোলটুপী, গোল জামার সুন্নী। ইহারা কেবল লোকে ডাকিলে মীলাদে কিয়াম করিয়া সুন্নী সাজিয়া থাকেন। আকীদার দিক দিয়া ইহারা ওহাবী, দেওবন্দী, তাবলিগী জামায়াতের লোক। আমি আপনার হাতে দাফনের পরে আজান সম্পর্কে যে তালিকাটি প্রদান করিয়াছি, এইরূপ একটি তালিকা তাহাদের নিকট থেকে চাহিবেন। যাহার নিকটে এইরূপ একটি তালিকা চাহিবেন, তাহা হইলে দেখিবেন তাহার সহিত আপনার আর বহুদিন দেখা হইবে না। যাইহোক, এই আজানের মধ্যে মুর্দার বহু উপকার রহিয়াছে। এখন আপনি মানিতে না পারিলে আমার বলিবার কিছুই নাই। তবে আমি এতটুকু বলিবো যে, কিতাবের কথা মানিয়া নেওয়া উচিত। মানিতে পারিলে এলাকার উপরে সুন্নীয়াতের প্রভাব পড়িয়া যাইবে। বাতিল ফিরকা দিনের পর দিন দুর্বল হইবে।

(খ) কবরে খেজুর শাখা

দাফনের পরে কবরের উপরে খেজুরের ডাল পুঁতিয়া দেওয়ার যে রেওয়াজ আমাদের দেশে রহিয়াছে তাহা হাদীস সম্মত। ইহাতেও মুর্দার বহু উপকার রহিয়াছে। বর্তমানে ওহাবী দেওবন্দী তাবলিগী জামায়াতের লোকেরা কবরে খেজুর শাখা দেওয়ার বিরোধীতা করা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। অনেক এলাকায় বন্ধ করিয়া দিয়াছে। অতএব, আপনারা এই রেওয়াজ অবশ্যই ত্যাগ করিবেন না। কবরে খেজুর শাখা দেওয়া কেহ আপনাকে নাজায়েজ প্রমান করিতে পারিবেনা। কারণ, হাদীস পাকে তো প্রমান রহিয়াছে এবং ফিকহের কিতাবগুলিতে ইহার প্রমান রহিয়াছে। যথা - রদ্দুল মোহতার দ্বিতীয় খণ্ড ২৪৫ পৃষ্ঠায় বলা হইয়াছে যে, হজরত বোরায়দাহ ইবনো খসীব রাদী আল্লাহু আনহু তাহার কবরে দুইটি খেজুর শাখা দিতে অসীয়ত করিয়াছেন। মোটকথা, যে সমস্ত বিষয়ে শরীয়তে

pdf By Syed Mostafa Sakib

সূত্র রহিয়াছে সেই বিষয়গুলির উপরে খুব দৃঢ়তার সহিত দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে, তাহা হইলে আপনাদের উপরে বাতিলের প্রভাব পড়িবে না।

(গ) দাফনের পরে তালকীন

ওহাবী সম্প্রদায় জিন্দা ও মুর্দা উভয়ের দুশমন। ইহাদের কথা হইল মরা গরু ঘাস খাইয়া থাকে না। ইহারা মুর্দাকে পুঁতিয়া দেওয়ার মতো করিয়া কোন প্রকার চলিয়া আসিতে পারিলে বাঁচিয়া থাকে। অথচ হাদীস পাকে দাফনের পরে অনেক করনীয় কাজের কথা বলা হইয়াছে। সুতরাং আপনারা সেগুলি অবশ্যই পালন করিবার চেষ্টা করিবেন। কারণ, যিনি ইন্তেকাল করিয়াছেন তিনি তো নিরুপায়। কোন নিরুপায় ব্যক্তির সাহায্য করা মুসলমানের কর্তব্য।

মিশকাত ১৪৯ পৃষ্ঠায়, আল আযকার ১৩৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হাদীস পাকে বলা হইয়াছে - একটি উটকে জবাহ (নহর) করিবার পর উহার মাংস বিতরণ করিতে যতক্ষণ সময় লাগিয়া থাকে ততক্ষণ কবরের চারিদিকে দাঁড়াইয়া দুয়া করিতে হয়। অনুরূপ মিশকাত শরীফ ও আল আযকার ইত্যাদি কিতাবের মধ্যে বলা হইয়াছে - দাফনের পরে কবরের মাথার কাছে দাঁড়াইয়া সূরাহ বাকারার প্রথমাংশ - 'আলিফ লাম মীম' থেকে 'মুফলিহুন' পর্যন্ত এবং পায়ের দিকে দাড়াইয়া সুরা বাকারার শেষাংশ - 'আমানার রাসূলু' থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করিতে হইবে। অতঃপর তালকীন করতঃ দীর্ঘক্ষণ দুয়া করিয়া চলিয়া আসিবেন। এই সমস্ত কাজে আপনার সুন্নীয়াত মজবুত হইবে। দাফনের পরে আজান, কবরে খেজুর শাখা দেওয়া ও তালকীন করা ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত জানিতে হইলে আমার লেখা বইগুলি পাঠ করিবেন - দাফনের পরে, দাফনের পূর্বাপর ও বর্যাখী জীবন।

(ঘ) মুর্দাকে কবরে কাইত করিয়া শোয়াইবেন

কবরে কাইত করিয়া শোয়ানো সব চাইতে উত্তম তরীকা। কিন্তু অধিকাংশ এলাকায় এই উত্তম তরীকাটি ত্যাগ হইয়া রহিয়াছে। আপনারা আল্লাহর অয়াস্তে এই উত্তম তরীকা, বরং সুন্নাত তরীকাটি চালু করিবার চেষ্টা করিবেন, তাহা হইলে একটি সুন্নাত পালন হইয়া যাইবে এবং এলাকার উপরে প্রভাব পড়িবে।

এইবার মসলাটি ক্লিয়ার করিয়া বলিতেছি, সাধারণতঃ সব জায়গায় মুর্দাকে কবরে চিৎ করিয়া শোয়াইয়া কেবল মুখখানা কিবলার দিকে ঘুরাইয়া দিয়া থাকে, কিন্তু ইহা সুন্নাতের খেলাফ বরং মুর্দার সম্পূর্ণ দেহ কিবলার দিকে ডান কাতে শোয়াইতে হইবে। যেহেতু মৃতদেহ কাইত্ হইয়া থাকিবে না, এই কারণে কিতাবে মুর্দার পিছনে নরম মাটি দেওয়ার কথা বলা হইয়াছে। অবশ্য অনেক স্থানে পূর্ব দিকের দেওয়ালে লাগাইয়া দিয়া থাকে। মোট কথা, মুর্দাকে কবরে কাইত্ করিয়া শোয়াইতে হইবে। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম এইরূপ কাইত্ করিয়া শোয়াইবার নির্দেশ দিয়াছেন। (আল মো' তা সারুজ জরুরী ৫৪ পৃষ্ঠা) আবার সাহাবায় কিরাম হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পবিত্র দেহকে কবরে কাইত্ করিয়া রাখিয়াছেন। (আনওয়ারুল হাদীস ২৩৭ পৃষ্ঠা) মোটকথা এই মসলাতে কোন প্রকার দ্বিমত নাই। কেবল কিছু শয়তানী খেয়ালের মৌলবী বলিয়া থাকে যে, যুদ্ধের ময়দানে একই সঙ্গে অনেক লাশ দাফন করিবার প্রয়োজন হইয়া ছিলো, এই কারণে একই কবরে অনেকগুলি লাশ কাইত্ করিয়া শোয়ানো হইয়া ছিলো। কেমন শয়তানী কথা! লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ! দুনিয়ার কোন কিতাবে এই প্রকার কথা লেখা নাই। শয়তানের শিষ্যদের সাধারণ জ্ঞানটুকুও নাই যে, যদি ইহা যুদ্ধের ময়দানের ঘটনা হইয়া থাকে, তাহা হইলে সাহাবাগণ হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ

pdf By Syed Mostafa Sakib

সাল্লামের দেহ মুবারককে কবরে কাইত্ করিয়া শোয়াইয়া ছিলেন কেন? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের দেহ পাককে কোন্ যুদ্ধের ময়দানে, কতোগুলি লাশের সহিত শোয়ানো হইয়াছে? নিশ্চয় তাঁহাকে না কোনো যুদ্ধের ময়দানে, না অন্য কোন লাশের সহিত দাফন করা হইয়াছে। তবে তাঁহাকে কাইত্ করিয়া শোয়ানো হইয়াছে কেন? ইহা থেকে পরিস্কার প্রমান হইতেছে যে, তিনি কাইত্ করিবার পক্ষে ছিলেন। এই কারনে সাহাবায় কিরামগণ তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী কাইত্ করিয়াছেন। এইবার আপনি যে চিৎ করিবার জিদ করিতেছেন তাহাতে আপনার পোজিশান কোথায় পৌঁছিয়া যাইতেছে তাহা চিন্তা করিয়া দেখিবেন। আমার শেষ কথা হইল যে, কাহারো কোন শয়তানী কথায় কান না দিয়া এই মুর্দা সুন্নাতটি জীবিত করিবার চেষ্টা করিবেন। ইহাতে অবশ্যই এলাকার উপরে আপনাদের একটি প্রভাব থাকিবে।

অপ-প্রচারে কান দিবেন না

যাহারা ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী রহমা তুলাহি আলাইহির সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করিয়া থাকে, তাহারা অবশ্যই ইহুদী অথবা ওহাবী। সুতরাং প্রত্যেক সুন্নী মুসলমানের জন্য উচিত যে, কোন ইহুদী অথবা কোন ওহাবীর কথায় কান না দেওয়া। তিনি ছিলেন হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের সাচ্চা নায়েব ও যুগের জগত বিখ্যাত মুজাদ্দিদ। তিনি কেবল খাতা কলমের মুজাদ্দিদ ছিলেন না, বরং তাঁহার মুজাদ্দিদিয়াতের দলীল সরূপ তঁহার কলম কম বেশি এক হাজার কিতাব রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সত্তা ছিলো শরীয়ত ও তরীকাতের সঙ্গম। তিনি তরীকাতের দিক দিয়া যেমন ছিলেন গওসে আ'যম হজরত আব্দুল কাদের জিলানী রহমা তুল্লাহি আলাইহির নায়েব, তেমন তিনি শরীয়তের দিক

দিয়া ছিলেন ইমাম আবু হানীফা রহমা তুল্লাহি আলাইহির নমুনা। রব্বুল আ'লামীন আল্লাহ উপমহাদেশের সমস্ত আধ্যাত্মিক খানকাগুলি হিফাজত করিবার জন্য যথা সময়ে তাঁহাকে মুজাদ্দিদ রূপে প্রেরণ করিয়া ছিলেন। যে খানকা তাঁহার খিদমাতকে অস্বীকার করিয়া থাকে, জানিতে হইবে সে খানকা গোমরাহীর রাস্তা অবলম্বন করিয়াছে। যাহারা ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীর মত পথের বাহিরে চলিয়া থাকে; তাহারা গোমরাহ।

ওহাবী, দেওবন্দী, তাবলিগী ও জামায়াতে ইসলামী প্রভৃতি বাতিল ফিরকাগুলি ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীকে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য পরিকল্পিতভাবে তাঁহাকে বৃটিশের দালাল বলিয়া থাকে। অথচ এই গোমরাহ জামায়াতগুলি আজ পর্যন্ত কোন দুশমনের কলমেও প্রমান করিতে পারে নাই যে, তিনি কোন দিন কোন ইংরেজের বাড়িতে গিয়াছেন অথবা কোন ইংরেজ কোন দিন তাঁহার বাড়িতে আসিয়াছে অথবা তিনি তাঁহার হাজার কিতাবের মধ্যে কোন কিতাবের ভিতরে পদ্যের অথবা গদ্যের মাধ্যমে বৃটিশ সরকারকে কোন প্রকার প্রশংসা করিয়াছেন। দ্বীনের দুশমনদের কাছে তিনি এইজন্য অপরাধী যে, তিনি তাহাদের কিতাবগুলি থেকে কুফরী বাক্যগুলি জনসমাজে প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। তিনি জীবনে কোন দিন একটি শব্দ দ্বারা কাহারো ব্যক্তিগত জীবনের উপরে হস্তক্ষেপ করেন নাই। ইহা হইল তাহার জীবনের এক বড় বৈশিষ্ট। আমার সুন্নীভাইগন! কোন ওহাবী শয়তানের মুখে ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবীকে বৃটিশের দালাল বলা শুনিলে ধমক্ দিয়া বলিবেন - যদি মুসলমান হইয়া থাকো, তবে প্রমান করিয়া দাও। শোনো! তোমাদের জন্মলগ্নে বৃটিশের দালাল্তী রহিয়াছে। প্রমানের জন্য আমার লেখা - সেই মহানায়ক কে? তাবলিগী জামায়াতের গুপ্ত রহস্য ও বাতিলের গর্দানে উলোঙ্গ তলোয়ার ইত্যাদি বইগুলি হাজির করিয়া দিবেন।

pdf By Syed Mostafa Sakib

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

এক ডাক্তার সাহেব আমাকে শুনাইয়াছেন যে, আমার চেম্বারে টেবিলের উপরে আপনার লেখা ইমাম আহমাদ রেজার জীবনী বইখানা ছিলো। ২৪ পরগনার অমুক দেওবন্দী কারী সাহেব আমার কাছে কালেক্শানের জন্য আসিয়াছিলেন। আপনার লেখা বইখানা দেখিয়া খুব বিরক্তির সহিত বলিয়া ছিলেন যে, আহমাদ রেজা খান বৃটিশ সরকারের দালাল ছিলেন। তখন আমি তাঁহাকে বলিয়াছি, আপনি ইহার একটি প্রমান দিতে পারিবেন? আপনাকে ছয় মাসের সময় দিলাম। আজ আপনার কোন কালেক্শান দিব না। যেদিন প্রমান করিতে আসিবেন সেদিন বড় ধরনের কালেক্শান দিবো। কারী সাহেব প্রমান দেখাইবো বলিয়া চলিয়া গিয়াছেন। গিয়াছেন তো গিয়াছেন, আজো গিয়াছেন কালও গিয়াছেন। তবে প্রায় কারী সাহেবকে দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু আমার চেম্বারের দিকে মুখ করিয়া থাকেন না। প্রায় দুই বৎসর পর হঠাৎ একদিন কারী সাহেবের সামনা সামনী হইয়া গেলে আমি তাহার হাত ধরিয়া নিয়া বলিয়াছি - কারী সাহেব! ভুলিয়া গিয়াছেন? তখন ছোট করিয়া বলিয়াছেন, না ভুলিয়া যাই নাই একদিন যাইবো। জানি না, কারী সাহেবের সময় কবে হইবে! আমি ডাক্তার সাহেবের নিকট থেকে কিস্সা শুনিবার পর বলিয়াছি, ডাক্তার সাহেব! কারী সাহেব কিয়ামতের দিন যদি থানুবী, গাঙ্গুহীদের সঙ্গে নিয়া সাক্ষাত করিতে পারে!

এখন আপনার পরীক্ষা

আপনি যদি সত্যিকারে সুন্নী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার কলমের প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধা থাকিবে। আর যদি আপনি চুন্নী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে এইবার আমার কলমের প্রতি আপনার অভক্তি চলিয়া আসিবে -

সাইয়েদ আহমাদ রায় বেরেলবী

উপমহাদেশে সর্বপ্রথম সর্বনাশ ডাকিয়া আনিয়া ছিলেন সাইয়েদ আহমাদ রায় বেরেলবী ও তাহার সঙ্গী ইসমাইল দেহলবী। ইহাদের কলঙ্ক ময় চরিত্র জানিতে হইলে আমার লেখা - সেই মহানায়ক কে? পুস্তকটি পাঠ করিতে হইবে। এই বইটির বিপক্ষে কলম ধরিয়া গিয়াছে হাবীবুদ্দীন আমিনী। হাবীবুদ্দীন 'আমিনী চরিত' পুস্তকে সাইয়েদ সাহেব ও ইসমাঈল দেহলবী সম্পর্কে আমার অভিযোগ গুলির উত্তর না দিয়া কেবল কিছু শুকনো পাতা নাতা দিয়া সাইয়েদ সাহেবকে ঢাকা দিয়া বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়া গিয়াছে মাত্র। আর সেই সঙ্গে প্রসঙ্গ ছাড়া আলোচনায় গিয়া আমাকে হারামখোর বলিয়া গিয়াছে। আমার বই পুস্তক যাহাদের হাতে রহিয়াছে তাহারা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন যে, আমি হারামখোর, না হাবীবুদ্দীন আমিনী ছিলো হারামী। অবশ্য আমার হাতে সময় নাই। অন্যথায় হারামীর হারামীপনা প্রকাশ করিয়া দিতাম।

সাইয়েদ আহমাদ রায় বেরেলবী ভারতে ওহাবী মতবাদ আনিয়া ছিলেন। ইহা তো ঐতিহাসিক প্রমানিত কথা। আজ বাস্তবে প্রমান করিয়া দেখুন! সাইয়েদ সাহেব 'মোহাম্মাদীয়া' নামে যে ভুয়া তরীকাটি তৈরি করিয়া গিয়াছেন সেই তরীকা পন্থী মানুষদের মুখ কোন্দিকে রহিয়াছে? মোহাম্মাদীয়া তরীকার যত খানকা রহিয়াছে, সমস্ত খানকার মুখ রহিয়াছে ওহাবী দেওবন্দীদের দিকে। বড় বড় খানকাগুলি প্রায় দেওবন্দীদের সহিত হাত মিলাইয়া দিয়াছে। ছোট ছোট খানকাগুলির অবস্থা ভিন্ন রকম। কোন কোন খানকা সুন্নীদের সহিত হাত মিলাইয়া চলিতেছে। কোন কোন খানকা কোন্ দিকে যাই কোন্ দিকে থাকি অবস্থার মধ্যে পড়িয়া গিয়াছে। আবার কোন কোন খানকা ও খানকায়ী মানুষ, যাহাদের মধ্যে আল্লাহ তায়ালা ঈমান ও ইসলামের মূল্যবোধ দিয়াছেন সেই খানকা ও খানকায়ী মানুষেরা

pdf By Syed Mostafa Sakib

সুন্নী পীর ফকীরদের হাতে হাত দিয়া সুন্নী হইয়া গিয়াছেন। ইহা হইল এক সৌভাগ্যের কথা। অবশ্য ইহা সবার ভাগ্যে জুটিবে না।

মুর্শিদাবাদে মোহাম্মাদীয়া তরীকার পীরের সংখ্যা খুব কম নয়। অবশ্য আমার সহিত যে সমস্ত পীরের চলাচল ছিলো তাহাদের কেহই আলেম ছিলেন না। কেবল শওকে পীর সাজিয়া ছিলেন। তাহাদের মধ্যে দুই একজনের মুরীদও বহু ছিলো। তাহারা সবাই মীলাদ কিয়ামের মানুষও ছিলেন। প্রত্যেকেই দেওবন্দীদের বিরোধীতা করিয়া চলিতেন। তারপর যখন আমাদের সংস্পর্শে আসিয়া জানিতে পারিলেন যে, সাইয়েদ সাহেবই হইলেন ওহাবী দেওবন্দীদের দেবতা, তখন তাহাদের মাথায় বাজ পড়িবার মতো অবস্থা হইয়া ছিলো। শেষ পর্যন্ত তাহারা তাল্‌হারা অবস্থা হইয়া খুব দুশ্চিন্তার মধ্যে থাকিয়া পৃথিবী ছাড়িয়াছেন। বর্তমানে তাহাদের বহু মুরীদ সুন্নী হইয়া গিয়াছেন। যাইহোক, ভারত পাকিস্তানে সাইয়েদ সাহেবই হইলেন ওহাবী দেওবন্দীদের মেন প্লেয়ার। সুতরাং যে সিলসিলার মধ্যে সাইয়েদ সাহেবকে দেখা যাইবে সেই সিলসিলাভুক্ত মানুষদের যতই কষ্ট হইক না কেন তওবা করা ছাড়া কোন উপায় নাই।

সাইয়েদ আবুল আ'লা মাওদূদী

জামায়াতে ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা মিষ্টার মাওদূদী সাহেব ছিলেন সাইয়েদ ভক্ত মানুষ। তিনি সাইয়েদ আহমাদ রায় বেরেলবী ও ইসমাইল দেহলবীর মতাদর্শের উপরে নিজের জামায়াতকে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। লেখনীর মাধ্যমে ওহাবীদের গোমরাহী পথকে সুগম করিয়া দিয়াছেন। বেশির ভাগ ডাক্তার, মাষ্টার ও স্কুল কলেজের ছাত্ররা তাহার কলমে গোমরাহ হইয়াছে। না মাওদূদী সাহেব ইল্মে মা'রেফাতে বিশ্বাসী ছিলেন, না তাহার জামায়াত বিশ্বাসী। ইহারা কেবল মুসলমানদিগকে ধর্মের নামে

রাজনৈতিক সুড়শুড়ি দিয়া থাকে। সুতরাং ইহাদের থেকে সাবধান থাকিবার খুবই প্রয়োজন। মাওদূদী সাহেবের বই পুস্তক খবরদার হাতে রাখিবেন না। মসজিদে অবশ্যই রাখিবেন না। বিশেষ করিয়া তাহার তরজমা ও তাফসীর মসজিদ থেকে অবশ্যই আউট করিয়া দিবেন। বর্তমানে বাংলাদেশে এই জামায়াতে ইসলামী হইল অশান্তির মুল কারণ। সেখানে ইহারা সন্ত্রাসী কার্যকলাপের সহিত জড়িত। এখানকার জামায়াতে ইসলামীদের মনোভাব মোটেই ভাল নয়। আপনারা ইহাদের শক্তি যোগাইলে অশান্তি চলিয়া আসিবে। যাহারা পীর পয়গম্বরদের প্রতি আস্থা রাখিয়া থাকে না তাহাদের দ্বারায় অশান্তি ছাড়া শান্তি আসিতে পারে না। সুন্নী ভাইগণ! সাবধান! খুব সাবধান! ইহাদের সঙ্গ দিলে সর্বনাশ নামিয়া আসিবে। জানিনা আপনারা অবগত হইয়াছেন কিনা, বাংলাদেশ সরকার জামায়াতে ইসলামী, বিশেষ করিয়া মাওদূদী সাহেবের সমস্ত বই পুস্তক ব্যাণ্ড করিয়া দিয়াছে। বাংলাদেশে চব্বিশ হাজার মসজিদ, মাদ্রাসা ও লাইব্রেরী থেকে তাহাদের সমস্ত কিতাবাদি আউট করিয়া দিয়াছে। আবার এই অল্পদিন হইল - হাসিনা সরকার জাতিসংঘের কাছে জামায়াতে ইসলামীদের বিপক্ষে দরবার করিয়াছে। এইবার বুঝিয়া দেখুন, এই জামায়াত দ্বীন ও দুনিয়ার দিকদিয়া কত খাত্বারনাক!

জাকির নায়েক

লোকটির নাম শুনিলে প্রথমে 'লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' পাঠ করা উচিত। কারণ, লোকটি ইহুদী চরিত্রের মানুষ। ইসলামের প্রতি ইহুদীদের যে মনোভাব, হানাফী মাযহাবের প্রতি লোকটির সেই মনোভব। লোকটি না কোন মাযহাব মানিয়া থাকে, না কোন তরীকা। বরং এই জিনিষগুলির প্রতি তাহার যার পর নয় ঘৃণা। হানাফী মাযহাবের মানুষদের জন্য তাহার লেখা বই পুস্তক পাঠ করা হারাম। কারণ, লোকটি

pdf By Syed Mostafa Sakib

নিঃসন্দেহে একজন গোমরাহ ও গোমরাহকারী। হানাফী মাযহাবকে খতম করাই হইল তাহার পূর্ণ পরিকল্পনা। অবশ্য এই পরিকল্পনার পিছনে রহিয়াছে সৌদি সরকার। আবার এই সৌদি সরকারের পিছনে রহিয়াছে ইবলীস শয়তান। এই শয়তানের শয়তানী হইল বিশ্ব মুসলিমদের মনের মাঝ থেকে মুস্তফায়ী মুহাব্বাতকে খতম করিয়া দেওয়া, বিশ্ব মুসলিম দিগকে দ্বীনের জাতীয় সড়ক - হানাফী, শাফয়ী, হাম্বালী ও মালেকী মাযহাবগুলি থেকে সরাইয়া দেওয়া ও ইল্মে মারেফাত ও তাসাউফের পথগুলি থেকে বিমুখ করিয়া দেওয়া। শয়তানের এই শয়তানী কাজের বড় হাতিয়ার হইল সৌদি সরকার। আর সৌদি সরকারের হিন্দুস্তানী হাত হইল জাকির নায়েক - লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ! গোমরাহীর এই নায়ক লোকটির পিছনে রহিয়াছে সৌদির কোটি কোটি রিয়াল। যে রিয়ালের জোরে ব্যক্তিগত চ্যানেলে বসিয়া বিভ্রান্ত করিতেছে শত শত মানুষকে। তবে যে সমস্ত মানুষ তাহার কথায় কান দিয়া থাকে তাহারা কিন্তু মানুষের মতো মানুষ নয়। যাহারা দ্বীন থেকে দুরে পড়িয়া গিয়াছে, কেবল নামে মাত্র মুসলমান, চব্বিশ ঘন্টা গান বাজনা রং তামাশার মধ্যে লিপ্ত থাকে, সব সময়ে টেলিভিশনের পরদায় নজর রাখিয়া দিয়াছে; সেই সমস্ত মানুষ গোমরাহীর নায়ক - জাকির নায়েকের ভক্ত হইয়া গিয়াছে। লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ! আল্লাহর দরবারে হাজার হাজার শুকরিয়া যে, আজ পর্যন্ত না কোন খাঁটি সুন্নী আলেম, না কোন খাঁটি সুন্নী মানুষ তাহার ভক্ত হয় নাই। আবার অনেক মানুষ না জানিয়া গোমরাহ লোকটির প্রতি ভাল ধারণা নিয়া বসিয়াছিলো। তাহারা সুন্নী আলেমদিগের জবান থেকে যখন তাহার গোমরাহী সম্পর্কে জ্ঞাত হইয়াছে তখন তাহারা তওবা তওবা করিয়াছে। যাইহোক, এখন আমার শেষ কথা হইল যে, লোকটিকে অবশ্যই গোমরাহ বলিয়া জানিবেন।

কাহারো পিছনে চলিতে হইলে, কাহারো কথা শুনিতে হইলে ও কাহারো সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করিতে হইলে তাহার পরিচয় জানিবার প্রয়োজন। এখন প্রশ্ন হইল যে, যে জাকির নায়েক সম্পর্কে এতো হৈ হৈ রৈ রৈ হইতেছে সেই লোকটি কে? কাহারা তাহার সম্পর্কে হৈ হৈ রৈ রৈ করিতেছে?

আমার সুন্নী পাঠকগণ! সর্বপ্রথম আপনারা জাকির নায়েক সম্পর্কে জানিবার চেষ্টা করুন যে, লোকটির পরিচয় কি এবং তাহার পিছনে কাহারা দৌড়াইতেছে! নিশ্চয় তাহার পিছনে আলেম সমাজ নাই। সুন্নী উলামায় কিরাম তো দুরের কথা, দেওবন্দী আলেমরাও তাহার পিছনে নাই। ইহার কারণ হইল যে, তিনি শরীয়াতের কোন আলেম নয়। আলেম সমাজের সহিত তাহার কোন সম্পর্ক নাই। প্রকাশ্য কোন সভা সমিতিতে তাহার কোন বক্তব্য হইয়া থাকে না। মানুষ তাহাকে টেলিভিশনের পরদায় দেখিয়া থাকে মাত্র। এইজন্য জাকির নায়েক সর্ব প্রথম কোন আলেম উলামাদের নজরে পড়ে নাই। তাহাকে সর্বপ্রথম খোঁজ পাইয়াছে ডাক্তার, মাষ্টার ও সাধারণ টি.ভি. দেখা লোকেরা। যে সমস্ত মানুষ নিয়মিত চ্যানেলে চোখ রাখিয়া থাকে, আর অধিকাংশ সেই সমস্ত মানুষ, যাহারা ইসলাম সম্পর্কে উদাসীন। কেবল গান বাজনা ও রঙ তামাশাই হইল যাহাদের জীবনের প্রধান কাজ, সেই সমস্ত লোকেরা কি দেখিতে কি দেখিয়া ফেলিয়াছে! যখন টেলিভিশনের পরদায় চলিয়া আসিয়াছে, তাহা হইলে জাকির নায়ক নিশ্চয় একজন বড় মাপের মানুষ। লোকটির মাথায় কতো সুন্দর দেওবন্দী নেট। আবার মুখে দাড়ি। কোরয়ান, হাদীস সবইতো মুখস্ত মনে হইতেছে। এইতো সবচাইতে বড় আলেম। ইহা হইল সাধারণ মানুষের ধারনা। আর ডাক্তার ও মাষ্টার সাহেবদের কাছে তো ইসলামী পোষাকের কোন গুরুত্ব নাই। তাহারা নিজেরা যেমন তেমনটাই দেখিতে পাইতেছে

pdf By Syed Mostafa Sakib

জাকির নায়েক সাহেবকে - সুট, কোট ও টাই মার্কা। আর সেই সঙ্গে মুখে দাড়ি ও মাথায় চাপানো রহিয়াছে একটি জাল টুপী। তবে জাকির নায়েক বড় আলেম হইবে না কেন! ইনি তো কোরয়ান, হাদীস কম বলিতেছে না। ইহাই হইল সমাজের অবস্থা।

প্রিয় সুন্নী পাঠক! আমার এই কলম একমাত্র সুন্নীদের জন্য। যেহেতু আপনি একজন সুন্নী মুসলমান। আপনি মাযহাব মানিয়া থাকেন, মাযার মানিয়া থাকেন, তরীকা মানিয়া থাকেন; তবে আপনি কেন গোমরাহ জাকির নায়েকের পিছনে পড়িয়া গোমরাহ হইতেছেন! জাকির নায়েক তো আপনার মাযহাবের মানুষ নয়ই, বরং কোন মাযহাবের মানুষ নয়। তিনি আমাদের দেশের তথা কথিত গোমরাহ আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের মানুষ। যে আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের সহিত আপনাদের দ্বীন ইসলামের পার্থক্য রহিয়াছে সেই সম্প্রদায়ের মানুষের পিছনে পড়িয়া যাওয়া নিশ্চয় গোমরাহী হইবে। জাকির নায়েক আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের মানুষ। আপনি ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়া দেখুন - আমাদের দেশের আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের লোকেরা জাকির নায়েককে নিয়া বেশি মাতামাতি করিতেছে। ইহার পিছনে একমাত্র কারণ হইল নায়েক সাহেব তাহাদেরই লোক। তাহার দোহাই দিয়া হানাফীদের মধ্যে ভাঙন ধরানো সহজ হইতেছে। আপনি কখনোই মনে করিবেন না যে, আমি জোর করিয়া জাকির নায়েককে আহলে হাদীস বলিতেছি। বরং তিনি নিজেকে আহলে হাদীস বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন।

"কিছু দিন পূর্বে এক টিভি চ্যানেলে কথা বলিবার সময়ে ডক্টর শাহিদ এর এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিয়াছেন, আহলে হাদীস ফিরকার সহিত আমার সম্পর্ক এবং আমি ইইলাম ব্যক্তিগত ভাবে আহলে হাদীস।" (জিউ. টি.ভি. ইন্টার্ভিউ - ২০০৮, সংগৃহিত দি ইণ্ডিয়ান মুসলিম টাইম্‌স

প্রথম পৃষ্ঠা, ২০ নভেম্বর, ২০১১) প্রিয় পাঠক! বুঝিতে পারিতেছেন - কেন আহলে হাদীসের লোকেরা নায়েককে নিয়া এতই হৈ চৈ!

আবার দেখুন, নায়েক সাহেব কি বলিয়াছে - "কোরয়ান ও হাদীসে কোন জায়গায় এই বর্ণনা নাই যে, মহিলারা মসজিদে যাইতে পারিবেনা।" (খুতবাতে জাকির নায়েক ২৭২ পৃষ্ঠা, সংগৃহিত মুসলিম টাইমস)

প্রিয় পাঠক! মসজিদে মহিলাদের লইয়া যাইবার পক্ষে হানাফীরা, না আহলে হাদীসরা? জাকির নায়েক সাহেবের ভাষণ কোন্‌দিকে মানুষের মুখ ঘুরাইয়া দিতে চাহিতেছে তাহা চিন্তা করিয়া দেখুন! আপনারা আহলে হাদীসদের সহিত মাতামাতি করিতেছেন কেন!

জাকির নায়েক আরো বলিয়াছে - "ইসলামের মধ্যে ফিরকাবাজীর অবকাশ নাই। (খুতবাতে জাকির নায়েক ৩১৬ পৃষ্ঠা, সংগৃহীত মুসলিম টাইমস)

আহ্‌রে! গোমরাহ জাকির নায়েক! যদি ইসলামের মধ্যে ফিরর্কাবাজি নাই, তাহা হইলে কোন্ লজ্জায় নিজেকে আহলে হাদীস বলিয়া ইসলামের মধ্যে নতুন একটি ফিরকা বাড়াইয়া দেওয়া হইল। কেবল হানাফীদের দিকে ফিরকাবাজির তীর!

প্রিয় সুন্নী পাঠক! বুঝিতে পারিতেছেন তো - নায়েক সাহেব কাহাদের লোক! আর কাহারা নায়েককে নিয়া নাচানাচি করিতেছে।

প্রিয় সুন্নী পাঠক! আপনার আরো একটু সময় দিতে হইবে। দেখুন! জাকির নায়েক কি বলিয়াছে - "তিন তালাক তিন নয়, বরং এক।" (তালাক শিরোনামে সি.ডি.তে রহিয়াছে, সংগৃহিত মুসলিম টাইম্‌স)

প্রিয় সুন্নী পাঠক! ইহার পরেও কি আপনার সন্দেহ থাকিতে পারে? আপনি অবশ্যই বিশ্বাস করিবেন যে, জাকির নায়েক ইইল গোমরাহ

pdf By Syed Mostafa Sakib

আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের একজন দালাল। হানাফী মাযহাবের মহাশত্রু। তবেই তো তৎপর হইয়া উঠিয়াছে এখানকার আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের লোকেরা। আমাদের দেশে তিন তালাককে এক তালাক বলিয়া হজম করিয়া থাকে কাহারা? নিশ্চয় আপনি বলিবেন, আহলে হাদীসের লোকেরা। এইবার জাকির নায়েককে ভাল করিয়া চিনিয়া নিন! প্রকাশ থাকে যে, তিন তালাক, তিন তালাকেই। ইহাতে সারা জগত একমত, ইহাতে চার মাযহাবের ইমামগণ একমত, বিশেষ করিয়া ইমাম আবু হানীফার নিকটে তিন তালাকই তিন তালাক। তবে আপনি একজন হানাফী হইয়া একজন হারামীর পিছনে পড়িয়া গিয়াছেন কেন? আপনি তো জাকির নায়েকের নিজস্ব চ্যানেলে বসিয়া তাহার গোমরাহী চেহারা দেখিয়াছেন মাত্র। এখন তাহার বেইমানী চেহারাগুলি ভাল করিয়া দেখুন! নায়েক সাহেব হইল এযীদের লোক, আহলে বায়েতের দুশমন। কারণ, নায়েক সাহেব কারবালার লড়াইকে রাজনৈতিক ছিল বলিয়াছে এবং এযীদের নামের পরে 'রাদীয়াল্লাহু আনহু' লিখিয়াছে। (সি.ডি., সংগৃহীত মুসলিম টাইম্‌স)

সমস্ত জগত এযীদের অপবিত্র নাম শুনিলে ঘৃণা করিয়া থাকে। আজো কোন মুসলমান এযীদের অপরাধকে ক্ষমা করিতে পারে নাই। এযীদ যে একজন গোমরাহ, মদ্যপ, অত্যাচারী ইহাতে কাহারো সন্দেহ নাই। বিশ্ব মুসলিমদের একাংশ এযীদকে কাফের পর্যন্ত বলিয়া থাকে। কিন্তু নায়েক সাহেব সেই এযীদের নামে 'রাদীআল্লাহু আনহু' বলিয়া নিজে গোমরাহ হইয়াছে, মানুষকে গোমরাহ করিবার চেষ্টা করিয়াছে। সেই সঙ্গে তাহার কথায় হজরত ইমাম হোসাইন রাদী আল্লাহু আনহু কলঙ্ক হইয়াছেন এবং তিনি উপহাসের পাত্র হইয়াছেন। কারণ, দুনিয়া আজো কারবালার ঘটনায় চোখের পানি ফেলিয়া থাকে। কিন্তু আজ গোমরাহ জাকির নায়েকের কথানুযায়ী এযীদই ছিলো হক্ব পথের পথিক এবং হজরত ইমাম হোসাইন

রাদী আল্লাহু আলহু ছিলেন একজন দুনিয়াদার রাজনৈতিক মানুষ। লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ! শত শতবার নাউজু বিল্লাহ।

জাকির নায়েকের ধারনায় আউলিয়ায় কিরামদিগের রওয়া পাকে উপস্থিতি দেওয়া, আল্লাহর দরবারে গায়রুল্লাহর অসীলা দেওয়া ও মীলাদ শরীফের অনুষ্ঠান কায়েম করা শির্ক। (সংগৃহিত দি ইণ্ডিয়ান মুসলিম টাইম্‌স)

সুন্নী পাঠক! ভাল করিয়া মিলাইয়া দেখুন! গোমরাহীর নায়ক যে জিনিষগুলিকে শির্ক বলিয়াছে সে জিনিষগুলিকে ওহাবী সম্প্রদায় শির্ক বলিয়া থাকে কিনা? এইবার আপনি বলুন! জাকির নায়েকের ধারনায় আপনারা মুশরিক হইতেছেন কিনা? কারণ, আপনি একজন সুন্নী হইবার কারনে নিশ্চয় আউলিয়ায় কিরামদিগের মাযারগুলিতে হাজিরী দিয়া থাকেন অথবা হাজিরী দেওয়াকে জায়েজ মনে করিয়া থাকেন। অনুরূপ আউলিয়া ও আম্বিয়ায় কিরামদিগের অসীলা দিয়া দরবারে ইলাহীতে দুয়া করিয়া থাকেন। বিশেষ করিয়া হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের অসীলা দিয়া দরবারে ইলাহীতে দুয়া করিয়া থাকেন। বরং হুজুর পাকের অসীলা ছাড়া আল্লাহর দরবারে কাহারো কিছু কবুল হইয়া থাকে না, ইহা হইল সুন্নী মুসলমানদের আকীদাহ। অনুরূপ মীলাদ শরীফ হইল, ইসলামী শিক্ষা দীক্ষার একটি বড় মাধ্যম। মোটকথা, সুন্নী মুসলমানদের ইসলামী আমলগুলি ওহাবী সম্প্রদায়ের ধারনায় শির্ক ও বিদয়াত। বর্তমানে ওহাবীদের বড় প্রচার মাধ্যম হইল জাকির নায়েক। সুতরাং সুন্নীগণ! আর একবার চিন্তা করিয়া দেখুন, আপনারা কাহারা এবং জাকির নায়েক কে? আপনি তো একজন সুন্নী এবং জাকির নায়ক একজন ওহাবী! সুন্নী হইয়া ওহাবীর ইত্তেবা! লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ।

pdf By Syed Mostafa Sakib

আপনি খুব মনে রাখিবেন –

(ক) জাকির নায়েক শরীয়াতের কোন আলেম নয়। তাই তাহাকে সামাজিকভাবে কোন সভা সমিতিতে পাওয়া যায় না।

(খ) ত্বরীকাতের প্রতি জাকির নায়েকের কোন আস্থা নাই। তাই তাহার কোন পীর বা আধ্যাত্মিক গুরু নাই।

(গ) জাকির নায়েক বর্তমানে ওহাবী সৌদী সরকারের একজন রিয়ালখোর এজেন্ট। ওহাবীদের দালালী করাই হইল তাহার মেন ভূমিকা।

(ঘ) জাকির নায়েক এমনই গোমরাহ যে, গোমরাহ দেওবন্দী সম্প্রাদায়ও তাহাকে গোমরাহ বলিতেছে।

(ঙ) গোমরাহ জাকির নায়েককে একমাত্র সেই সমস্ত মানুষ তাহাকে চিনিয়াছে যাহারা অধিকাংশ সময়ে টেলিভিশনের পরদায় নজর রাখিয়া থাকে।

(চ) ইতিপূর্বে আলেম সমাজ জাকির নায়েককে চিনিতেন না। টি.ভি. দেখা মানুষদের নিকট থেকে নায়েক সাহেবের নাম শোনা গিয়াছে মাত্র।

(ছ) বর্তমানে ভারত, পাকিস্তান থেকে অনেক আলেম জাকির নায়েককে মুনাজারার জন্য চ্যালেঞ্জ করিয়াছেন। কিন্তু তাহার পক্ষ থেকে কোন জবাব নাই।

(জ) জাকির নায়েকের চ্যানেলকে বহুদেশ ব্যাণ্ড করিয়া দিয়াছে। উত্তর প্রদেশ সরকারও তাহার চ্যানেল ব্যাণ্ড করিয়া দিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে গোমরাহ আহলে হাদীস সম্প্রাদায়ের লোকেরা তাহার চ্যানেলে চোখ রাখিয়া থাকে। আর সেই সঙ্গে সুন্নী ঘরের কিছু ডাক্তার ও মাষ্টার, যাহারা ইদানিং জামায়াতে ইসলামী ও তাবলিগী জামায়াতের মাধ্যমে গোমরাহ হইযাছে সেই সমস্ত ডাক্তার ও মাষ্টার তাহার চ্যানেলে চোখ রাখিয়া থাকে।

(ঝ) যদি আপনি জাকির নায়েককে মহাপণ্ডিত বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, তাহা হইলে আমার লেখা 'দাফনের পরে' পুস্তিকায় প্রশ্নাবলীর মধ্যে কেবল কোন একটি প্রশ্নের জবাব কোরয়ান ও হাদীস থেকে নায়েক সাহেবের নিকট থেকে সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিবেন, তাহা হইলে তাহার ইল্মের বহর ও জ্ঞানের গভীরতা প্রকাশ হইয়া যাইবে।

(ঞ) আপনি যদি সত্যিকারে সুন্নী হইয়া থাকেন, তাহা হইলে আপনার তওবা করিয়া নেওয়া জরুরী হইয়া গিয়াছে যে, হে আল্লাহ! গোমরাহ জাকির নায়েকের গোমরাহী জালে পড়িয়া গিয়া ছিলাম। এখন বুঝিতে পারিয়াছি। তাই তোমার দরবারে তওবা করিতেছি। আমাকে ক্ষমা করতঃ পুনরায় পূর্বের ন্যায় সুন্নীয়াতের উপরে অটল করিয়া রাখো।

(ট) গোমরাহ জাকির নায়েকের বই পুস্তক যাহারা বিক্রয় করিতেছে তাহারা প্রকৃতপক্ষে নিজেদের দ্বীনকে করিতেছে।

(ঠ) আলেম উলামা ছাড়া সাধারণ মুসলমানদের জন্য জাকির নায়েকের বই পুস্তক পাঠ করা হারাম। কারণ, তাহার বই পুস্তকগুলি গোমরাহীর কারণ।

মধুর সহিত মদ বিক্রয়

সুন্নীভাইগন! খুব সাবধান না হইলে সর্বনাশ হইবে, সর্বনাশ হইবে। ওহাবী সম্প্রাদায় বর্তমানে মধুর সহিত মদ বিক্রয় করা আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। সারা দুনিয়া অবগত রহিয়াছে যে, ওহাবী সম্প্রদায় পীর ও পয়গম্বরদের দুশমন। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে না কোন ওলী হইয়াছে, না ইহারা বিলায়েত মানিয়া থাকে। সুলতানুল হিন্দ খাজা আজমিরী রহমা তুল্লাহি আলাইহির রওজা পাককে কোন্ মুহূর্তে ধুলিসাৎ করিয়া দিতে পারিবে সেই চিন্তায় যাহারা সারা জীবন ছিলো সেই সমস্ত শয়তানদিগকে

pdf By Syed Mostafa Sakib

বড় পীর শায়েখ আব্দুল কাদের জিলানী, হজরত ইবরাহীম আদহাম, বায়যিদ বোস্তামী, নিজামুদ্দীন আউলিয়া, খাজা মঈনুদ্দীন আজমিরী প্রমুখ আউলিয়ায় কিরাম রাহিমাহুমুল্লাহদিগের সহিত আউলিয়া সাজাইয়া 'তাজকিরাতুল আউলিয়া' কিতাবের মধ্যে ঢুকাইয়া দিয়াছে। লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ!

শয়তানের দলেরা মুসলমানদের আর মুসলমান থাকিতে দিবেনা। তাজকিরাতুল আম্বিয়া ও তাজকিরাতুল আউলিয়া; এই কিতাবগুলি বহু পুরাতন। কিতাবগুলির মধ্যে নবীগণের ও ওলীগণের জীবনী আলোচনা করা হইয়াছে। কিতাবগুলি পাঠ করিলে মানুষের মনের মাঝে পরিবর্তন আসিয়া থাকে। মোট কথা কিতাবগুলি নিঃসন্দেহে সঠিক। কিন্তু কতো দুঃখের বিষয় দেখুন! মাত্র কয়েক দিন পূর্বে আমি কোলকাতায় গওসিয়া লাইব্রেরীকে 'তাযকিরাতুল আউলিয়া' পাঠাইবার জন্য অর্ডার করিয়া ছিলাম। কিতাবখানা হাতে পাইয়া আশ্চর্য হইয়াছি যে, শয়তানের কয়েকজন নামকরা শিষ্যকে আউলিয়ায় কিরামদিগের তালিকাভুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। যেমন হাজী শরীয়তুল্লাহ, মাওলানা ইলিয়াস ও আশরাফ আলী থানুবী প্রমুখগণ। হাজী শরীয়তুল্লাহ ছিলেন এক নম্বরের পাজী ও শয়তানের প্রথম সারের শিষ্য। সামান্য শিক্ষিত মানুষ মাত্রই জ্ঞাত রহিয়াছে যে, অখণ্ড বঙ্গে ফারায়ী সম্প্রাদায়ের জন্মদাতা হইল হাজী শরীয়তুল্লাহ। এই শয়তানের প্রচেষ্টায় ও প্ররচনায় ওহাবী মতবাদ আসিয়াছে বাঙ্গালী মুসলমানদের কাছে। শয়তানের শিষ্য পাজী শরীয়তুল্লার সারা জীবনের মেহনত ছিলো পীর ও পীরত্বের বিরোধীতা করা। আজ পর্যন্ত তাহার ফারায়ী সন্তানেরা পীর ও পীরত্বের বিরোধী হইয়া রহিয়াছে। সারা পশ্চিমবঙ্গ ও সমস্ত বাংলাদেশের কথা বলিতেছি যে, কোন ফারায়ী ফ্যামেলীর মানুষ না কোন মাযহাব মানিয়া থাকে, না কোন তরীকা মানিয়া থাকে। ইহারা কোন পীর

দরবেশের পরওয়া করিয়া থাকেনা, বরং সরাসরি শয়তানের প্ররোচনায় চলিয়া থাকে। আউলিয়ায় কিরামগণের নাম ইহাদের কাছে আগুন তুল্য এবং হানাফী কথাটি শুনিলে ইহাদের শরীরে শয়তানী জ্বলন আসিয়া থাকে। এই সমস্ত কু স্বভাবগুলির পিছনে পাজী শরীয়তুল্লার বড় অবদান। অথচ এই পাজী হাজী শরীয়তুল্লাহকে একজন কারামত সম্পন্ন কামেল ওলী হিসাবে দেখানো হইয়াছে তাযকিরাতুল আউলিয়া কিতাবের মধ্যে - লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ!

মাওলানা ইলিয়াস সাহেব হইলেন তাবলিগী জামায়াতের প্রতিষ্ঠাতা। যিনি আশরাফ আলী থানুবী সাহেবের মতাদর্শকে তাবলিগী জামায়াতের মাধ্যমে বাস্তবায়িত করিতে চাহিয়াছেন। আর তাবলিগী জামায়াতের অবদান সম্পর্কে আপনারা ভালই বুঝিতে পারিতেছেন। যাইহোক, এই ইলিয়াস সাহেবকেও 'তাযকিরাতুল আউলিয়া' কিতাবের মধ্যে ঢুকাইয়া আউলিয়ায় কিরামদিগের তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে।

আশরাফ আলী থানুবী সাহেবকে আপনাদের চিনাইবার প্রয়োজন নাই। উলামায় ইসলাম তাহাকে কাফের বলিয়া চিহ্নীত করিয়া দিয়াছেন। বর্তমানে হিন্দু ও মুসলমানদের মতো মুসলিমদের মধ্যে যত দাঙ্গা হাঙ্গামা হইতেছে সেগুলির পিছনে থানুবী সাহেবের বই পুস্তকগুলি হইল একটি মেন কারণ। অথচ এই বিতর্কীত লোকটিকে 'তাযকিরাতুল আউলিয়া' কিতাবের মধ্যে ঢুকাইয়া আউলিয়ায় কিরামদিগের তালিকাভুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

আমি বলিতে চাহিতেছি যে, কেহ নিজের পীরকে পয়গম্বর বলিলে আমি তাহার মুখে হাত দিতে পারিবো না। সুতরাং ওহাবী, দেওবন্দী ও তাবলিগী জামায়াতের লোকেরা সতন্ত্র কোন 'তাযকিরাতুল আউলিয়া' লিখিয়া তাহাদের গুরুদিগকে পীর পয়গম্বর বলিয়া দেখাইলে মানুষকে

pdf By Syed Mostafa Sakib

ধোকা দেওয়া হইতো না। কিন্তু শায়েখ ফরীদউদ্দীন আওারের 'তাযকিরাতুল আউলিয়া' এর মধ্যে দ্বীনের ডাকাতদের ঢুকাইয়া ধোকা দিয়াছে। এই জন্য আমি এই চোরা কারবারীদের বিপক্ষে বলিতে বাধ্য হইয়াছি।

বর্তমান 'তাযকিরাতুল আউলিয়া' কিতাবের প্রকাশক আল হাজ আবু জাফর, ৪৫, বাংলাবাজার ঢাকা - ১১০০। সুন্নী পাঠক! মনে রাখিবেন , ধোকাবাজ আবু জাফরের প্রকাশিত তাযকিরাতুল আউলিয়া হাতে নিবেন না। এই বেঈমান মধুর সহিত মদ মিশাইয়া দিয়াছেন। বই ব্যবসার মধ্যে এই ধরনের কালোবাজারী খুব চলিতেছে। সেইজন্য সাবধান, খুব সাবধান! বই না বই, বলিয়া সব বই কিনিতে হইবে না। যে লেখককে চিনিতে না পারিবেন তাহার বই ক্রয় করিবার জন্য কোন সুন্নী আলেমের পরামর্শ নিবেন। যে লেখকের নামের শেষে কিছু লেখা নাই তাহার বইতে হাত দিবেন না। যে লেখকের নামের শেষে কাসেমী অথবা সালাফী অথবা মোহাম্মাদী ইত্যাদি লেখা থাকিবে তাহাদের বই এর দিকে দ্বিতীয়বার তাকাইবেন না। জানিয়া নিবেন - ইহারা হইল তাহারা! আর যাহাদের নামের শেষে ক্বাদেরী অথবা রেজবী অথবা আশরাফী লেখা থাকিবে তাহাদের যাচাই করিবার প্রয়োজন নাই।

পূর্ণাঙ্গ নামায শিক্ষা

আশরাফ আলী থানুবী সাহেবের কোন স্বতন্ত্র 'নামায শিক্ষা' রহিয়াছে বলিয়া আমার জানা ছিলো না। হঠাৎ দেখিতে পাইতেছি যে, তাবলিগী জামায়াতের লোকেরা নিজেদের মধ্যে খুব কানাকানি শুরু করিয়া দিয়াছে যে, থানুবী সাহেবের লেখা খুব বড় নামাজ শিক্ষা বাহির হইয়া গিয়াছে - 'পূর্ণাঙ্গ নামাজ শিক্ষা'। একটি বিশেষ মসলা দেখিবার জন্য আমি এক দেওবন্দী মৌলবীর নিকট থেকে নামাজ শিক্ষাটি সংগ্রহ করিয়া

দেখিলাম যে, দাজ্জালীতে ভরা। আসলে নামাজ শিক্ষাটি থানুবী সাহেবের লেখা নয়। বরং লেখক এক ওহাবী শয়তান। এই শয়তান নামাজের মসলাগুলি থানুবী সাহেবের 'বেহেশ্‌তী জেওর' থেকে সংকলন করিয়াছে মাত্র। অথচ সরাসরি থানুবী সাহেবের নামে নামাজ শিক্ষাটি ছাপানো হইয়াছে। আমি যে মসলাটি দেখিবার জন্য কিতাবখানা হাতে নিয়াছিলাম সে মসলাটি তাহাতে পাইনাই। তবে কিতাবখানা অল্প সময়ের মধ্যে যতদুর দেখিয়াছি তাহাতে কিছু কিছু জায়গায় এমন এমন কথা লিখিয়াছেন যেগুলি থানুবী সাহেবের কথার সম্পূর্ণ বিপরীত। যেমন, থানুবী সাহেব সমস্ত নামাজের নিয়াতগুলি লিখিয়াছেন। কিন্তু লেখক পরে এই মৌখিক নিয়াতকে বিদয়াত বলিয়া তুলাধূনা করিয়া দিয়াছে। আমি আশ্চর্য হইতেছি যে, বই ব্যবসায় কতো কালো বাজারী চলিতেছে। কোন দেওবন্দী বলিতেছে না যে, এইরূপ অপকর্ম করা হইতেছে কেন? এইরূপ প্রতিবাদ না করিবার পিছনে একটিই কারণ হইল যে, যেহেতু দেওবন্দীরা এখনো পর্যন্ত শয়তানী করিয়া সময়ে সময়ে নিজদিগকে হানাফী বলিয়া দাবী করিয়া থাকে। তাই তাহারা ধীরে ধীরে সাধারণ হানাফীদিগকে ওহাবীয়াতের দিকে নিয়া যাইতে চাহিতেছে। লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ!

আমি যে দেওবন্দী মৌলবীর নিকট থেকে 'পূর্ণাঙ্গ নামাজ শিক্ষা'টি সংগ্রহ করিলাম, তাহাকে আমি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম - নামাজ শিক্ষাটিতো থানুবী সাহেবের নয়, থানুবী সাহেবের নাম দিয়া ছাপাইবার কারণ কী? মৌলবী সাহেব উত্তর দিয়াছেন - থানুবী সাহেবের নাম শুনিলে সবাই কিনিবে - লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ!

রিসার্চ সেন্টার, না শয়তানী সেন্টার

ইদানিং হাতে একটি পুস্তক পাইয়াছি - 'দিল কি খুন আওর আঁখ

pdf By Syed Mostafa Sakib

কি আঁসু' ইহার পরে বক্সের মধ্যে বইটির নামের অনুবাদ রহিয়াছে - হৃদয়ে রক্তক্ষরণ ও নয়নে অশ্রুপাত। অতঃপর লেখা রহিয়াছে - ঃ সংকলনে ঃ কুরয়ান হাদীস রিসার্চ সেন্টার (ফুরফুরা শরীফের গবেষণা প্রতিষ্ঠান) মল্লিক ব্রাদার্স - প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা - ৫৫, কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭৩। আর বইটির কভার পেজে লেখা - তারিক মুহাম্মদ মুত্তাকী বিল্লাহ। আবার কভার পেজে খুব কায়দা করিয়া একটি আয়াত পাক লেখা রহিয়াছে, যাহার অর্থ হইল - তোমরা সবাই আল্লাহর রজ্জুকে মজবুত করিয়া ধরো এবং ভিন্ন ভিন্ন হইও না।

পুস্তকটির ৬৪ পৃষ্ঠায় লেখা রহিয়াছে - "ফিরকাবাজির যুদ্ধ ঃ- ইসলামে একটি দল, সবাই মুসলমান। মুসলমানের নাম আল্লাহ্ কুরয়ানে বলেছেন, হিযবুল্লাহ অর্থাৎ আল্লাহর দল। হিযবুল্লাহ বলতে কোনো মানুষ বা রাজনৈতিক দলকে বোঝায় না। কেউ একটি দলের নাম হিযবুল্লাহ্ রাখলে কেবল তারাই হিযবুল্লাহ্ একথা ঠিক নয়। হানাফী, শাফী হাম্বলী, মালিকী এই চার মাজহাব, আহলে হাদিস, তাবলিগী জামাত, চিশতিয়া, কাদেরীয়া, নকশ্‌বন্দীয়া, মোজাদ্দেদীয়া ইত্যাদি যত তরিকত পন্থী আছে সবাই মিলে হিযুবল্লাহ্। দুনিয়ার সমস্ত মুসলমান হিযবুল্লাহ্! দুনিয়ার সমস্ত মুসলমান ভাই ভাই। সমগ্র বিশ্বের মুসলমান মিলে একটি দেহ। এর কোন অংশে আঘাত লাগলে অন্য অংশ ব্যাথা অনুভব করবে। এই হওয়া উচিত মুসলমানের স্বভাব। অথচ আমাদের সমাজে একশ্রেণীর আলেম আছে মুসলিম ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ যাঁদের মাঝে একেবারে অনুপস্থিত। কেবল যে সত্য - মিথ্যা মিশিয়ে ওয়াজ করেন তাই নয়, কারামতের কাহিনী বয়ান করে ঘন্টার পর ঘন্টা ওয়াজ করেন তাই নয়; বরং নিজেদের মধ্যে দল পাকিয়ে কে ওহাবী, কে সুন্নী, কে শিয়া, কে মুকাল্লিদ, কে গায়েব মুকাল্লিদ, কে গোল টুপি, কে লম্বা টুপি, কে কিয়াম করে, কে করে না, কে

মিলাদ পড়ে, কে পড়ে না ইত্যাদি বিষয়ে ওয়াজ করাটাই যেন মুখ্য উদ্দেশ্য। এমনকি একপক্ষ আরেক পক্ষকে কাফের ফতোয়া দিতেও পিছপা হন না।"

এখন শয়তানের জিতিয়া যাইবার পালা পড়িয়া গিয়াছে। কারণ, যামানা শেষ এবং কিয়ামত হইবে কাফেরদের উপরে। সুতরাং কিছু বলিয়া পারা যাইবে না। তাই বলিয়া বলিবার দায়িত্ব পালনে অবহেলা করাও হইবে না।

আমার সুন্নী পাঠকগণ! নিশ্চয় দেখিতেছেন শয়তানের শিষ্যদের শয়তানী ও দাজ্জালী! এইজন্য আপনাদের সব কথা বলিয়া সাবধান করিতেছি। কিন্তু সাবধান হইবার দায়িত্ব আপনাদের। কথায় বলা হইয়া থাকে - সাবধানের ঘরে মার নাই, অসাবধানের পদে পদে পদস্খলন।

প্রিয় সুন্নী পাঠক! তারিক মুহাম্মদ মুত্তাকী বিল্লাহ হইলেন বইটির লেখক। কিন্তু লেখক হইলেন একজন সন্দেহভাজন ব্যক্তি। বর্তমানে আইকার্ড ছাড়া চলা মুশকিল। যাহার নিকটে আইকার্ড নাই সে হইল সন্দেহভাজন ব্যক্তি। লেখকের নাম থেকে কোন রূপ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না যে, লেখক কে? লেখক হানাফী, না শাফয়ী? লেখক কাদেরী, না চিশতী? লেখক রেজবী, না কাসেমী? যদিও লেখক নিজের কথানুযায়ী ফিরকাবাজী থেকে নিজেকে মুক্ত রাখিবার জন্য নিজের পরিচয়কে গোপন রাখিয়াছেন কিন্তু তাহার মুখ ভ্যাঁচানী থেকে বুঝা যাইতেছে যে, তিনি একজন সদ্য গায়ের মুকাল্লিদ - বেঈমান। লেখকের কাছে ঈমান - আকীদার কোন মূল্যই নাই, কেবল ধারনা করিয়াছেন যে, নিজেকে মুসলমান বলিয়া দিলে যথেষ্ট। আজকাল গায়ের মুকাল্লিদ তথাকথিত আহলে হাদীস সম্প্রদায় বিভিন্ন তরীকা ও মাযহাবগুলির নাম রাখিয়া দিয়াছে - ফিরকাবাজী। আবার নিজেরা আহলে হাদীস - সালাফী - মোহাম্মাদী হইয়া ফিরকাবাজী

pdf By Syed Mostafa Sakib

করিতেছে। হানাফী, শাফয়ী, কাদেরীয়া ও চিশতীয়া ইত্যাদি যদি ফিরকাবাজী হইয়া থাকে, তাহা হইলে এইগুলি হিযবুল্লাহ্ বা আল্লাহর দল হইল কেমন করিয়া? শয়তানের শিষ্যের মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছে।

প্রিয় পাঠক! লক্ষ করিয়া দেখুন! লেখক কেমন মুধর সহিত মদ মিশাইয়া দিয়াছেন - হানাফী, শাফয়ী, হাম্বালী ও মালিকী মাযহাবের সহিত এবং কাদেরীয়া, চিশতীয়া, নকশাবন্দীয়া ও মোজাদ্দেদীয়ার সহিত তাবলিগী জামায়াত ও আহলে হাদীসকে মিশাইয়া দিয়াছেন। বর্তমানে সব চাইতে গোমরাহ জামায়াত তথাকথিত আহলে হাদীস ও তাবলিগী জামায়াত। অথচ এই জামায়াতগুলিকে খাঁটি জামায়াতগুলির মাঝখানে ফেলিয়া দিয়াছে - লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ!

লেখকের কাছে বিশ্ব মুসলিম সব ভাই ভাই। তবে কি কাদিয়ানীরা লেখকের ভাই? রাফেজী, খারেজী সম্প্রদায়গুলি কি লেখকের ভাই? লেখরে কাছে কি শীয়া ও সুন্নী বলিয়া কিছুই নাই? স্বয়ং লেখক হানাফী, না শাফয়ী? কাদেরী, না চিশতী? মুকাল্লিদ, না গায়ের মুকাল্লিদ? শীয়া না সুন্নী? যদি উত্তর আসিয়া থাকে - মুসলমান। তাহা হইলে যে জামায়াত গুলির নাম উল্লেখ করা হইয়াছে তাহারা কি নিজদিগকে মুসলমান বলিয়া দাবী করিয়া থাকে না? লেখক শয়তান এক ভালই ভণ্ড! গোলটুপি ও লম্বা টুপি যদি বিরক্তির কারণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে কি ভণ্ডের মাথায় কোন টুপিই থাকে না? মাঝখান থেকে মুত্তাকী বিল্লাহ? কিয়াম ও মীলাদ করা ও না করা সবইতো মুত্তাকী বিল্লাহর কাছে অপ্রিয়। তবে কি মুনাফেকী করাই হইল তাহার কাছে প্রিয়? যেখানে যেমন সেখানে তেমন? কাহার কাফের বলায় যদি বিরক্তির কারণ হইয়া থাকে, তাহা হইলে কি কাদিয়ানীরা কাফের নয়? যে সমস্ত শীয়া হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের পরেও কুরয়ান পাকের কিছু আয়াত অবতীর্ণ হইবার দাবী করিয়া থাকে তাহারা

কি কাফের নয়? যাহারা কাফেরকে কাফের বলিতে দ্বিধা করিয়া থাকে তাহারা তো কাফের। ইহাতো শরীয়তের কথা। এখন লেখক মুত্তাকী বিল্লাহ মুসলমান, না কাফের? এই কাফের লেখক কাজী নজরুল ইসলামের মতো একজন কাফের কবির কবিতা পাঠ করতঃ ইসলামের বিধানাবলীকে অবজ্ঞা করিয়াছে-

"জগত যখন এগিয়ে চলেছে
আমরা তখন বসে
বিবি তালাকের ফতোয়া খুঁজি
ফেকাহ হাদিস চষে।"

তবে কি লেখকের কাছে তালাক বলিয়া কিছুই নাই? মুত্তাকী বিল্লাহর মতো শয়তানের শিষ্য সমাজে আরো কিছু বাড়িয়া গেলে মুসলমানদের অবস্থা কোন্ পর্যায়ে পৌঁছিয়া যাইবে তাহা সুন্নী পাঠকগণ মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিবেন। জানিনা, ফুরফুরায় আবার এই শয়তানী সেন্টার কবে থেকে হইয়াছে! শয়তানের শিষ্যরা ভাল জায়গায় ভাল সেন্টার করিয়াছে। পীরজাদাদের মধ্যে কেহ এই শয়তানী সেন্টারের সদস্য হইয়াছেন কিনা জানিতে পারা যাইতেছে না। তবে বহুদিন পরে একটি পুরাতন কথা মনে পড়িয়া যাইতেছে যে, সম্ভবত! ১৯৭৫ সালে ফুরফুরার বড় হুজুর মাওলানা আব্দুল হাই সিদ্দিকী সাহেব ২২শে ফাল্গুন তাহাদের ইসালে সওয়াবের মাঝের দিন ভরা মজলিসে প্রকাশ্য মাইকে মুখ লাগাইয়া বলিয়া ছিলেন - এতদিন আমরা চারভাই ছিলাম - হানাফী, শাফয়ী, হাম্বালী ও মালেকী। এখন আমরা পাঁচ ভাই হইয়াছি - আহলে হাদীসরা আমাদের ভাই। অবশ্য ফুরফুরার মেজো হুজুর মাওলানা আবু জাফর সিদ্দিকী সাহেব সঙ্গে সঙ্গে মাইকে মুখ লাগাইয়া তীব্র প্রতিবাদ করিয়া ছিলেন। কেবল তাই নয়, পরদিন সকালে হাজার হাজার মানুষের সামনে মেজো হুজুর

pdf By Syed Mostafa Sakib

ঘন্টা তিনেক ধরিয়া আহলে হাদীসদিগকে তুলাধূনা করিয়া শেষ পর্যন্ত তিনবার তাহাদিগকে 'কাফের কাফের কাফের' বলিয়া দিয়াছিলেন। ইহাতে লোকে খুব নারা লাগাইয়া ছিলো। যাক, পুরাতন কথা আর বেশি বলিবো না। তবে আমার মনে হইতেছে আহলে হাদীসদের সম্পর্কে আব্দুল হাই সিদ্দিকী সাহেবের ভাই বলাটাই হইল ফুরফুরায় এই শয়তানী সেন্টারের ভিত্তিস্থাপনের প্রথম ইট। এই ইটটি প্রস্তুত হইবার পর থেকে পীর খান্দান ডিম ভাঙার ন্যায় চুর্ণ বিচুর্ণ হইয়াছে। বিশেষ করিয়া বড় হুজুর আব্দুল হাই সিদ্দিকী সাহেবের বড় সাহেবজাদা আবুল আনসার আব্দুল কাহ্হার সাহেব সাধারণ গোমরাহ হইয়া মারিয়া যান নাই, বরং তিনি উপযুক্ত ভাবে গোমরাহ ও গোমরাহকারী হইয়া মরিয়াছেন। গোমরাহ মুত্তাকী বিল্লাহর গোমরাহী বইটির প্রকাশনায় রহিয়াছে মল্লিক ব্রাদার্স। পশ্চিমবঙ্গে মল্লিক ব্রাদার্স হইল একজন নামকরা বই বিক্রেতা। বইয়ের ব্যবসা ভাল কিন্তু মল্লিক ব্রাদার্স বই বিক্রয় করিবার সাথে সাথে ঈমানও বিক্রয় করিয়া চলিয়াছে। বাংলাদেশের তথাকথিত আহলে হুদীস বেঈমানদের বই পুস্তক পশ্চিমবঙ্গের বেঈমানদের হাতে উঠাইয়া দেওয়ার মুলমালিক হইল মল্লিক ব্রার্দাস। মল্লিক ব্রাদার্সের উচিত, দুনিয়ার বদলে দ্বীনকে বিক্রয় না করা।

আমার সুন্নী ভায়েরা খুব সাবধান হইয়া যান। বই না বই বলিয়া বেঈমানদের বই হাতে নিবেন না। যে বইগুলি সংগ্রহ করিয়া ফেলিয়াছেন সেগুলি অবিলম্বে সমাধি করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা করিবেন।

নকশাটি ভাল করিয়া দেখুন !

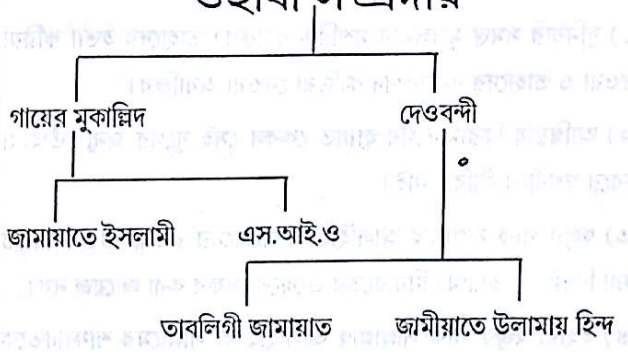

ওহাবী সম্প্রদায়

তেরশত হিজরীর প্রথম দিকে এই সম্প্রদায় আরবের নজদ নামক স্থান থেকে প্রকাশ হইয়াছে। এই সম্প্রদায়ের প্রথম লোকটির নাম মোহাম্মাদ ইবনো আব্দুল ওহাব। যেহেতু 'মোহাম্মাদ' হইল হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সালামের পবিত্র নাম। এই কারণে গোমরাহ লোকটির সম্পর্কে কিছু বলিতে হইলে পবিত্র 'মোহাম্মাদ' নামের বেয়াদবী হইয়া যাইবে, তাই উলামায় ইসলাম এই সম্প্রদায়ের নাম মোহাম্মাদী না রাখিয়া পিতার নামের দিকে নিসবত করতঃ ওহাবী রাখিয়া দিয়াছেন। এই ওহাবী সম্প্রদায়ের ইতিহাস হইল ইসলামের একটি কলঙ্কিত অধ্যায়। ইহাদের গোমরাহী হয়তো কিয়ামতের সকাল পর্যন্ত আর মুছিয়া যাইবে না। ইহারা আহলে সুন্নাতকে কতল করা ও তাহাদের সম্পদ সমূহ লুট করিয়া নেওয়া হালাল ও সওয়াবের কাজ বলিয়া মনে করিয়া নিয়াছে। মক্কা ও মদীনাবাসীদের উপরে যে অত্যাচার করিয়া ছিলো তাহা আজ পর্যন্ত ইতিহাসের কলম ভুলিতে পারে নাই। ইহাদের অত্যাচারে হাজার হাজার

pdf By Syed Mostafa Sakib

মানুষ শহীদ হইয়াছে। এই গোমরাহ জামায়াতের গোমরাহ লোকটির ধারনা ছিলো যে ঃ-

(১) দুনিয়ার সমস্ত মুসলমান মুশরিক কাফের। তাহাদের হত্যা করিয়া দেওয়া ও তাহাদের ধন সম্পদ কাড়িয়া নেওয়া অয়াজিব।

(২) আম্বিয়ায় কিরামদিগের হায়াত কেবল সেই যুগের জন্য। তাঁহারা কবরে স্বশরীরে জীবিত নাই।

(৩) হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের রওযা পাক যিয়ারত করা বিদয়াত - হারাম। যিয়ারতের উদ্দেশ্যে সফর করা জায়েজ নয়।

(৪) ইহারা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের শাফায়াতকে অস্বীকার করিয়া থাকে।

(৫) হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের অসীলা দিয়া দুয়া চাওয়াও নাজায়েজ বলিয়া থাকে।

(৬) তাহাদের আরো একটি কুফরী ধারনা হইল যে, আমাদের হাতের লাঠি মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লাম অপেক্ষা আমাদের বেশী উপকারী। আমরা ইহা দ্বারা কুকুর তাড়াইতে পারি এবং মোহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের দ্বারায় ইহাও করিতে পারা যায় না। এক হাজার বার নাউজ বিল্লাহ!

(৭) ইহারা বাতিনী বিদ্যাকে, সুফিয়ায় কিরামদিগের জিকির ও ফিকিরকে বিদয়াত ও গোমরাহী বলিয়া থাকে।

(৮) ইহারা খাস কোন ইমামের অনুসরন করাকে শির্ক বলিয়া থাকে।

(৯) হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের প্রতি দরুদ শরীফ ও সালাম পাঠ করা এবং দালায়েলুল খায়রাত পাঠ করাকে কঠিনভাবে ঘৃণা করিয়া থাকে।

(১০) ইহারা হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি অ সাল্লামের মীলাদ শরীফ পাঠ করাকে জঘন্য খারাপ ও বিদয়াত বলিয়া থাকে। এই সম্প্রদায়ের গোমরাহী আক্বীদাহ ও ইহাদের অত্যাচার সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানিতে হইলে 'সায়ফুল জাব্বার' ও শামী কিতাব পাঠ করিতে হইবে।

অখণ্ড ভারতে ওহাবী মতবাদ

ভারতে সাইয়েদ আহমাদ রায় বেরেলবী ও ইসমাঈল দেহলবীর দ্বারায় ওহাবী মতবাদ প্রচারিত হইয়াছে। সাইয়েদ সাহেব হইলেন দেহলবী সাহেবের পীর। এই ভণ্ড পীর ও তদীয় ভণ্ড মুরীদ অখণ্ড ভারতে সংস্কারের নামে সর্বনাশ ডাকিয়া আনিয়া ছিলেন। হিমালয় পর্বতের ন্যায় অটল হানাফী মাযহাবকে টলাইয়া দিয়া ছিলেন এই দুই দেও। তবে আল্লাহ তায়ালা তাহাদের উপর খুব ন্যায়তঃ দুনিয়াবী বিচার করিয়াছেন। পীর ও মুরীদ না কেহ জানাজা পাইয়াছেন, না পাইয়াছেন শরীয়ত সম্মত কোন কাফন ও দাফন। মুসলিম ও অমুসলিম উভয়ের কোপে কুপোকাৎ হইয়া কে যে কোথায় ছিটাইয়া গিয়াছেন তাহা তাহাদের ঘরের লোকেরা পর্যন্ত সঠিক ভাবে বলিতে পারে নাই। পাপাত্মাদের প্রতি এই প্রকার অভিশাপ আসিয়া থাকে। ইহাদের সম্পর্কে ভালভাবে জানিতে হইলে আমার লেখা - 'সেই মহানায়ক কে?' পাঠ করিবেন।

সাইয়েদ আহমাদ ও ইসমাঈল দেহলবীর চেলা চমেণ্ডরা প্রথমতঃ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া গিয়াছিল। একদল প্রকাশ্যে হানাফী মাযহাবের বিরোধীতা আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল। ইহাদিগকে আমরা গায়ের মুকাল্লিদ - লা মাযহাবী বলিয়া থাকি। অবশ্য ইহারা নিজদিগকে - আহলে হাদীস, সালাফী ও মোহাম্মাদী বলিয়া থাকে। সময় সময়ে শয়তানী করিয়া নিজদিগকে শাফয়ী বলিয়াও থাকে। জামায়াতে ইসলামী ও এস. আই. ও

pdf By Syed Mostafa Sakib

ইত্যাদি দলগুলি হইল আহলে হাদীস সালাফীদের শাখা প্রশাখা।

সাইয়েদ সাহেব ও ইসমাঈল দেহলবীর আর এক দল শিষ্য যাহারা প্রকাশ্যে হানাফী বলিয়া দাবী করিয়া থাকে কিন্তু কার্যতঃ হানাফী মাযহাবের ঘোর বিরোধী। আমরা ইহাদিগকে দেওবন্দী বলিয়া থাকি। তাবলিগী জামায়াত ও জমীয়তে উলামায় হিন্দ হইল দেওবন্দীদের দল উপদল।

আহলে হাদীস, জামায়াতে ইসলামী ও এস. আই. ও এবং দেওবন্দী তাবলিগী জামায়াত ও জমীয়তে উলামায় হিন্দ; ইহারা ভিন্ন ভিন্ন হইয়া ভিন্ন ভিন্ন কাজ করিলেও আসেল ইহারা প্রত্যেকেই হইল অভিন্ন ও একদল। যথা সময়ে ইহাদিগকে একই প্লাটফর্মে দেখিতে পাইবেন।

ঐতিহাসিক হানাফী সম্মেলন

আল্ হামদু লিল্লাহ! আজ থেকে মাত্র চার দিন পূর্বে আমার প্রচেষ্টায় মুর্শিদাবাদ ইসলামপুরে হানাফী মাযহাবের উপরে এক ঐতিহাসিক হানাফী সম্মেলন সম্মন্ন হইয়াছে। তারিখ ছিল ৩রা অগ্রহায়ন, ২০ শে নভেম্বর ২০১১ রবিবার। স্থান ঃ- ইসলামপুর কলেজ রোড, মুর্শিদাবাদ। সময় ছিল - দুপুর ১২ ঘটিকা থেকে সারা রাত্রী। প্রধান অতিথি হইয়া উপস্থিত হইয়া ছিলেন উপমহাদেশের মহান মোহাদ্দিস (মুহাদ্দিসে কাবীর) আল্লামা যিয়াউল মুস্তফা ক্বাদেরী - আজমগড়, ইউ. পি.। আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন মুবল্লিগ মুফতী শোয়াইব রেজা নাঈমী - দিল্লী। মুফতী রুস্তম আলী সাহেব, মারকাযি দারুল ইফতা - বেরেলী শরীফ। মাওলানা শাহিদুল ক্বাদেরী, চেয়ারম্যান ইমাম আহমাদ রেজা সোসাইটি - কোলকাতা। ডক্টর শাহনাওয়াজ হোসেন, বিশিষ্ট আইনজীবি - সুপ্রিমকোর্ট, দিল্লী। সুজাত আলী ক্বাদেরী - জেলারেল সেক্রেটারী অল ইণ্ডিয়া মুসলিম স্টুডেন্টস অর্গানাইজেশন - রাজস্থান। শায়খুল হাদীস হজরত মাওলানা মোমতাজুদ্দিন

হাবিবী - রাজমহল ও শায়খুল হাদীস মুজাহিদুল ক্বাদেরী কাটিহার। এই সম্মেলনে আমি লক্ষাধিক মানুষ ও এক হাজার আলেমকে আহ্বান করিয়া ছিলাম। আল্ হামদু লিল্লাহ, শত বাধার ভিতর দিয়া কয়েক শত আলেম ও প্রায় পঞ্চাশ ষাট হাজার মানুষ সমবেত হইয়া ছিলেন। অবশ্য সংবাদ পত্রগুলিতে আরো বেশি মানুষের কথা বলা হইয়াছে।

শত বাধা কেমন?

কয়েক বৎসর পূর্বে আমি আঞ্চলিক ভাবে একটি হানাফী সম্মেলন করিতে চাহিয়াছিলাম। কিন্তু আহলে হাদীস, দেওবন্দী ও ফুরফুরা পন্থীদের আপত্তিতে থানা পার্মিশান দিয়া ছিলো না। এইবার আমি সাবধানতা হেতু ভিতরে ভিতরে থানা থেকে আরম্ভ করিয়া ডি. এম পর্যন্ত পারমিশন করিবার পর প্রকাশ করিয়াছি। আমার বিজ্ঞাপন ছিল 'ঐতিহাসিক হানাফী সম্মেলন'। এই 'হানাফী' শব্দটি ওহাবীদের মাথায় বজ্রপাতের মত হইয়া গিয়াছে। সম্মেলন বন্ধ করিয়া দেওয়ার জন্য ওহাবীরা যারপর নয় চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু তাহারা উপর মহলে যেখানে গিয়াছে সেখানে দেখিয়াছে তাহাদের পথ অবরোধ হইয়া রহিয়াছে। শেষ পর্যন্ত তাহারা একই দিনে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দুরে একটি সমাবেশ করিয়াছে। তাহাদের বিজ্ঞাপনে লেখা ছিল - 'ঐতিহাসিক বিশাল দ্বীনী সমাবেশ।' এই সমাবেশের সভাপতি ছিলো ফুরফুরা পন্থী একজন আলেম - খলীলুর রহমান। প্রধান বক্তা ছিলো বিখ্যাত দেওবন্দী বক্তা গোলাম মোর্তজা - মেমারী। তারপর ছিলো মুর্শিদাবাদের কুখ্যাত গায়ের মুকাল্লিদ ইমরুল কায়েস। আমার হানাফী সম্মেলনকে রুখিবার জন্য কেবল ওহাবীদের এই দ্বীনী সমাবেশটি ছিলো এমন কথা নয়, বরং তাহাদের চক্রান্তে ঐ দিনে ১৫/২০ কিলো মিটারের মধ্যে প্রায় ১৫/২০ জায়গায় জালসা করিয়াছিলো। এলাকার শিক্ষিত

pdf By Syed Mostafa Sakib

সমাজের একটি বিরাট অংশ ওহাবীদের এই দ্বীনী সমাবেশকে ঘৃণা করিয়াছে যে, ইহা দ্বীনের নামে কেবল বেদ্বীনী কাজ ছাড়া কিছুই নয়। সত্যিকারে যদি দ্বীনের কাজ করিবার উদ্দেশ্য থাকিতো, তবে নিশ্চয় একই দিনে করিতো না। সেই সঙ্গে সঙ্গে বহু মানুষের কাছে এলাকায় ফুরফুরা পন্থীদের আসল রূপ প্রকাশ হইয়া গিয়াছে যে, ইহারা কেবল কিয়াম মিলাদ বিক্রয় করিয়া খাইলেও আসলে ওহাবী দেওবন্দী। অন্যথায় হানাফী সম্মেলনকে বাধা দেওয়ার জন্য তাহাদের মরিয়া হইয়া গ্রামে গ্রামে জালসা ও মাত্র ছয় সাত কিলোমিটার ব্যবধানে দ্বীনী সমাবেশ করিবার কারণ কী!

আমার বিজ্ঞাপন প্রকাশ হইবার পর পরই এমন বহু মানুষ আমাকে প্রশ্ন করিয়াছে যাহারা হানাফী ঘরের মানুষ; যাহাদের বাপ দাদাগণ সবাই হানাফী ছিলো, বর্তমানে এই সমস্ত লোকেরা দ্বীন ইসলাম সম্পর্কে চর্চা না রাখিবার কারণে এবং বাতিল ফিরকার মানুষদের সহিত চলাচল করিবার কারণে নিজেদের দ্বীন ইসলাম, মাযহাব ও মিল্লাত বোধ হারাইয়া ফেলিয়াছে। তাহাদের প্রশ্ন ছিলো ইহাই - আপনি হানাফী সম্মেলন না করিয়া ইসলামী সম্মেলন করিলেন না কেন? তাহাদের আমি এই বলিয়া বুঝাইয়াছি -

(ক) আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রায় আহলে হাদীস সম্মেলন করিয়া থাকে। তাবলিগী জামায়াতের লোকেরা প্রায় তাবলিগী জামায়াতের ইজতেমা করিয়া থাকে। অতএব, হানাফী সম্মেলন করিলে আপত্তি কোথায়?

(খ) দুই জন অপরিচিত মানুষকে যদি তাহাদের পরিচয় দিতে বলা হইয়া থাকে এবং তাহাদের একজন এই বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে যে, আমি একজন মানুষ। আর একজন এই বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে যে, আমি একজন মুসলমান। আপনি এখন কাহার পরিচয়ের প্রতি সন্তুষ্ট হইবেন?

নিশ্চয় যে লোকটি নিজেকে একজন মানুষ বলিয়া পরিচয় দিয়াছে সে নিজেকে খানিকটা গোপন রাখিয়াছে কারণ। মানুষ বর্তমানে ইহুদী, ঈসায়ী, হিন্দু ও মুসলিম ভিন্ন জাতে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং আমি একজন মানুষ বলিলে পূর্ণ পরিচয় দেওয়া হইবে না। যে লোকটি নিজেকে মুসলমান বলিয়াছে সে নিজের পূর্ণ পরিচয় দিয়াছে। অনুরূপ দুইজন অপরিচিত মুসলমান আসিয়াছে তাহাদের পরিচয় দিতে বলা হইলে একজন বলিয়াছে - আমি মুসলমান, আর একজন নিজের পরিচয় দিয়া বলিয়াছে, আমি হানাফী। যে লোকটি বলিয়াছে - আমি মুসলমান, সে নিজের পরিচয় গোপন করিয়াছে। কারণ, মুসলমান এখন ভিন্ন মাযহাবের হইয়া গিয়াছে। সুতরাং যে লোকটি নিজেকে হানাফী বলিয়া পরিচয় দিয়াছে, সে সঠিক পরিচয় দিয়াছে। এই কারণে হানাফী সম্মেলন করা হইয়াছে। দেখুন! যাহারা দ্বীনি সমাবেশ করিয়াছে তাহারা ছদ্মবেশি। ফুরফুরা পন্থীরা মীলাদ কিয়াম করিয়া খায়। দেওবন্দীরা ফুরফুরা পন্থীদের মীলাদ কিয়ামকে বেদ্বীনি কাজ বলিয়া থাকে। আর আহলে হাদীসরা এই দুই পন্থীকে গোমরাহ বলিয়া থাকে। আবার হানাফী মাযহাবের বিরোধীতায় তিনজনকে একই মঞ্চে উপবিষ্ট দেখা যাইতেছে। কেমন তামাশা একবার দেখুন!

(গ) আপনাদের মতো মানুষদের জন্য আমি ইসলামী সম্মেলন না করিয়া হানাফী সম্মেলন করিয়াছি। কারণ, আপনারা কোন প্রকারে নিজদিগকে মুসলমান বলিয়া থাকেন কিন্তু নিজদিগকে হানাফী বলিতে লজ্জাবোধ করিয়া থাকেন। অথচ আপনারা যাহাদের সহিত চলাচল করিয়া থাকেন, তাহারা কেহ ফারাজী, কেহ আহলে হাদীস, কেহ সালাফী, কেহ মোহাম্মাদী, কেহ তাবলিগী ও কেহ জামায়াতে ইসলামী। এই সমস্ত জামায়াতের লোকদের তো লজ্জা নাই। ইহারা তো কেবল মুসলমান থাকিতে পারিতো! ইহারা মুসলমান দাবী করিবার পরে পরে যখন ভিন্ন দলের হইয়া গিয়াছে,

pdf By Syed Mostafa Sakib

তাহা হইলে আপনাদের হানাফী হইতে লজ্জা বোধ হইতেছে কোন? অথচ আপনাদের বাপ দাদাগণ সবাই ছিলো হানাফী। এমনকি যাহারা বর্তমানে তাবলিগী, জামায়াতে ইসলামী, আহলে হাদীস - ফারাজী ইত্যাদি হইয়া বসিয়াছে তাহাদের বাপদাদাগনও হানাফী ছিলো। বর্তমানে ইহারা গোমরাহ জামায়াতগুলির চক্রান্তে পড়িয়া গোমরাহ হইয়া গিয়াছে। আমি আপনাদিগকে এই গোমরাহী থেকে বাচাইবার জন্য হানাফী সম্মেলন করিয়াছি। আপনারা আমার বিরোধীতা করিতেছেন! আজ যদি আপনাদের বাপ দাদাগণ হায়াতে থাকিতেন, তাহা হইলে তাহারা অবশ্যই আমার পাশে দাঁড়াইতেন। আপনারাও যদি শান্ত মস্তিষ্কে চিন্তা করিয়া থাকেন, তবে নিশ্চয় আমার পাশে দাঁড়াইয়া যাইবেন।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

সুন্নীভাই গণ! কোন সময়ে কোনো বড় ধরনের কাজ করিতে হইলে খুবই সাবধান হইয়া করিবেন। সব সময়ে আইনতঃ অগ্রসর হইবেন। কোন সময়ে কোন ওহাবীকে বিশ্বাস করিবেন না। আমার দুঃখের কথা শুনিয়া সাবধান হইয়া যান। আমার সম্মেলনের জন্য যে ডেকোরেটরকে নিয়াছিলাম, তাহাকে দুইমাস ধরিয়া বুঝাইয়া বলিয়া ছিলাম - বাবা! তুমি আমার ছেলের মতো। আমাকে যেন কোন বিপদে ফেলিয়া দিও না। আমি তোমার কাছে চাই দিনের মতো আলো ও সূচ পড়া শব্দ ধরিয়া নেওয়ার মতো মাইক। এই সম্মেলনটি হইবে আমার জীবনের প্রথম কাজ ও হয়তো শেষ কাজ। শেষের দিকে একদিন এইকথাও বলিয়াছিলাম - বাবা! যে বিষ খাইয়া থাকে সে নিজে মরিয়া যায় কিন্তু যে বিশ্বাস খাইয়া থাকে তাহার বংশ মরিয়া যায়। আমার কথায় কিছু মনে না করিয়া কেবল কথাটি মনে রাখিয়া দিও। হায়! শেষ পর্যন্ত বাবা ছেলেটি বিষ খায় নাই

বটে বরং বিশ্বাসই খাইয়াছে। সম্মেলনের একদিন আগে মাইক বাজাইয়া ও আলো দেখাইয়া দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলো, কিন্তু যাহারা বিশ্বাসঘাতক হইয়া থাকে তাহাদের কথার দাম কম হইয়া থাকে। যাহাদের কাছে দ্বীন ইসলামের কোন গুরুত্ব নাই তাহারা কাহারো প্রতিশ্রুতির পরওয়া করিয়া থাকে না। কি দুঃখ! একদিন আগে সব কিছু কম্পিলিট পাইবার কথা কিন্তু সম্মেলনের দিনেও পর্যন্ত পাই নাই। রাত ৯/১০ পর্যন্ত কাজ করিয়া শেষ করিতে পারে নাই। যেমন পরের পর বিনা পয়সায় কাজ করিয়া থাকে তেমনই কাজ করিয়াছে। শেষ পর্যন্ত কোথায় হারাইয়া গেল - দিনের মতো আলো ও সূচ পড়া শব্দ ধরিয়া নেওয়ার মতো মাইক! আবার আমি মাইকে মুখ লাগাইলে তখনই মাইকের মন খারাপ হইয়া যায়। আমার এই দুঃখ সহজে দুর হইবে না। তাই বলিতেছি, সুন্নী মুসলমান, খুব সাবধান।

ফুরফুরা পন্থীদের বর্তমান অবস্থা

পশ্চিমবাংলায় ফুরফুরা পন্থীদের বর্তমান অবস্থা আমার নখদর্পনে রহিয়াছে। সব জায়গার অবস্থা একই প্রকার নয়। দক্ষিণ ২৪ পরগনা সংগ্রামপুর এলাকার ফুরফুরা পন্থীরা আর ফুরফুরা পন্থী নাই। এক কথায় সবাই তাবলিগী জামায়াতের লোক হইয়া গিয়াছে। এলাকায় সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘোরাফিরা করিলে মাশা আল্লাহ একজন পিওর ফুরফুরা পন্থীর সহিত সাক্ষাত হইবে না। সাধারণ মানুষ থেকে আরম্ভ করিয়া আলেম ও তালিবুল ইল্ম সবার উপরে চড়িয়া গিয়াছে তাবলিগী রং। স্টেশনের জামে মসজিদটি হইল তাবলিগী বাজার। সকাল সন্ধ্যায় সব সময়ে ট্রেন থেকে তাবলিগী জামায়াতের লোকেরা ঝাঁকে ঝাঁকে নামা ওঠা করিতেছে। যাহা একটি দেখিবার মতো দৃশ্য। এলাকার উপরে তাবলিগী জামায়াতের

pdf By Syed Mostafa Sakib

এই বাগান ফুলে ফলে একদিনে সাজিয়া ওঠে নাই। এই বাগানের প্রথম মালী হইলেন ফুরফুরার মেজ হুজুর মাওলানা আবু জাফর সিদ্দিকী সাহেবের প্রধান খলীফা মাওলানা নুরুল হক সাহেব। বর্তমানে এলাকার মানুষের ধারনায় নুরুল হক সাহেব ছিলেন খুব দুরদর্শি মানুষ। তাই তিনি ফুরফুরা পন্থীদিগকে ফুরফুরার গণ্ডীর ভিতর থেকে বাহির করিয়া তাবলিগী জামায়াতের খোলা ময়দানে ছাড়িয়া দিয়া গিয়াছেন। এলাকার মানুষ ফুরফুরার পীর আবু জাফর সাহেবের কথা বহু পূর্বে ভুলিয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার খলীফা নুরুল হক সাহেবের কথা অক্ষরে অক্ষরে স্মরন করিয়া চলিয়াছে। নুরুল হক সাহেবের অবদানের কথা এলাকার মানুষ কোন দিন ভুলিতে পারিবে না। কারণ, এই লোকটি তাহাদের স্বাধীনতা দিয়া গিয়াছেন।

পুত্র হইল পিতার নমুনা। নুরুল হক সাহেব এলাকার মানুষকে তাবলিগী বানাইয়া দিয়াছেন। আর তাহার পুত্র ইহ্সানুল হক সাহেব সরাসরি এলাকার মানুষকে নদওয়ার ওহাবীদের হাতে বিক্রয় করিয়া দিয়াছেন। বলির ছাগল বুঝিয়া থাকে না যে, স্বল্প সময়ের মধ্যে তাহার উপর অস্ত্র চলিবে। অনুরূপ এলাকার মানুষ বুঝিতে পারিতেছে না যে, ইহারা পিতা পুত্র আমাদিগকে কোন পর্যায় পৌছাইয়া দিয়াছেন। ভারতে নদওয়াতুল উলামা হইল ওহাবীদের সবচাইতে বড় সংস্থা। ইহারা ওহাবীদের মতবাদের উপর অত্যন্ত কঠোর। নদওয়াতুল উলামা দেওবন্দীদের ন্যায় মুনাকেকী করিয়া চলিয়া থাকে না। সেই কট্টর ও কঠোর ওহাবীদের সহিত ইহ্সানুল হক সাহেব হাত মিলাইয়া কয়েকজন নদবী আলেমকে আনিয়া তাহাদের দ্বারায় সংগ্রামপুর মাদ্রাসায় শিক্ষক রূপে নিয়োগ করিয়াছেন। পিতার গোমরাহী পথে পুত্র ইহ্সানুল হক সাহেব হাঁটিয়া এলাকার মানুষকে গোমরাহীর গভীরে এমন ভাবে ঠেলিয়া দিয়া

যাইতেছেন যে, কিয়ামতের সকাল পর্যন্ত এলাকার মানুষ কোনদিন সুন্নীয়াতের পথে ফিরিয়া আসিতে পারিবে বলিয়া আশা করা যায় না। সাধারণত এই প্রকার পদক্ষেপের পিছনে প্রচুর পরিমানে কালো পয়সা থাকে।

মুর্শিদাবাদের ইসলামপুর এলাকায় ফুরফুরা পন্থীরা আর ফুরফুরা পন্থী নাই। ইহারা তাবলিগী জামায়াত, জামায়াতে ইসলামী ও আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের মধ্যে বণ্টন হইয়া গিয়াছে। এই এলাকার আলেমদের অবস্থা হইল যে, কোন প্রকারে মীলাদ ও জালসা পাইলেই হইল। তাই দেওবন্দী, আহলে হাদীস মৌলবীদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া জালসা করিয়া থাকে। দেওবন্দী ও লা মাযহাবী আলেম জালসায় থাকিলে তখন কিয়াম করিবার কথা ভুলিয়া যায়। কাহার বাড়ীতে মীলাদ হইলে কিয়াম করিয়া থাকে। এলাকার একজন বিশিষ্ট আলেম যিনি বৎসরে প্রায় তিনশত ষাট দিন মীলাদ করিয়া থাকেন। তিনি ইদানিং গর্ব করিয়া বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন, আশা করি আর দশ বৎসরের মধ্যে এলাকার সমস্ত মানুষ তাবলীগ হইয়া যাইবে। মীলাদ কিয়ামের সরাসরি কোন দলীল নাই। লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ! এই আলেমটি এলাকার যত দেওবন্দী মাদ্রাসার জালাসায় কালেকশন করিয়া থাকে। এই এলাকার ফুরফুরাপন্থী মানুষকে গোমরাহ করিবার মূলে এই আলেমের অবদান। আমার বাড়ীর খুব কাছাকাছি ফুরফুরার পীর সাহেবদের একটি খানকা রহিয়াছে। খানকাটি সারা বৎসর ভুতের বাঁশা হইয়া পড়িয়া থাকিতো। বৎসরান্তে একদিন পীর সাহেব আসিয়া জালসা করিয়া যাইতেন। পরে ভাবনা চিন্তা করিয়া খানকাকে মসজিদ করিয়া দিয়াছে। অবশ্য এই মসজিদের ইমাম করিয়া রাখিয়া দিয়াছে একজন দেওবন্দীকে। সে সারা বৎসর মীলাদ কিয়ামের বিরুদ্ধে তা'লীম দিয়া থাকে। এ বৎসর এই খানকায় ফুরফুরা থেকে ইবরাহীম পীর আসিয়া ছিলেন। তিনি জালসা করতঃ মুনাজাত করিয়া

pdf By Syed Mostafa Sakib

সভা শেষ করিয়া দিয়াছেন। কিয়াম করেন নাই। তাই একজন ফুরফুরা পন্থী মৌলবী আমার নিকট আসিয়া দুঃখ করতঃ বলিয়াছে যে, ইহারা আমাদিগকে কোথায় লইয়া যাইতে চাহিতেছে!

উত্তর চব্বিশ পরগনায় দেওবন্দীদের দ্বারায় গড়িয়া উঠিয়াছে বড় বড় দেওবন্দী মাদ্রাসা। এই মাদ্রাসাগুলির মুকাবিলায় ফুরফুরা পন্থী রুহুলামীন ভক্ত আলেমরা দুই একটি মাদ্রাসা করিয়াছে। কিন্তু এই মাদ্রাসাগুলিতে পড়াইবার জন্য দেওবন্দী আলেম রাখিয়া দিয়াছে। অবশ্য সেই দেওবন্দী আলেমদিগকে খুব কাবু করিয়া রাখিয়াছে কয়েকটি শর্তে। যেমন গোল জামা ও গোল টুপী পরিতে হইবে। বাস, এখন আর কেহ দেওবন্দী থাকিল না। সবাই ফুরফুরা হইয়া গিয়াছে। সুতরাং এই দেওবন্দী আলেমদের কাছে ছেলে পড়াইলে আর কোন দোষ নাই! এখন দেওবন্দীদের হাতে সুবর্ণ সুযোগ আসিয়া গিয়াছে। দেওবন্দীরা গোল জামা ও গোল টুপীর আড়ালে ফুরফুরা পন্থীদের ঘরের ভিতর ঢুকিয়া তাহাদের ছেলে মেয়েকে ইচ্ছামত বদ্ আক্বীদায় গড়িয়া তুলিতেছে। এই সমস্ত আলেমদের প্রচেষ্টায় ফুরফুরা পন্থী শত শত ছেলে দেওবন্দে চলিয়া যাইতেছে। সমুদ্রের মাছ চৌবাচ্চায় থাকিতে পারে না। দেওবন্দ থেকে ফিরিয়া ফুরফুরার কূয়াতে থাকিবে কেন! যাহারা স্বচক্ষে বড় বড় মোহাদ্দিস ও মুফাসসির দেখিয়া আসিতেছে তাহাদের কাছে কি দাদা হুজুরের নামের পুরাতন গান ভাল লাগিয়া থাকে! এই প্রকারে ফুরফুরা দেওবন্দীদের থেকে যতটুকু ফারাক দেখাইয়া এতদিন পর্যন্ত নিজেদের ব্যবসার কাজ চালাইয়া আসিতে ছিলো সেটুকুও তাহারা হারাইয়া ফেলিয়াছে। আর সবচাইতে বড় কথা হইল যে, ফুরফুল্লায়ও তাবলিগী জামায়াতের মারকাজ হইয়া গিয়াছে।

ফুরফুরা পন্থী হাজার হাজার মানুষ জানিতে পারিয়া ছিলো না যে, আমরা দেওবন্দীদের শাখা। আমাদের আলেম উলামারা একদিন আমাদিগকে দেওবন্দীদের হাতে তুলিয়া দিবে। এখনো এই পন্থীর বহু মানুষ জানিতে পারিতেছে না যে, তাহারা দেওবন্দীদের শাখা। তাহাদের আলেম উলামারা তাহাদিগকে ধীরে ধীরে দেওবন্দীদের কাছাকাছি করিতেছে। আর সাধারণ মানুষদের মধ্যে এত চেতনাবোধ বা কোথায়! ফলে যাহা হইবার তাহা হইতেছে। অবশ্য ফুরফুরা পন্থীদের একাংশ আলেম সরাসরি সুন্নী উলামায় কিরামদিগের সহিত যোগাযোগ আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। তাহারা সুন্নীদের বড় বড় মাদ্রাসাগুলিতে ছাত্র প্রেরণ করিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছেন। এই সমস্ত আলেমগণ ভালভাবে বুঝিয়া গিয়াছেন যে, ঈমান ও কুফরের মাঝখানে মুনাকেকী ছাড়া তৃতীয় কোন পথ নাই। এই সমস্ত আলেমগন এখন সুন্নীদের কিতাবপত্র পড়িতে আরম্ভ করিয়াছেন। ইহারা আরো লক্ষ করিতেছেন যে, সারা ভারতে সুন্নীদের শত শত মাদ্রাসা রহিয়াছে। না জানিবার কারণে আমরা দেওবন্দমুখী হইয়া ছিলাম। উর্দু কায়দা থেকে আরম্ভ করিয়া বোখারীর ব্যাখ্যা পর্যন্ত সমস্ত কিতাব সুন্নীদের রহিয়াছে। আমরা না জানিয়া দেওবন্দীদের লেখা কিতাবাদি পড়িয়া গোমরাহ হইতে ছিলাম। বীরভূম ও মালদার বহু এলাকায় ফুরফুরা পন্থীরা সুন্নী হইয়া গিয়াছে। এই জেলাগুলিতে ফুরফুরার নাম গন্ধ মুছিয়া যাইবার মতো হইয়া গিয়াছে।

হাওড়া ও হুগলীর অধিকাংশ মসজিদের ইমাম হইল দুই চব্বিশ পরগনার দেওবন্দী তাবলিগী জামায়াতের লোক। ইহারা ভিজা বিড়াল সাজিয়া ফুরফুরাবীদের মসজিদগুলি দখল করিয়া লইতেছে। আর খুব চাপা সূরে তাবলিগী গান গাহিয়া ধীরে ধীরে মানুষকে তাবলীগ ঘেঁষা করিতেছে। যদি ঘটনাক্রমে এই জেলাগুলিতে ফুরফুরা পন্থীদের ভিতরে কোন সুন্নী আলেম ইমাম হইয়া পৌছিয়া যায় এবং তিনি মীলাদ কিয়ামের

pdf By Syed Mostafa Sakib

উপর খুব জোর দিয়া থাকে ও সেই সঙ্গে সঙ্গে মসজিদে ফজরের নামাজের পরে কিয়াম চালু করিবার পরামর্শ দিয়া থাকে কিংবা চালু করিয়া দিয়া থাকে, তাহা হইলে গ্রামবাসীর মন খারাপ হইয়া যায়। আমাদের হুজুররা তো কেবল জালসায় কিয়াম করিয়া থাকেন। ইনি প্রতিদিন সকালে কিয়াম করিতেছেন, তাহা হইলে ইনি কি বেরেলী নাকি? বেরেলীরা তো কিয়াম করাকে ফরজ বলিয়া থাকে। আমাদের দাদা হুজুরের কবরের উপর ফুল চাদর নাই। বেরেলীরা কবরের উপর ফুল চাদর দিয়া পূজা করিয়া থাকে ইত্যাদি শয়তানী কথা আরম্ভ করিয়া দিয়া ইমাম সাহেবকে সরাইবার ব্যবস্থা করিয়া থাকে। লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ!

দোদুল্যমান আলেমদের প্রতি

এমন কিছু আলেম রহিয়াছেন যাহারা দেওবন্দীদের সব জিনিষ মানিয়া নিতে পারেন না কিন্তু নিজেদের দুর্বলতার কারণে দেওবন্দীদের লিখিত কিতাবগুলি দেখিয়া ফতওয়া ফারায়েজ করিয়া থাকেন। যেমন - বেহেশতী জেওর, ফাতাওয়ায় ইমদাদিয়া, ফাতাওয়ায় রশীদিয়া ও ফাতাওয়ায় দারুল উলূম দেওবন্দ ইত্যাদি কিতাবগুলিকে পুঁজি করিয়া রাখিয়াছেন। এই প্রকার আলেমদের জন্য আমার পরামর্শ হইল যে, তাহারা যেন নিম্নের কিতাবগুলি অবশ্যই হাতে রাখিয়া থাকেন। যেমন - বাহারে শরীয়ত, কানুনে শরীয়ত, জান্নাতী জেওর ও সুন্নী বেহেশতী জেওর ইত্যাদি। আল হামদু লিল্লাহ, বাহারে শরীয়ত কিতাবখানা বড় বড় সুন্নী আলেমগন হাতের কাছে রাখিয়া থাকেন। বর্তমানে বাহারে শরীয়ত, কানুনে শরীয়ত ও জান্নাতী জেওর বাংলায় বাহির হইয়া গিয়াছে।

এইবার প্রশ্নোত্তরে কয়েকখানা নির্ভরযোগ্য ফাতাওয়ার কিতাব হাতে রাখিবার কথা বলিতেছি। যেমন - ফাতাওয়ায় আমজাদিয়া। ইহা চার খণ্ডে সমাপ্ত। ফাতাওয়ায় মুস্তফাবীয়া। এই কিতাবখানাও চারখণ্ডে সমাপ্ত। ফাতাওয়ায় বাহরুল উলূম। ইহা ছয় খণ্ডে সমাপ্ত। ফাতাওয়ায়

নাঈমিয়া। ইহা চার খণ্ডে সমাপ্ত। আর যদি সম্ভব হইয়া থাকে, তাহা হইলে জগত বিখ্যাত কিতাব - 'ফাতাওয়ায় রাজবীয়া' তিরিশ খণ্ডে সমাপ্তটি অবশ্য রাখিবেন। এই কিতাবখানার লেখক ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী। বোখারী শরীফের শারাহ কিনিতে হইলে - 'নুজহাতুল কারী' ক্রয় করিবেন। কিতাবখানা নয় খণ্ডে সমাপ্ত। মিশকাতের শারাহ কিনিতে হইলে - 'মিরাতুল মানাজীহ' ক্রয় করিবেন। ইহা ছাড়া দরসে নিজামীর সমস্ত কিতাবের শারাহ সুন্নীদের লেখা যোগাযোগ করিলে পাইয়া যাইবেন।

তাফসীরে তিবইয়ানুল কোরয়ান, বারো খণ্ডে সমাপ্ত। তাফসীরে যিয়াউল কোরয়ান, পাঁচ খণ্ডে সমাপ্ত। তাফসীরে নাঈমী, তিরিশ খণ্ডে সমাপ্ত। আর সংক্ষিপ্তভাবে তাফসীরে খাযাইনু ইরফান ও তাফসীরে নুরুল ইরফান। এই দুইখানা কিতাব কানযুল ঈমানের সহিত বাংলায় অনুবাদ হইয়াছে।

বাংলায় বোখারীর বঙ্গানুবাদ

বর্তমানে বোখারী থেকে আরম্ভ করিয়া বহু হাদীসের কিতাব বাংলায় অনুবাদ হইয়া বাজারে বাহির হইয়া গিয়াছে। অবশ্য এই অনুবাদগুলি সুন্নীদের কলম দিয়া নয়। তবুও আপনি ইচ্ছা করিলে এই কিতাবগুলি পাঠ করিতে পারিবেন। কিন্তু সব সময়ে মনে রাখিতে হইবে-

(ক) বোখারী, মোসলেম থেকে আরম্ভ করিয়া যে ছয়খানা হাদীসের কিতাবের নাম বেশিরভাগ শুনিতে পাওয়া যায়, এই কিতাবগুলির লেখকগন কেহ হানাফী মাযহাব অবলম্বী ছিলেন না। প্রত্যেকে ছিলেন শাফয়ী মাযহাব অবলম্বী। সুতরাং এই কিতাবগুলিতে আপনার মাযহাব বিরোধী বহু হাদীস আপনার সামনে আসিতে পারে। ইহাতে আপনার দুর্বল হইবার কিছুই নাই। যেহেতু আপনি হানাফী মাযহাব অবলম্বী। এই কারণে অবশ্যই বিশ্বাস রাখিবেন যে, ইমাম আবু হানীফা যাহা বলিয়াছেন তাহার পিছনে অবশ্যই সহী হাদীস রহিয়াছে। কারণ, তিনি ছিলেন ইমামুল

pdf By Syed Mostafa Sakib

মুহাদ্দিসীন এবং ইমাম বোখারীর উস্তাদদিগের উস্তাদ।

(খ) আপনি সরাসরি হাদীস থেকে মসলা বাহির করিতে যাইবেন না। গোমরাহ হইয়া যাইবেন। সাধারণ মানুষের জন্য ফিকহের কিতাব থেকে মসলা সংগ্রহ করিতে হইবে। যদি কোন হাদীস আপনার মাযহাব বিরোধী বাহির হইয়া যায়, তাহা হইলে আপনি নিজে কোন রায় কায়েম করিবেন না। কোন নির্ভরযোগ্য হানাফী আলেমের সহিত যোগাযোগ করিবেন। ইনশা আল্লাহ, সঠিক উত্তর বাহির হইয়া আসিবে।

(গ) এ পর্যন্ত যে সমস্ত হাদীসের কিতাব অনুবাদ হইয়া বাজারে বাহির হইয়াছে, ইহার পিছনে রহিয়াছে এক পরিকল্পিত প্ল্যান। সেই প্ল্যান হইল হানাফী মাযহাবকে খতম করিয়া দেওয়া। আর বাস্তবে তাহাই হইতেছে কিনা, লক্ষ করিয়া দেখুন! মাষ্টার ডাক্তারের দল বাংলায় বোখারী পড়িয়া হানাফী মাযহাব ত্যাগ করতঃ গোমরাহ হইয়া আহলে হাদীস - ফারাজী হইয়া যাইতেছে। লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ! যদি বাংলায় অনুবাদ করিবার মধ্যে নেক নিয়াত থাকিতো, তাহা হইলে হানাফী মোহাদ্দিসগনের হাদীসের কিতাবগুলির মধ্যে দুই একটির অনুবাদ করিয়া দিতো। বিশেষ করিয়া ইমাম আবু হানীফার পনের বিশখানার বেশি মোসনাদ রহিয়াছে সে গুলির মধ্যে থেকে দুই একটির তো অনুবাদ করিয়া দেওয়া দরকার ছিল!

মোসনাদে ইমাম আ'যম

যিনি সব চাইতে বড় ফকীহ হইবেন, তিনিই হইবেন সব চাইতে বড় মুহাদ্দিস। ইমাম আবু হানীফার থেকে বড় ফকীহ তাঁহার পরে পৃথিবীতে কেহ আসেন নাই। অতএব, তিনিই হইলেন পৃথিবীর মধ্যে সবচাইতে বড় মুহাদ্দিস। কিন্তু আমাদের দেশের গোমরাহ আহলে হাদীস - ফারাজী সম্প্রদায় প্রচার করিয়া রাখিয়াছে যে, ইমাম আবু হানীফা হাদীস জানিতেন না। তিনি মাত্র সতেরটি হাদীস জাতিতেন। লা হাউলা অলা কুওয়াতা ইল্লা

বিল্লাহ! এই মিথ্যা প্রচারে যে সমস্ত হানাফী পড়িয়া গিয়াছে তাহারা বোখারী, মোসলেম ইত্যাদি হাদীসগুলির বঙ্গানুবাদ পড়িয়া গোমরাহ হইতেছে।

আমার হানাফী ভাইগন! আপনাদের জন্য এক সুসংবাদ যে, আমি ইমাম আবু হানীফার একটি 'মোসনাদ' অনুবাদ করিয়া দিয়াছি। এই মোসনাদটির মধ্যে রহিয়াছে পাঁচশত তেইশটি হাদীস। আল হামদু লিল্লাহ, কিতাবটি ছাপার কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। ইতিমধ্যে দুইশত সত্তরটি হাদীসের অনুবাদের প্রুফ আমার হাতে চলিয়া আসিয়াছে। আশাকরি কয়েক মাসের মধ্যে বাজারে বাহির হইয়া যাইবে। যাহারা সতেরটি হাদীসের কথা প্রচার করিয়া থাকে তাহাদের প্রচার এক জঘন্ন মিথ্যা বলিয়া প্রমান হইয়া যাইবে। আমার হাতে সময়ের অভাব, তবুও আশা করিতেছি যদি আল্লাহ তায়ালা তাওফীক দিয়া থাকেন, তাহা হইলে ইমাম আবু হানীফার আরো দুই একটি 'মোসনাদ' অনুবাদ করিয়া দিবো।

সহীহুল বিহারী

সুন্নী আলেমদের নিকটে আবেদন, তাঁহারা যেন 'সহীহুল বিহারী' বা জামেউর রেজবী হাদীসের কিতাবখানা অবশ্য অবশ্যই সংগ্রহ করিয়া থাকেন। এই কিতাবখানার মধ্যে রহিয়াছে নয় হাজার দুই শত সাতাশিটি হাদীস। হানাফী মাযহাবের স্বপক্ষে সারা দুনিয়ার হাদীসগুলি এক জায়গায় পাইয়া যাইবেন। মিশকাতের পরিবর্তে প্রতিটি মাদ্রাসায় এই কিতাবখানা পড়ানো উচিত বলিয়া মনে করিতেছি। মিশকাত একেবারে বাদ দিতে না চাহিলে ছয় মাস ছয় মাস করিয়া দুইখানা কিতাব পড়ানো যাইতে পারে। কিতাবখানা পড়াইলে ওহাবী - আহলে হাদীস সম্প্রদায়ের দর্প চুর্ণ হইয়া যাইবে। ওহাবীদের প্রচার যে, হানাফীদের কাছে হাদীস নাই। ইহারা কেবল ইমাম আবু হানীফার কথা মতো চলিয়া থাকে। সহীহুল বিহারীর মধ্যে প্রতিটি মসলার স্বপক্ষে ডজন ডজন হাদীস পাইবেন। আর যদি আল্লাহর

pdf By Syed Mostafa Sakib

কোন বান্দা কিতাবখানা বাংলায় অনুবাদ করিয়া দিয়া থাকেন, তাহা হইলে হানাফী মাযহাবের উপরে তাহার এক অসাধারণ খিদমাত হইয়া যাইবে।

তাসাউফের কিতাব পড়িবেন

আউলিয়ায় কিরামদিগের লেখা তাসাউফের কিতাবগুলি পাঠ করিতে থাকিবেন, তাহা হইলে ইসলামের আসল পথের পাত্তা পাইবেন। আউলিয়ায় কিরামদিগের জীবনী পাঠ করিতে থাকিবেন, তাহা হইলে তরীকার পথে কিভাবে চলিতে হইবে বুঝিতে পারিবেন। যাহারা না তাসাউফের কিতাব পাঠ করিয়া থাকে, না আউলিয়ায় কিরামদিগের জীবনী পড়িয়া থাকে, তাহাদের হৃদয় সহজে নরম হইবে না। গওসুল আ'যম হজরত শায়েখ আব্দুল ক্বাদের জিলানী, ইমাম গাজ্জালী প্রমুখ আউলিয়ায় কিরামদিগের লিখিত তাসাউফের কিতাবগুলি পাঠ করিবেন। আবার সময় সুযোগে সংসার জীবন থেকে নিজেকে বাহির করিয়া নিয়া আউলিয়ায় কিরামদিগের মাযার শরীফগুলি যিয়ারত করিতে যাইবেন। ইহাতে আউলিয়ায় কিরামদিগের রূহানী ফায়েজ পাইবেন। কোন কামেল মুর্শিদের হাতে অবশ্যই হাত রাখিয়া দিবেন। ইহাতে আপনি দ্বীনের বড় বড় ডাকাতদের আক্রমন থেকে নিরাপদ থাকিবেন। যে নৌকার নাবিক নাই সে নৌকা ঘাটে পৌঁছিয়া থাকে না। দুনিয়া হইল যেন এক মহাসমুদ্র। মানুষের জীবন হইল যেন নৌকা। মুর্শিদ হইলেন যেন নাবিক। আপনার জীবন নৌকার উপরে মুর্শিদকে নাবিক হিসাবে উঠাইয়া নিলে ইনশা আল্লাহ দুনিয়া সমুদ্রের উপরে বাতিল ফিরকাগুলির ঝড় তুফান থেকে নিরাপদে কবর ঘাটে পৌঁছিয়া যাইবেন। ইয়া আল্লাহ, ইয়া রব্বাল আ'লামীন! আমাদের সবাইকে মুর্শিদে কামেলের পদতলে আশ্রয় নেওয়ার তাওফীক দিয়া সৌভাগ্যবান করিয়া দিন।

সালামান্তে সমাপ্ত

সালামে রেজা

(১) মুস্তফা জানে রহমাত পে লাখোঁ সালাম
শাময়ে বযমে হিদায়েত পে লাখোঁ সালাম।

(২) শাহরে ইয়ারে ইরাম তাজদারে হারাম
নাওবাহারে শাফায়াত পে লাখোঁ সালাম।

(৩) শাবে আসরাকে দুলহা পে দায়েম দরুদ
নাওশায়ে বযমে জান্নাত পে লাখোঁ সালাম।

(৪) রাব্বি আ'লাকী নিয়মাত পে আ'লা দরূদ
হাক্ক তায়ালা কী মিন্নাত পে লাখোঁ সালাম।

(৫) হাম গরীবোঁকে আক্কা পে বেহ্দ্ দরূদ
হাম ফাকীরোঁ কী সারওয়াত পে লাখোঁ সালাম।

(৬) দুর ও নাজদীক কে সুননে ওয়ালে ওহ্ কান
কানে লায়ালে কারামাত পে লাখোঁ সালাম।

(৭) জিসকে মাথে সাফায়াত কা সহরা রাহা
উস জাবীনে সায়াদাত পে লাখোঁ সালাম।

(৮) জিনকে সিজদে কো মেহরাবে কা'বা ঝুঁকী
উন ভুঁওঁকী লাতাফাত পে লাখোঁ সালাম।

(৯) জিস তরফ উঠ গেয়ী দম্ মে দম্ আগেয়া
উস্ নিগাহে ইনায়েত পে লাখোঁ সালাম।

(১০) জিস্ সুহানী ঘড়ী চমকা তাইয়ে বাহ্ কা চাঁদ
উস্ দিলে আফ রোজে সায়াত পে লাখোঁ সালাম।

(১১) শাফয়ী মালেক আহমাদ ইমাম হানীফ
চার বাগে ইমামাত পে লাখোঁ সালাম।

pdf By Syed Mostafa Sakib

(১২) কামেলানে তরীকাত পে কামেল দরূদ
হামেলানে শরীয়ত পে লাখোঁ সালাম।
(১৩) গওসে আজম ইমামুত্ তুক্কা অন্ নুকা!
জাল্ওয়াসে শানে কুদরাত পে লাখোঁ সালাম।
(১৪) গওস ও খাজা ও রাজা, হামিদ ও মুস্তফা
সাইয়েদী আ'লা হজরত পে লাখুঁ সালাম।
(১৬) মেরে উস্তাদ মাঁ বাপ ভাই বাহেন!
আহলে উল্দো আঁশীরাত পে লাখোঁ সালাম।
(১৭) কাশ মাহশার মে জাব উনকী আমাদ হো আওর
ভেজেঁ সব উন্কী শওকাত পে লাখোঁ সালাম।
(১৮) মুঝ্সে খিদমাত কে কুদসী কাহেঁ হাঁ রেজা
মুস্তফা জানে রহমাত পে লাখোঁ সালাম।

ইয়া নবী সালামু আলাইকা
ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা
ইয়া হাবীব সালামু আলাইকা
সলাওয়া তুল্লাহ আলাইকা।

সমাপ্ত

pdf By Syed Mostafa Sakib

লেখকের কলমে প্রকাশিত

১। 'মোসনাদে ইমাম আ'যম'-এর বঙ্গানুবাদ
২। তাবলিগী জামায়াতের অবদান
৩। জুময়ার সুন্নী খুতবাহ
৪। কুরয়ানের বিশুদ্ধ অনুবাদ 'কানযুল ইমান'
৫। মোহাম্মাদ নুরুল্লাহ আলাইহিস সালাম
৬। সলাতে মোস্তফা বা সুন্নী নামাজ শিক্ষা
৭। সলাতে মোস্তফা বা সহী নামাজ শিক্ষা
৮। দুয়ায় মোস্তফা
৯। ইমাম আহমাদ রেজা বেরেলবী (জীবনী)
১০। 'ইমাম আহমাদ রেজা' পত্রিকা প্রথম হইতে ষষ্ঠ সংখ্যা
১১। সেই মহানায়ক কে?
১২। কে সেই মুজাহিদে মিল্লাত?
১৩। তাবলিগী জামায়াতের গুপ্ত রহস্য
১৪। 'জায়াতী জেওর'-এর বঙ্গানুবাদ (১ম খণ্ড)
১৫। 'জায়াতী জেওর'-এর বঙ্গানুবাদ (২য় খণ্ড)
১৬। 'আনওয়ারে শরীয়ত'-এর বঙ্গানুবাদ
১৭। মাসায়েলে কুরবানী
১৮। হানিফী ভাইদের প্রতি এক কলম
১৯। 'আল্ মিস্বাহুল জাদীদ'-এর বঙ্গানুবাদ
২০। সম্পাদকের তিন প্রসঙ্গ
২১। 'সুন্নী কলম' পত্রিকা, তিনটি সংখ্যা
২২। তাম্বিহুল আওয়াম বর সলাতে অস্সলাম
২৩। নফল ও নিয়্যাত
২৪। দাফনের পূর্বাপর
২৫। দাফনের পরে
২৬। বালাকোটে কাল্পনিক কবর
২৭। এশিয়া মহাদেশের ইমাম
২৮। ইমাম আহমাদ রেজা ও আশরাফ আলী থানুবী
২৯। মক্কা ও মদীনার মুসাফির
৩০। নারীদের প্রতি এক কলম
৩১। নামাজের নিয়াত নামা

মূল্য ঃ ৮০ টাকা

মুসনাদে ইমাম আ'যম

বঙ্গানুবাদ

অনুবাদক
মুফ্তীয়ে আ'যমে বাঙ্গাল
শায়েখ গোলাম ছামদানী রেজবী

pdf By Syed Mostafa Sakib